উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৮৭৮.১৭ (+৩০১.৯৩)

নিফটি : ২৫,৭৯০.২৫ (+১০৬.৯৫)

জোড়া মামলা ইডি'র ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১০°	২৭°	১০°	২৭°	১০°	২৫°	১২°

১০০ দিনের প্রচারযুদ্ধ ৫

গোল্ডেন গ্লোবের মধ্যমণি প্রিয়াংকা সঙ্গে স্বামী নিক জোনাস ৮

শিলিগুড়ি ২৮ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 13 January 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 235

'আমাদের ছেলে নেই'

থানা, বিডিও'র কাছে বৃদ্ধ দম্পতি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : তাঁদের কোনও ছেলে নেই। সন্তান বলতে শুধুমাত্র দুই মেয়ে। দুজনেই বিবাহিত। প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তাঁদের বাবা-মা পরিচয় দিয়ে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন বিএলও'র কাছে। এই ঘটনা জানতে পেরে সম্পত্তিতে ভাগ বসানোর আশঙ্কায় অভিযোগপত্র নিয়ে সোমবার সকালে ভক্তিনগর থানায় এলেন খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির সত্তরোর্ধ্ব দম্পতি। তাঁদের কথা শুনে এবং সঙ্গে আনা নথিপত্র দেখে কপালে ভাঁজ পড়ে পুলিশকর্মীদের।

মন্টু বর্মন ও তাঁর স্ত্রী ভারতীর অভিযোগ, পনেরো বছর আগে এক পরিবার তাঁদের পাড়ায় আসে। ধীরে ধীরে দুই পক্ষের মধ্যে পরিচয় বাড়ে। এরপর একদিন দীনেশ বর্মন নামে ওই পরিবারের এক সদস্য জাতিগত শংসাপত্র বানানোর অজুহাতে দম্পতির কাছে ভোটার ও আধার কার্ড চান। যুক্তি দেন, শংসাপত্র তৈরির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পরিচিত হিসেবে দেখাবেন মন্টুদের। সাত-পাঁচ না ভেবে তাঁরা দিয়েও দেন। তারপর বহু বছর কেটেছে।

সম্প্রতি ফের ওই ব্যক্তি মন্টু ও ভারতীর পরিচয়পত্র চাইতে এসেছিলেন। এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন নথি চাওয়ায় সন্দেহ দানা বাঁধে অভিযোগকারীদের মনে। খোঁজখবর শুরু করতেই

- ২০১৫ সালে এক পরিবার এসে বসবাস শুরু করে খোলাচাঁদ ফাঁপড়িতে
- সেসময় জাতিগত শংসাপত্র বানানোর অজুহাতে বৃদ্ধ দম্পতির নথি চেয়েছিলেন অভিযুক্ত
- সম্প্রতি ফের নথি চাওয়ায় সন্দেহ, খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এনুমারেশন ফর্মে দম্পতিকেই বাবা-মা হিসেবে দেখিয়েছেন সেই ব্যক্তি

তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। দীনেশের এনুমারেশন ফর্মের ফোটোকপিতে দেখা যায়, তাঁদেরকেই বাবা-মা হিসেবে দেখিয়েছেন অভিযুক্ত।

প্রথমে বিএলও'র কাছে অভিযোগ জানান মন্টু ও ভারতী। এরপর সটান চলে আসেন থানায়। সেখান থেকে পুলিশের পরামর্শে যান রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে। মন্টুর ক্ষোভ, 'ভোটার কার্ড অনুযায়ী দীনেশ যদি আমাদের ছেলে হয়, তবে তো ভবিষ্যতে সে সম্পত্তির ভাগ চাইবে। তখন কোথায় যাব আমরা।'

বিএলও মানসী সরকারের বিরুদ্ধে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলছেন বৃদ্ধ দম্পতি। ভারতীর কথায়, 'বিএলও-কে জানানোর পর তিনি পালটা বলেন, দীনেশ ভালো মানুষ। উনি কোনও সমস্যা করবেন না। নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে বলেন। পরে ক্ষোভ প্রকাশ করলে বিডিও অফিসে যাওয়ার নিদান দেন।'

এদিন বিকেলে ফোনে মানসী যুক্তি দিচ্ছিলেন, 'দীনেশের মা-বাবা এবং অভিযোগকারী দম্পতির নাম এক হলেও তাঁদের এপিক নম্বর আলাদা। আমি ওই দম্পতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁরা বুঝতে চাইছেন না। আমি তখন বলি, দীনেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে ৭ নম্বর ফর্ম ফিলআপ করে জানাতে। আজ ওঁরা ভক্তিনগর থানায় গিয়েছেন, সেখান থেকেও ফোন এসেছিল।'

এরপর দশের পাতায়

আগামী সপ্তাহে এসএসসি'র মেধাতালিকা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : হাতে আর মাত্র কয়েকদিন। শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার আর মাত্র দুটি ধাপ বাকি। মেধাতালিকা প্রকাশ ও কাউন্সেলিং। প্রথম ধাপটি সরস্বতীপুজোর আগেই সেরে ফেলতে চাইছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। আপাতত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া। সব ঠিক থাকলে ২১ জানুয়ারির মধ্যে মেধাতালিকা প্রকাশ হবে। তারপর কাউন্সেলিং। ফেব্রুয়ারিতে চাকরিপ্রার্থীদের হাতে সুপারিশপত্র তুলে দিতে চায় এসএসসি।

দীর্ঘ আন্দোলন, দীর্ঘ আইনি জটিলতা ইত্যাদি সব বাধার অবসান অবশেষে। ১২৪৪৫ জন শিক্ষকের

একাদশ-দ্বাদশে নিয়োগ

শূন্যপদের তালিকা এখন রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত পাওয়ার অপেক্ষায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কাজটি শেষ করে ফেলতে আগ্রহী শিক্ষা দপ্তরও। তবে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া কিছুটা পিছোচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলে তবে ওই স্তরে ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশন হবে।

এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার সোমবার বলেন, '২১ জানুয়ারির মধ্যে একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। তারপর নবম-দশমের তথ্য যাচাই শুরু হবে।' সুপ্রিম কোর্ট অগাস্ট মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। আদালতে কমিশন জানিয়েছিল, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকা প্রকাশ করে দেওয়া যাবে।

নবম-দশমের তথ্য যাচাই অবশ্য শুরু হওয়ার কথা ছিল ডিসেম্বরের শেষে। *এরপর দশের পাতায়*

ঘুড়ি বাহার

লোহরি উৎসবের আগে ঘুড়ি কিনছে খুদে। অমৃতসরে সোমবার। -পিটিআই

নরমাংস খেতে খুন

'মানুষখেকো' মানুষের খোঁজ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১২ জানুয়ারি : ক্যানিবল। অর্থাৎ নরমাংসভোজী। একটা সময় বিশ্বের নানা প্রান্তে পিছিয়ে পড়া জনজাতিগুলির মধ্যে এদের দেখা মিলত। পরে কঠোর আইন করে একে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ২০০৬ সালে নয়ডার নিঠারি কাণ্ডেও ক্যানিবলিজমের অভিযোগ উঠেছিল। এবারে একই সূত্রে উত্তরবঙ্গও জুড়ে গেল।

শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্শারহাটের ভোনাথপুর এলাকায় এক ভবঘুরেকে খুনের অভিযোগে পুলিশ ফিরদৌস আলম নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। খুন তো কতই হয়, পুলিশ চমকায় না। কিন্তু নরমাংস ভক্ষণের জন্যই ওই খুন বলে ওই তরুণ দাবি করায় পুলিশকর্মীদের রীতিমতো আক্কেল গুড়ুম। প্রযুক্তির এই রকেটগতির যুগে কেউ যে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে তা তাঁরা যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছেন না। সোমবার সাহেবগঞ্জ থানায় সাংবাদিক বৈঠক

করে এসডিপিও ধীমান মিত্র বলেন, 'কী কারণে এক ভবঘুরেকে খুন করা হল তা নিয়ে আমরা প্রথম থেকে সন্দিহান ছিলাম। ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে আমরা ফিরদৌসকে গ্রেপ্তার করি। খুনের বিষয়টি কিন্তু ও অস্বীকার করেনি। চাঞ্চল্যকর বিষয় বলতে নরমাংস ভক্ষণের জন্যই ওই ভবঘুরেকে খুন করেছিল বলে আমাদের জানায়। তাই খুনের পর ওই তরুণ মৃতদেহটি কলপাড়ে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে নিয়েছিল।' ঘটনাটি বিরলের মধ্যে বিরলতম বলে এসডিপিও জানিয়েছেন।

শনিবার বিকেলে ভোনাথপুর এলাকায় মানসিকভাবে অসুস্থ এক ভবঘুরের গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে কোনও অস্ত্র মেলেনি। মৃতদেহে কোনও পোশাকও ছিল না। এসব বিষয় নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশকে খুব ভাবাচ্ছিল। খোঁজখবরে তদন্তকারীরা নিহতের সঙ্গে ফিরদৌসের সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পারেন। ওই তরুণ নেশাগ্রস্ত ও মাঝেমধ্যেই অদ্ভুত সমস্ত কাণ্ড ঘটান বলেও জানা যায়। এরপরই পুলিশ তদন্তের জাল গোটাতে থাকে।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

এসআইআর এখন যোগীর গলার কাঁটা

আশিস ঘোষ

নেহাত তিনি মুণ্ডিতমস্তক। নইলে এই প্রবল শীতে অজয় সিং বিস্টের মাথার চুল খাড়া হয়ে যাওয়ার কথা! এসআইআর-এ বিরোধীদের কচুকাটা করা যাবে বলে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন বটে, এখন মাঝপথে দিশেহারা তিনি। যাঁকে দেশ যোগী আদিত্যনাথ নামে চেনে। এসআইআর-এর প্রথম চোটে তাঁর রাজ্য উত্তরপ্রদেশে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ গিয়েছে ২ কোটি ৮৯ লাখ নাম। শতকরা হিসেবে মোট ভোটারের ১৮.৭০ শতাংশ! খোদ যোগীজি জানিয়েছেন, বাদ পড়াদের ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ বিজেপির ভোটার।

একেবারে গেল গেল অবস্থা এখন। বাকি দেশে যখন নাম ছাঁটাইয়ের তোড়জোড়, যোগীর রাজ্যে তখন নাম জোড়ো অভিযান শুরু হয়েছে। বশংবদ নির্বাচন কমিশন একের পর এক সময়সীমা বাড়িয়েই চলেছে। পুরোদমে চলছে নাম ঢোকানোর কাজ। বিজেপি নেতৃত্ব দলের 'কারিয়াকর্তা'-দের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতি বুথে কম সে কম দুশো নাম জুড়তে হবে।

এই খসড়া তালিকা বের হওয়ার পর যোগী আদিত্যনাথ আর সে রাজ্যের বিজেপি সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী দলের সব মন্ত্রী, এমপি, এমএলএম, দলের নানা পদাধিকারী ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং করেছেন। সেই বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, কেস গুরুতর। যোগী বলেছেন, বাদ পড়া লোকজন বিরোধী দলের নন। তাঁদের ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ বিজেপির। তাই হেলাফেলা বরদাস্ত নয়। নাম ঢোকাও।

বছর ঘুরলে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার ভোট। তার আগে এই ঘোর এসআইআর কালে ওই রাজ্যের ১ লাখ ৭৭ হাজার বুথে গড়ে ২০০ নাম ঢোকাতে পারলে সাড়ে তিন কোটি ভোটার যোগ হবে। এদের মধ্যে রয়েছেন নতুন ভোটার, ম্যাপিং না হওয়া, নথি দেখাতে না পারা ভোটাররা। ধরে নেওয়া হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে মোট ভোটার সাড়ে পনেরো কোটি।

যোগীর কড়া নির্দেশ, যাঁরা অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছেন, তাঁদের খুঁজে বের করে উত্তরপ্রদেশেই নাম লেখাতে বলতে হবে। যেমন আদতে উত্তরপ্রদেশের কোনও বাসিন্দা দিল্লির ভোটার হলে তাঁকে নিজের রাজ্যে নাম তুলতে বলা হবে। আগামী পাঁচ বছর তো দিল্লিতে কোনও ভোট নেই। যাঁদের উত্তরপ্রদেশেই শহর আর গ্রাম- দু'জায়গায় নাম আছে, তাঁদের কাছে আবার যেতে বলা হয়েছে।

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, খাস লখনউয়ে বাদ পড়েছে প্রায় ৩০ ভাগ ভোটার। গাজিয়াবাদে ২৮ পার্সেন্ট। একইভাবে কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ, মিরাটের মতো বড় শহরে ঢালাও নাম কাটা পড়েছে।

এরপর দশের পাতায়

অপ্রাপ্তির ভারে চাপে শাসক

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে মাথাভাঙ্গা

ভোটের অঙ্ক

শিবশংকর সূত্রধর ও বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১২ জানুয়ারি : কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'নদীর এ-কূল ভাঙ্গে ও-কূল গড়ে'। মাথাভাঙ্গায় ভাঙা গড়ার গল্পটি অবশ্য অন্যরকম। মানসাই, ডুডুয়া, মুজনাইয়ের তীরের বাসিন্দাদের বড় আক্ষেপ। তাঁদের কাছে শুধুই ভাঙার

ভোট ঘোষণার আগেই দেওয়াল লিখন শুরু বিজেপির। মাথাভাঙ্গায়।

খেলা। গড়ার খেলা আর কই? বড় শৌলমারির এক বৃদ্ধ মুজনাইয়ের তীরে বসে আক্ষেপ করে বলছিলেন, 'কৃষিজমি, বাড়িঘর সবই নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। নেতারা এসেছেন। বারবার বাঁধ তৈরির আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। নদী ভেঙেছে, কিন্তু বাঁধ আর গড়া হয়নি।'

ভোট আসছে। মাথাভাঙ্গার বাতাসে কুয়াশার উপর ভর করে এখন ভোটের গন্ধ ঘুরে বেরাচ্ছে। দেওয়াল লিখনে পদ্মের অবয়ব স্পষ্ট। খুলি বৈঠকে ঘাসফুল শিবির মানুষের মন বুঝতে চাইছে। নেতারা কোমর বেঁধে নেমেছেন দলীয় কাজে। শাসক-বিরোধীদের ভোটের গেরোয় চাপা পড়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের দাবির কথা।

মাথাভাঙ্গা শহর, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১, হাজরাহাট-২, পচাগড় ও মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে

এরপর দশের পাতায়

এনজেপি যেন মিনি মুম্বই

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : দিনভর ট্রেনের হুইসল, কুলিদের হাঁকডাক আর পর্যটকের ভিড়ে সরগরম গোটা এলাকা। কিন্তু সূর্য ডুবলেই এনজেপি স্টেশন চত্বরের পরিবেশটা কেমন যেন পালটে যায়। দিনের আলোয় যা সাধারণ যাত্রীদের আস্তানা, রাতের অন্ধকারে সেটাই হয়ে ওঠে অপরাধের আখড়া। এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এবং ভক্তিনগর মেইন রোডের হোটেলগুলোর দিকে তাকালে এখন আর বোঝা দায়, এটা শিলিগুড়ি নাকি মুম্বইয়ের কোনও নিষিদ্ধ গলি!

একটা সময় ছিল যখন উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মধুচক্রের কারবার চলত পুরোনো কায়দায়। আসানসোল, দুর্গাপুর, আলিপুরদুয়ার বা সিকিম, কালিম্পং থেকে মেয়েদের আনা হত। হোটেলের বদ্ধ ঘরেই দিনের পর দিন তাদের রেখে দেওয়া হত। কিন্তু এখন দিনকাল পালটেছে। পুলিশের 'অত্যাচার' বেড়ে যাওয়ায় সেই ঝুঁকি নেয় না কেউই। তাই বদল এসেছে এনজেপির নৈশ বাণিজ্যে।

কায়দাটা বেশ অভিনব। ধরুন, একা কোনও ব্যক্তি হোটেলে ঢুকে ঘর চাইলেন। কাউন্টারে বসা কর্মীর চোখ প্রথমেই মেপে নেবে তাঁকে। যদি মনে হয় ওই ব্যক্তি 'নিরাপদ' এবং পকেটে জোর আছে, তবেই শুরু হবে আসল খেলা। হোটেলের কর্মী পকেট থেকে দামি মুঠোফোন বের করে প্রথমে ছবির সম্ভার দেখাবেন। তারপর শুরু হবে দরদাম। পছন্দ নিশ্চিত হওয়ামাত্রই ফোন চলে যাবে নির্দিষ্ট দালালের

- এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এবং ভক্তিনগর মেইন রোড এলাকার একাধিক হোটেলে মধুচক্রের আসর
- রাত ৯টার পর থেকেই ওই এলাকায় তরুণ-তরুণীদের আনাগোনা বাড়তে থাকে
- স্থানীয় একটি ক্লাবের কিছু কর্মকর্তা জড়িত থাকায় কেউ মুখ খোলার সাহস পান না

কাছে। আধঘণ্টার মধ্যে বাইক বা অটোয় চড়ে হোটেলের দোরগোড়ায় হাজির হবে মোহময়ী।

ব্যবসার এই নতুন পদ্ধতিতে আর একটা দিক আছে। অনেক সময় ওই তরুণীরা নিজেরাই খদ্দের জোগাড় করার কাজ করে। নিজস্ব যোগাযোগ বা দালালের মাধ্যমে তারা খদ্দের ধরে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নিবাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সুরে, শোকে অন্তিম যাত্রা প্রশান্তের

সুরের টানেই তাঁকে চিনেছিল গোটা পাহাড়। থুড়ি, বলা ভালো গোটা দেশ। পাহাড়ের রাজনীতির পটপরিবর্তনের মুখ প্রশান্ত তামাংকে শেষ বিদায় জানাতে তাই সেই সুরেরই শরণাপন্ন হল দার্জিলিং ম্যাল। কান্নায়, গানে লেখা হল অমর-কথা।

দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : আষাঢ়ে মাইনামা...

২০১১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অ্যালবামের এই গানটি লাখো মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল। নেপালি ভাষায় প্রশান্ত তামাংয়ের গাওয়া গানের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'আষাঢ় মাসে আমার হৃদয় যে সিক্ত হয়েছিল, তা কীভাবে বোঝাব তোমাকে?'

এটা আষাঢ় মাস নয়, তবুও দার্জিলিংয়ের মানুষ তথা গোটা দেশের সংগীতপ্রেমীদের হৃদয় সিক্ত হল শোকে। সোমবার ম্যালের একপাশে যখন শায়িত প্রশান্তর দেহ, তখন চারপাশে থিকথিক করছে ভিড়। মঞ্চের ওপরে-নীচে থাকা মানুষ সুরে সুর মেলালেন, আষাঢ়ে মাইনামা...। জল গড়িয়ে পড়ল দু'গাল বেয়ে।

সাল ২০০৭। পাহাড়ের প্রতিটি মোড়ে, চায়ের দোকানে একটাই চর্চা- 'ইন্ডিয়ান আইডল'। ঘরের ছেলেকে রিয়েলিটি শো-য়ে জেতাতে রীতিমতো পোস্টার সাঁটিয়ে, জনসভা করে এসএমএস পাঠানো হয়েছিল। জেতার পর উৎসবের মেজাজে বিজয় মিছিলে হেঁটেছিলেন আট থেকে আশি। ঠিক তার ১৯ বছর পর ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারি জনসমুদ্র নামল দার্জিলিংয়ের রাস্তায়। তবে, এবার উল্লাস নয়, শুধুই হাহাকার। কান্নার রোল। প্রশান্তের কফিনবন্দি দেহ ছুঁয়ে যেন স্মৃতির গলিপথ দিয়ে পুরোনো সেই দিনে ফিরে যেতে চাইলেন লোকেশরা। মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংয়ের গলায় শোনা গেল ঐক্যের সুর, '২০০৭ সালে প্রশান্ত আমাদের এক করেছিল, এই ঐক্য আগামীতেও দেখাতে হবে।'

এদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ দিল্লি থেকে ইন্ডিগোর বিমানে বাগডোগরায় পৌঁছায় প্রশান্তের দেহ। কার্গো কমপ্লেক্সের

দার্জিলিংয়ে প্রিয় প্রশান্তকে শেষশ্রদ্ধা। ছবি : মৃণাল রানা

সামনে তখন তিলধারণের জায়গা নেই। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ অনীত থাপা, দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা, রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বিজয়কুমার রাই, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড দাঁড়িয়ে একসারিতে। শববাহী গাড়িতে দেহ তোলার সময় একে একে তাঁরা খাদা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। বাগডোগরায় অন্তিমযাত্রার ব্যবস্থাপনা দেখার ফাঁকে অনীতের কথা, 'প্রশান্ত সুরের রাজা ছিলেন।'

বিমানবন্দরে ছিলেন শিল্পীর স্ত্রী মার্থা, বোন অনুপমা। ছিল প্রশান্তের একমাত্র মেয়ে বছর তিনেকের আরিয়া। কফিনকে আঁকড়ে ধরে যখন মা অঝোরে কাঁদছেন, তখন আরিয়া সামনেই দাঁড়িয়ে। সে একবার মায়ের দিকে, একবার কফিনের দিকে তাকাচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

প্ল্যাটফর্মে সন্তান প্রসব

তড়িঘড়ি কাপড়, কম্বল দিয়ে ঘিরে অস্থায়ী লেবার রুম

হরষিত সিংহ

মালদা, ১২ জানুয়ারি : হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম বদলে গেল লেবার রুমে। রবিবার রাতে মালদা টাউন স্টেশনে চিকিৎসক ও নার্সদের ব্যস্ততা দেখে হতবাক অনেকেই। কাপড় ও কম্বল দিয়ে ঘিরে অস্থায়ী লেবার রুম বানিয়ে ফেললেন রেলের চিকিৎসাকর্মী ও আরপিএফ। আর সেই ব্যবস্থাপনার মধ্যেই জন্ম নিল পুত্রসন্তান। রেলের এই তৎপরতাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সকলেই। আর কৃতজ্ঞতায় ভাষা ভুলে গিয়েছেন রাহাত মণ্ডল।

মালদার ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তা বলেন, 'এটা আরপিএফের মাতৃশক্তি প্রকল্পের সাফল্য। ভালো কাজ হয়েছে। যাত্রীদের সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে আমরা তৎপর।'

রবিবার মধ্যরাতে আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস স্টেশনের ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতেই নামানো হয় অন্তঃসত্ত্বাকে। তারপর সেখানেই সন্তানের জন্ম দেন তিনি। প্রসবের পর প্রসূতি ও সদ্যোজাত সন্তানকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে প্রসূতি ও সেই নবজাতক চিকিৎসাধীন। মা ও ছেলে দুইজনেই সুস্থ রয়েছে বলে জানান প্রসূতির স্বামী রাহাত। রেলের এমন সহযোগিতা পেয়ে তিনি আপ্লুত। রাহাত বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। রেল পুলিশ ও রেলের কর্মীরা যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা ভোলার নয়। ট্রেনের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে আমি এই সুবিধা পেলাম।'

মালদা টাউন স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছেন দম্পতি। সঙ্গে আরপিএফ কর্মী।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর গাইনপুর গ্রামের বাসিন্দা রাহাতরা। স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে রয়েছেন অসুস্থ মা। সন্তানের জন্ম হলে দেখভালের অসুবিধা। তাই সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রাখার পরিকল্পনা করেছিলেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়ায় রাহাতের শ্বশুরবাড়ি। তাঁরা সেখানেই যাচ্ছিলেন। শনিবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে উঠেছিলেন। কিশনগঞ্জ স্টেশনে নামার কথা। তারপর সেখান থেকে চাকুলিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যা ভাবনা, সেইমতো সবকিছু ঘটেনি। মধ্যরাতে ট্রেনটি ফরাক্কা স্টেশনে পৌঁছানোর পর হঠাৎ প্রসবযন্ত্রণা ওঠে ওই বধূর। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন তিনি। সেই সময় সহযাত্রীদের সহযোগিতায় হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করেন রাহাত। আরপিএফ, টিটি ও রেলকর্মীরা চলে আসেন। তবে ট্রেন মালদা টাউন স্টেশন না পৌঁছালে কিছু করার নেই বলে জানান তাঁরা। আরপিএফ কর্মীরা মালদা টাউন স্টেশনে আগেভাগেই বিষয়টি জানিয়ে রেখেছিলেন। সেইমতো সমস্ত ব্যবস্থা করা হয় মালদা টাউন স্টেশনে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অস্থায়ী লেবার রুম বানানো হয়। রাত ২টা নাগাদ স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছাতেই তড়িঘড়ি নামানো হয় অন্তঃসত্ত্বাকে। প্রসবের পর তাঁদের মেডিকেলে পাঠানো হয়েছিল। এখন তাঁরা মাতৃমায় চিকিৎসাধীন।

পদকের হ্যাটট্রিক ধূপগুড়ির সবুজের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : লাগাতার তিন বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে অ্যাথলেটিক্সে পদক জিতে আনলেও আগামীদিনে প্রশিক্ষণ এবং খেলা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে ধূপগুড়ির কিশোর সবুজ শীল ও তার পরিবার। ধূপগুড়ি আরআর প্রাইমারি স্কুলের পাঠ চুকিয়ে এবারই ধূপগুড়ি হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছে সবুজ। গত ৯ ও ১০ জানুয়ারি কলকাতার বাণীপুরে অনুষ্ঠিত ৪১তম রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ইভেন্টে গ বিভাগের ১০০ মিটার রেস এবং হাইজাম্পে সোনা জেতার পাশাপাশি রিলে রেসে জলপাইগুড়ি জেলা দলের হয়ে সোনা জিতেছে সবুজ।

সবুজের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালে। সেবার খ বিভাগে রাজ্য স্তরে হাইজাম্পে তৃতীয় এবং ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয় সে। এরপর গতবছর গ বিভাগে হাইজাম্পে রাজ্যসেরা হয়। গতবছর মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য স্পোর্টসে অল্পের জন্য হাতছাড়া হয় ১০০ মিটারের পদক। এবার তার তৃতীয় তথা প্রাথমিক পড়ুয়া হিসেবে শেষ

রাজ্য প্রতিযোগিতায় তিন তিনটে সোনা জয় তাক লাগিয়েছে সবাইকে।

ধূপগুড়ি শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দপল্লির বাসিন্দা সবুজ। বাবা শংকর শীল পেশায় ব্যবসায়ী। রাজ্য স্তরে ছেলের লাগাতার তিন বছরের সাফল্যে গর্বিত হলেও আর্থিক কারণেই আগামীদিনে ছেলের প্রশিক্ষণ নিয়ে চিন্তিত তিনি।

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-011/2025-26 Sl. 1 to 17 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. Also available in https://wbtenders.gov.in

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

অ্যাফিডেভিট

I, Tarikul Islam, S/O- Munsur, Vill- Andharu, P.O. - Batna, P.S.- Ratua, Dist- Malda. Vide and affidavit made dated 08/01/2026 before the executive magistrate at Chanchal Court that Tazeem Islam & Tazeem is the same and one identical boy.

কর্মখালি

অফিসের কাজের জন্য মহিলা চাই। বেতন 7,000/-। কোম্পানির জন্য গার্ড চাই। বেতনঃ- 13,500/-+ থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে। M :-8653609553

কনফারেন্স কক্ষের সঙ্গে সভাকক্ষের বিভিন্ন সরঞ্জাম

ই-টেন্ডার নং. ডিএলএসএম এলডিটি এনএফআর০৮২০২৫-২০২৬ তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কনফারেন্স কক্ষের সঙ্গে সভাকক্ষের বিভিন্ন সরঞ্জাম। টেন্ডার রাশিঃ ২৪,১৩,৩০৮.১২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪৮,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০১-২০২৬/কে/১৩৫০ তারিখঃ ০৫-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার সংখ্যা. ০১-২০২৬। কাজের নামঃ (ক) "কাটিহার মণ্ডলের রাঙ্গিয়াপুরে পরম্পরাগত প্যানেলে ইন্টারলকিং সিস্টেমের স্থানে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করার" এসএন্ডটি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "কাটিহারে এসএসই/ওয়ার্কস/ওয়েস্ট/কাটিহার অফিসের অধীনে অ্যাকুইফারের রিচার্জিং এবং বনায়নে সহায়তা করা রেলওয়ে ভূমিতে স্থিত জলাশয়ের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন সহিত কোশী গ্রীন গোল্ফ কোর্সের সবুজ ক্ষেত্র উন্নয়নের (১০৯ একর)" ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৫৭,৯০,৭৬৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,১৬,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জিএণ্ডসিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি কমল যুগী পিতা মৃত কালাচাঁদ যুগী, গ্রাম পালপাড়া থানা কুশমন্ডি। ২০০২ সালে খরবা বিধানসভা (Part no 109, SL no. 51) আমার নাম কমল ঋষি ও পিতা কলাই ঋষি এবং আমার স্ত্রী আরতি যুগীর নাম (part no 109, SL no 52) আরতি ঋষি ছাপা হয়। ৭/১/২০২৬ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গঙ্গারামপুর (প্রথম শ্রেণি) দ্বারা আমি কমল যুগী ও কমল ঋষি, পিতা মৃত কালাচাঁদ ঋষি ও কলাই ঋষি এবং স্ত্রী আরতি যুগী ও আরতি ঋষি একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

আমি Jayanti Sarkar আমার কন্যা Srijonova Roy Pramanik-এর জন্মশংসাপত্রে Jayanti Roy Pramanik থাকায় গত ইং 2/12/25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Jayanti Sarkar ও Janyanti Roy Pramanik উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। পূর্ব ডাউকিমারী, ধূপগুড়ি। (A/B)

আমি, Papai Saha S/o- Doman Saha Vill+P.O+ Sukdevpur, P.S- Baishnab Nagar Dist-Malda. আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg-No-B-2018 : 19-00933-0027 02, Dt-07-12-2018, আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 15-12-2025 এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Shamu Saha থেকে Soumya Saha করা হল।

মেয়ে পৌলমী ভৌমিকের ভোটার কার্ডে (নং RNL 2183218) পিতার নাম জয়ন্ত ভৌমিক থাকায় গত 02.01.2026 দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 01নং অ্যাফিডেভিট বলে আমি জয়ন্ত কুমার ভৌমিক হলাম। জয়ন্ত কুমার ভৌমিক ও জয়ন্ত ভৌমিক এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সাং- ওয়ার্ড নং 04, থানাপাড়া, দিনহাটা, কোচবিহার। (S/M)

I, MD Hasanuzzaman, S/o- Abdul Hakim, vill- Andharu, P.O- Batna, P.S. Ratua, Dist- Malda. Vide and affidavit made dated 08/01/2026 before the executive magistrate at Chanchal Court that Khusi Jahan & Khusi is the same and one identical girl.

ফ্ল্যাট বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে সন্তোষ অ্যাপার্টমেন্ট 3rd floor-এ 2 BHK front সাইডে ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ করুন - দাস পেপার হাউস, কলেজহল্ট-6296531987/ 8699187397. (C/118792)

রাইনো ক্যাম্পে পিকনিকের অভিযোগ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : গত কয়েক বছর ধরে পর্যটকদের জন্য বন্ধ রয়েছে রামশাই রাইনো ক্যাম্প। কিন্তু সেখানেই সোমবার রীতিমতো পিকনিকের আসর বসেছে বলে অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, জলপাইগুড়ি আদালতের জনাকয়েক আইনজীবী ও তাঁদের আত্মীয়রা সারাদিন হইহুল্লোড় ও খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন এই ক্যাম্প চত্বরেই। যদিও রামশাই এলাকার স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী অলক রায়ের এমন অভিযোগ মানতে চাননি আইনজীবীরা। তাঁদের সাফাই, তাঁরা ঘুরতে এসেছিলেন। এদিকে, গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি দে বলছেন, 'রাইনো ক্যাম্পের বুকিং বন্ধ রয়েছে। তবে দপ্তরের আধিকারিকরা এলে তাঁরা সেখানে থাকতে পারেন। আজ জলপাইগুড়ি আদালতের আইনজীবীরা এসেছিলেন।' সেখানে তাঁরা পিকনিক করেছেন না কী করেছেন, তাতে অসুবিধের কিছু নেই বলে জানিয়েছেন ধ্রুবজ্যোতি।

প্রশ্ন উঠছে এখানেই।

সাধারণ পর্যটকদের জন্য যে জায়গা বন্ধ, সেখানে কীভাবে পিকনিক করার অনুমতি মিলল, সে বিষয়ে অবশ্য কিছু বলতে চাননি রেঞ্জ অফিসার।

রাইনো ক্যাম্পে পিকনিক দলের জমায়েত। সোমবার।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে রয়েছে রামশাই রাইনো ক্যাম্প। এখানে চারটি কটেজে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেতেন পর্যটকরা। তবে কটেজ ও কটেজের প্রবেশের মুখের একটি কাঠের ব্রিজ বেহাল থাকায় সেখানে পর্যটকদের থাকা বন্ধ করে দেওয়া হয় বন দপ্তরের তরফে। করোনা পরবর্তী সময় থেকেই কটেজ বন্ধ রয়েছে। এই ক্যাম্পে থাকার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন পর্যটকরা। ঠিক তখনই এই কটেজ চত্বরে কীভাবে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জনকে নিয়ে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, সোমবার কিছু আইনজীবী ও তাঁদের আত্মীয়রা মিলে সেখানে পিকনিক করেন। অনেককে কটেজের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেও দেখা গিয়েছে। এতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে।

রমশাই এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ী অলক রায় অভিযোগ করে বলেন, 'যেখানে পর্যটকরা বুকিং করতে চেয়েও সেখানে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন না, সেখানে এত মানুষকে ওই এলাকায় কী করে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়।' অভিযোগ, শুধু এদিনের পিকনিকই নয়, মাঝেমধ্যেই এই কটেজে বহু ভিভিআইপি রাত কাটিয়ে যান। যদিও এদিন সেখানে আসা আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'ঘুরতে এসেছিলাম। মেদলা নজরমিনার ঘুরে চলে গিয়েছি।' আরেক আইনজীবী প্রতীকলাল ঝা চক্রবর্তী বলেন, 'এমনি এসেছিলাম, জলপাইগুড়ি চলে যাব।'

সান্দাকফু যাত্রায় পরিবেশ বার্তা

মালবাজার, ১২ জানুয়ারি : রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই 'একলা চলো'-র বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। এবার সেই বার্তাকে পাথেয় করে মাঠে নেমে পড়লেন মাল শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বরূপ মিত্র। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে সকলের কাছে পরিবেশ রক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যের বার্তা পৌঁছে দিতে আপাতত একা হেঁটে সান্দাকফুর উদ্দেশে রওনা দিলেন তিনি।

সোমবার মালবাজার বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে যাত্রা শুরু করেন তিনি।

মালবাজার, ওদলাবাড়ি, সেবক, ঘুম, মানেভঞ্জন, কালাপোখরি, সান্দাকফু হয়ে ফালুট পৌঁছাবেন স্বরূপ। এর আগেও সাইকেলে চেপে সান্দাকফু গিয়েছিলেন তিনি। ১৩ দিনের এই যাত্রাপথে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার অতিক্রম করবেন তিনি।

সোমবার সেবকের কাছাকাছি রাত্রিযাপন করে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হবে তাঁর পথ হাঁটা। সঙ্গে পিঠের ব্যাগে রয়েছে রাতে থাকার তাঁবু ও খাবার।

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কার্য

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৩০_২৫-২৬ তারিখ ০৬-০১-২০২৬। [illegible] টেন্ডার রাশি ৫৫,৭৫,৬৬৩.২৭/- টাকা। বায়না রাশি ১১,৫০০/- টাকা। [illegible] তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জিএণ্ডসিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_টিআরডি_৩১_২৫-২৬; তারিখ: ০৬-০১-২০২৬; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, [illegible] ২৮-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং স্টলের জন্য ই-অকশন
অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ সিএটিজি-মালদা-২৬-২

এসইকিউ নং, লট নং./ক্যাটেগরি, স্টেশনঃ এএ/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-জিজিএ-জিএমইউ-১১৬-২৫-১, ঘোঘা। **এএ/২,** সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১, আকবরনগর। **এএ/৩,** সিএটিজি-এমএলডিটি-আরপিইউআর-এসএমইউ-১০-২৪-১, রতনপুর। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-290/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসি ওয়েটিং রুমের আধুনিকীকরণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ কোচবিহার ও কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনের এসি ওয়েটিং রুমগুলির আধুনিকীকরণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নং: সি-এপি-এনএফআর-এসি-ডব্লিউটিএন। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট): ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনসিবি-ডব্লিউআরএল-৫৪-২৬-১ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ ক্লোক রুম)	১৮২৬
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-কেওজে-ডব্লিউআরএল-৪৭-২২-২ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ ক্লোক রুম)	১৮২৬

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এ/সি প্রতীক্ষা হলের উন্নয়ন, মানব নিযুক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এ/সি প্রতীক্ষা হলের উন্নয়ন মানব নিযুক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-এসিডব্লিউটিএনজি-এনসিবি

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনসিবি-ডব্লিউআরএল -৩৭-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/ রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)	এ/সি প্রতীক্ষা হলের উন্নয়ন, মানব নিযুক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণ

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১৩.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০২_২০২৬/কে/১৩৫২, তারিখ: ০৫-০১-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : [illegible] তারিখ ও সময় ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

সিকন্দর সন্ধে ৭.৫৮ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ আরাধনা, দুপুর ২.১৫ আনন্দ আশ্রম, বিকেল ৫.১৫ অন্ধবিচার, রাত ৮.৩০ অমানুষ, ১১.৩০ অন্যায় অবিচার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতিকার, দুপুর ১.০০ শুভদৃষ্টি, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.৩০ বিধিলিপি, রাত ১০.৩০ আপন হল পর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুভবিবাহ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহাকাল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৪ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, দুপুর ১.৪৫ লাডলা, বিকেল ৫.২৬ কটিরা, সন্ধে ৭.৩০ গদর এক প্রেমকথা, রাত ১০.৩২ চেন্নাই ভার্সেস চায়না

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বিকেল ৩.৩০ রিস্তে, সন্ধে ৬.৫০ রক্ষক, রাত ১০.০০ অজনবী

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৮ পরম্পরা, দুপুর ১.৫৫ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, বিকেল ৫.০৪ রাম বলরাম, সন্ধে ৭.৫০ চাচা ভতিজা, রাত ১১.১২ শান

জি সিনেমা : বেলা ১১.২০ সিটিমার, দুপুর ১.৪০ অখণ্ড, বিকেল ৪.৫৪ জয় হো, সন্ধে ৭.৫৮ সিকন্দর, রাত ১০.৩০ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান

জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ মিশন রানিগঞ্জ, দুপুর ২.০০ রাম তেরি গঙ্গা মইলি, বিকেল ৫.২০ জঙ্গ, সন্ধে ৭.৫৫ আজ কা অর্জুন, রাত ১০.৫৬ চন্দু চ্যাম্পিয়ন

আরাধনা বেলা ১১.০০ জলসা মুভিজ

পৌষ-পার্বণ পর্ব

ভাপা পিঠে পাতুরি এবং পাবজি পিঠে তৈরি শেখাবেন সমাপ্তি মণ্ডল। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

শুভদৃষ্টি দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিন ধরে কোনও আটকে থাকা অর্থ আজ হাতে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। দাম্পত্যে সমস্যা কেটে শান্তি ফিরবে। বৃষ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফল আজ হাতেনাতে পাবেন। মিথুন : আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। কর্কট : বহুদিন ধরে যে চাকরির স্বপ্ন দেখছিলেন, আজ তা সফল হবে। বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতরা আরও ভালো সুযোগ পাবেন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার সম্ভাবনা। পথে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কন্যা : সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতপার্থক্যে পারদ বাড়বে। সংসারের সামগ্রী কেনকাটায় খরচ বৃদ্ধি পাবে। তুলা : খুব কাছের কোনও মানুষের কাছ থেকে দামী উপহার পেতে চলেছেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে জমানো টাকায় হাত দিতে হতে পারে। বৃশ্চিক : নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আজ সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। ধনু : ধার্মিক কাজে মনোনিবেশ করে মানসিক চাপ কাটাতে সক্ষম হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। মকর : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার স্বপ্ন সফল হবে। হারিয়ে যাওয়া কোনও কাগজ হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কুম্ভ : কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। সংসারে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। মীন : শারীরিক কারণে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে। বাত ও দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ পৌষ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ২৮ পুহ, সংবৎ ১০ মাঘ বদি, ২৩ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। মঙ্গলবার, দশমী অপরাহ্ণ ৪।১৫। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ১।১২। শূলযোগ রাত্রি ৮।৪৮। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৫ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৬।৪৫ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১।২২ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শনির দশা। যোগিনী-উত্তরে, অপরাহ্ণ ৪।১৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৪৬ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ১।৬ গতে ২।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৭ গতে ৮।২৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-রাত্রি ৮।৪৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১১।১২ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দশমীর একোদ্দিষ্ট। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৯।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

ধৃত ২ দুষ্কৃতী

চোপড়া, ১২ জানুয়ারি : চোপড়া থানার উদরাইল এলাকায় রবিবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে রাজ্য সড়কের একটি সেতুর কাছে কোথাও ডাকাতির উদ্দেশ্যে ১০-১২ জনের একটি দল জড়ো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদের মধ্যে আমিজউদ্দিন ও তসলিমউদ্দিন নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত দুজনের বাড়ি চোপড়া থানা এলাকায়। তাঁদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র, রড সহ কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে। সোমবার ধৃতদের ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শোভাযাত্রা

চোপড়া, ১২ জানুয়ারি : সাইবার সচেতনতা মাস উপলক্ষ্যে সোমবার চোপড়া থানা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এলাকায় শোভাযাত্রার পাশাপাশি ট্যাবলো বের করা হয়। থানা চত্বরে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত পুলিশের ডিএসপি রাহুল বর্মন, আইসি সুরজ থাপা, চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি প্রমুখ। বৃক্ষরোপণ, পড়ুয়াদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা রাখা হয়। ৮ জানুয়ারি থেকে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অধীন প্রতিটি থানায় সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের ব্যাপারে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে।

প্রচার কর্মসূচি

চোপড়া, ১২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে চোপড়া বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে বিজ্ঞান অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। সোমবার দাসপাড়া ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বিজ্ঞানমনস্ক ও কুসংস্কার বিরোধী প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য যোগেশচন্দ্র বর্মন, জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভদ্র, চোপড়া কেন্দ্রের সম্পাদক দীপঙ্কর দাস প্রমুখ। মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। এদিন ৪ জায়গায় সচেতনতামূলক পথসভা করা হয়।

কুপিয়ে খুন, পলাতক তিন

তোলা আদায় ঘিরে সংঘর্ষ আলিপুরদুয়ারে

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : প্রকাশ্য রাস্তায় এক তরুণকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে। গ্রামের রাস্তার মোড়ে এক মুদির দোকানে মদ বিক্রি হয় বলে অভিযোগ। আর সেই দোকান থেকে তোলা আদায় করতে গিয়েছিলেন গ্রামেরই বছর ত্রিশের তরুণ সঞ্জয় তালুকদার বলে অভিযোগ। যা নিয়ে প্রথমে শুরু হয় বচসা।

সেই বচসার জেরে সঞ্জয় আচমকা ভোজালি বের করে বলে অভিযোগ। বচসা থেকে শুরু হয় মারপিট। সেখানে যোগ দেন দোকানদারের ভাই ও বাবা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন সঞ্জয়ের বাবাও। উভয়পক্ষের মধ্যে চলে মারপিট। সেই সময় সঞ্জয়ের কাছ থেকে ভোজালি কেড়ে নিয়ে তাঁকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সঞ্জয়ের। গুরুতর জখম হন মৃতের বাবা সুভাষ তালুকদার। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।’ সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, মুদিখানার দোকানদার বিমান বর্মন, তাঁর ভাই বিপ্লব বর্মন ও বাবা পরেশ বর্মনের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। তিনজনই পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের পাকা রাস্তার ধারে মাশান মন্দির মোড়ে বিমান বর্মনের মুদিখানার দোকান। পাশেই বাড়ি। অভিযোগ, সেই দোকানে মদ বিক্রি হয়। একই গ্রামে বাড়ি সঞ্জয়ের। রবিবার রাতে সঞ্জয় পিকনিক থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই দোকানে যান। কিন্তু কী কারণে বচসার সূত্রপাত তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। কেউ বলছেন, অবৈধ মদ বিক্রির জন্য সঞ্জয় তোলা চাইছিল। গ্রামে সঞ্জয়ের ভাবমূর্তিও ভালো না। অতীতে বহু মারপিটের ঘটনায় তার নাম জড়িয়েছে। থানায় মামলাও হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, সঞ্জয় ওই দোকান থেকে মদ নেয়। কিন্তু টাকা দেয়নি। যা নিয়ে বচসা শুরু হয়। তবে অভিযোগ, সঞ্জয়ের কাছেই ছিল ভোজালি। বচসা চলাকালীন সঞ্জয় ভোজালি বার করেছিল। তখন দোকান মালিক বিমান ও তাঁর ভাই বিপ্লব সঞ্জয়কে রাস্তার মোড়ে পাকড়াও করেন। যোগ দেন বিমানের বাবা পরেশও। হইচই শুনে আসেন সঞ্জয়ের বাবা সুভাষ। অভিযোগ, সুভাষের হাতে ছিল হাতুড়ি। উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ সময় মারপিট চলে। সঞ্জয়ের কাছ থেকে ভোজালি কেড়ে নিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। জখম হন তাঁর বাবা সুভাষও। দুজনই রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিলেন। ঘটনার পর থেকেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। দুজনকে উদ্ধার করে পুলিশ পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকরা সঞ্জয়কে মৃত ঘোষণা করেন। জখম সুভাষকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

- সঞ্জয় প্রথমে ভোজালি বের করে বলে অভিযোগ, পরে শুরু হয় মারপিট
- ঝামেলায় যোগ দেন দোকানদারের ভাই ও বাবা, আসেন সঞ্জয়ের বাবাও
- সেই সময় সঞ্জয়ের কাছ থেকে ভোজালি কেড়ে নিয়ে তাঁকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ

সে চিজ... *সন্তানকে ক্যামেরাবন্দি। রসিকবিলে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

তিন বছর পর বাণিজ্যে কাটল জট

ল্যান্ড পোর্টে ফের আমদানি-রপ্তানি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : নানা জটিলতা কাটিয়ে তিন বছর পর ফের আমদানি-রপ্তানি শুরু হল এনজেপি স্টেশন লাগোয়া ফুলবাড়ির গোরা মোড়স্থিত ইনল্যান্ড কনটেনার ড্রাই পোর্টে। সম্প্রতি চিন থেকে আমদানি করা এলইডি লাইট তৈরির সামগ্রী শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী ড্রাই পোর্টের মাধ্যমে আনান। হলদিয়া বন্দর থেকে রেলপথে সরাসরি যা স্থলবন্দরে নিয়ে আসা হয়। এতদিন ড্রাই পোর্টের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামগ্রী আনা হত। কিন্তু কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সহ একাধিক সমস্যার কারণে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল।

ফের সেই সুবিধা চালু হওয়ায় কম সময় ও স্বল্প খরচে ক্ষতি এড়িয়ে সামগ্রী নিয়ে আসতে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়িক মহলকে আহ্বান জানিয়েছে ড্রাই পোর্ট কর্তৃপক্ষ। আমদানির পাশাপাশি এই অঞ্চলের চা বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে এই বন্দরকে ব্যবহার করা কতটা সুবিধার, তাও বন্দরের তরফে জানানো হয়েছে। বন্দরটিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে বাণিজ্য শুরুর ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সহযোগিতায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর মাধ্যমে স্থলবন্দরটি চালু করা হয়। উত্তরবঙ্গের এটি একমাত্র কনটেনার ড্রাই পোর্ট। ২০২৩ সালে শেষবারের মতো এই বন্দরটির মাধ্যমে চিন থেকে সিমেন্টের ব্যাগ, পুতুল তৈরির সামগ্রী, এলইডি লাইট তৈরির সামগ্রী সহ বিভিন্ন জিনিস আমদানি করা হয়েছিল। ড্রাই পোর্ট সংস্থার ম্যানেজার (অপারেশনস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট) সুশীলকুমার পাঠক বলেন, ‘কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নিয়ে সমস্যার কারণে এই পোর্টের মাধ্যমে অনেকেই সামগ্রী আমদানি করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন কাস্টমস সহযোগিতা করায় অন্য দেশ থেকে সামগ্রী আমদানি করা সহজ হয়ে গিয়েছে।’

চিন কিংবা অন্য দেশ থেকে আমদানি করা সামগ্রী হলদিয়া বন্দরে নামানো হয়। এরপর সেই সামগ্রী ভায়া কলকাতা হয়ে সড়কপথে শিলিগুড়ি কিংবা উত্তরবঙ্গে নিয়ে আসা হয়। স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, হলদিয়া থেকে রেলপথে সামগ্রী শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা থেকে সেটি খদ্দেরদের কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত তাঁদেরই দায়ভার। এতে সামগ্রীর ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়। শিলিগুড়ির বাসিন্দা ইলেক্ট্রিক সামগ্রীর ব্যবসায়ী অতুল গোয়েল চিন থেকে এলইডি সামগ্রী আমদানি করেছেন। অতুলের কথায়, ‘এতদিন হলদিয়ায় জাহাজ থেকে সামগ্রী নামানোর পর প্রথমে কলকাতা, তারপর সড়কপথ কিংবা রেলপথে এদিকে আনা হত। বারবার সামগ্রী ওঠানো-নামানোয় ভেঙে যেত। নিরাপত্তা ঠিক ছিল না। সামগ্রী নিয়ে আসতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগে। কিন্তু সরাসরি হলদিয়া বন্দর থেকে কনটেনারে বোঝাই করে রেলপথে এই পোর্টে আসতে সময় কম লাগছে। ভালো বাণিজ্যের জন্য এই বন্দর অনেক উপযোগী হবে।’

বন্দরটির মাধ্যমে বাংলাদেশে যে কোনও সামগ্রী পাঠাতেও যে সমস্যা আর হবে না, তেমন ইঙ্গিত বন্দর কর্তৃপক্ষ দিয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর চিন থেকে আমদানি করা সামগ্রী স্থলবন্দরে এসে পৌঁছেছিল। বন্দরের টার্মিনাল হেড জোগেশকুমার শর্মার কথায়, ‘হলদিয়া বন্দর হয়ে যে এলইডি সামগ্রী এসেছিল, তা ক্লিয়ারেন্স করতে আমাদের দুই ঘণ্টা সময় লেগেছে। ওপার বাংলার সঙ্গে ব্যবসাতে লেটার অফ ক্রেডিট নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। তবে সেই সমস্যা এখন নেই। আমাদের বন্দর থেকে ফুলবাড়ি হয়ে যে কোনও সামগ্রী বাংলাদেশে পাঠানো যাবে। এই ক্ষেত্রে কাস্টমস সম্পর্কিত কোনও সমস্যা থাকবে না।’

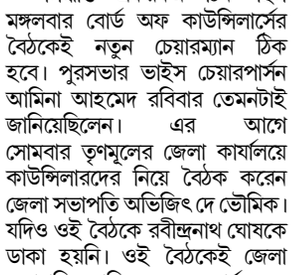

- এতদিন ড্রাই পোর্টের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামগ্রী আনা হত
- কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সহ নানা সমস্যার কারণে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল
- হলদিয়া ভায়া কলকাতা হয়ে আনতে সামগ্রী বারবার ওঠানো-নামানোয় ভেঙে যেত, সময় খরচ হত বেশি

শিল্পতালুকের পাশের মাঠে নেশার আসর

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির ডাবগ্রাম শিল্পতালুকের পাশে ফাঁকা মাঠে প্রতিদিন নেশার আসর বসছে। সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে বলে অভিযোগ। শিল্পতালুক হওয়ায় সন্ধের পর এলাকাটি শুনসান হয়ে যায়। ওই এলাকার রাস্তাগুলি দিয়েও লোকজন কম চলাচল করে। ফলে এলাকাটি নেশাখোরদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কেশবচন্দ্র রায় বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা ছিল না। অবশ্যই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হবে।’ পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

এলাকাবাসীর যুক্তি, প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ না করলে এই আসর বন্ধ করা মুশকিল। ওই আসরে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কিছু বলতে গেলে তেড়ে আসেন। পুলিশ মাঝেমধ্যে ওই এলাকায় অভিযান চালালেও কোনও লাভ হয় না।

ফুলবাড়ির ঢাকাইয়া বস্তির বাসিন্দা দুলাল সরকার বলেন, ‘দিন হোক বা রাত সবসময় ওই মাঠে নেশার আসর বসে। সেখানে মদ, গাঁজা সবকিছুই থাকে। বাইরের থেকে ছেলেরা এসে এখানে আসর বসায়। ওই মাঠে গেলে চোখে পড়ে প্রচুর মদের বোতল পড়ে রয়েছে।’

আরেক বাসিন্দা মানিক মণ্ডল বললেন, ‘আসর বন্ধ করতে হলে নিয়মিত অভিযান চালাতে হবে।’

স্বামীজির জন্মজয়ন্তী পালন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : বিভিন্ন জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সোমবার শিবমন্দির মেডিকেল মোড় সারদাপল্লি উন্নয়ন সমিতির বইঘরে স্বামীজির জীবনদর্শন ও তাঁর কর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। গানে ও কথায় স্বামীজিকে স্মরণ করা হয়। এদিন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে তাঁকেও স্মরণ করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, অনিল সাহা, কালীদাস দাস, অরবিন্দ বর্মন প্রমুখ। সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির তরফেও পালন করা হয়।

এছাড়া সদর চোপড়ার বাস স্টপ এলাকাতেও পুলিশ ও অন্য সংগঠনের উদ্যোগে এদিন স্বামীজির জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। স্বামীজির প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। ব্লকের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের উদ্যোগেও দিনটি পালন করা হয়। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বিকশিত ভারত শীর্ষক একটি যুব সমাবেশ হয়। সেখানে কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স বিষয়ক আলোচনা হয়।

খড়িবাড়িতেও দিনটি পালিত হয়েছে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন সকালে ভালুকগাড়া থেকে বাতাসি পর্যন্ত একটি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও সংগঠনের তরফে বাতাসি পিএসএ ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি রক্তদান শিবির হয়। এই শিবির থেকে সংগৃহীত ৩৫ ইউনিট রক্ত শিলিগুড়ি টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে অধিকারী কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলের মাঠে ভলিবল খেলার আয়োজন করা হয়। বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে খড়িবাড়িতে একটি বিবেক চেতনা র‍্যালি ও আলোচনা সভা হয়।

দিলীপে আপত্তি, রবির পদত্যাগপত্র গ্রহণ আজ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি : শেষমুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল হওয়ায় মঙ্গলবার কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন হচ্ছে না। তবে বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠক হবে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে। পুরসভার দায়িত্ব নেবেন ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ। এক সপ্তাহ পর আমিনা বৈঠক ডাকবেন। মিটিংয়েই নতুন চেয়ারম্যান ঠিক হবেন।

সিদ্ধান্ত একরকম ঠিক ছিল মঙ্গলবার বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকেই নতুন চেয়ারম্যান ঠিক হবে। পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ রবিবার তেমনটাই জানিয়েছিলেন। এর আগে সোমবার তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। যদিও ওই বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ডাকা হয়নি। ওই বৈঠকেই জেলা সভাপতি জানিয়ে দেন, বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে। বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার নতুন চেয়ারম্যানের প্রসঙ্গ উঠতেই শুভজিৎ কুণ্ডু সহ বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার জেলা সভাপতির কাছে জানতে চান নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন। এতে জেলা সভাপতি জানান, রাজ্য নেতৃত্ব যাঁর নাম পাঠিয়েছে সেই নির্দেশ মেনে দিলীপ সাহা চেয়ারম্যান হবেন। এতে কাউন্সিলারদের মধ্য থেকে দুই-তিনজন প্রশ্ন তোলেন চেয়ারম্যান হিসাবে দিলীপের নাম রাজ্য নেতৃত্ব কীভাবে জানল? এতে জেলা সভাপতি জানিয়ে দেন আইপ্যাক সহ অন্যান্যরা পাঠিয়েছে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। কাউন্সিলারদের অনেকে বলেন, রাজ্য নেতৃত্বই যদি সব ঠিক করে দেন তাহলে আমরা কাউন্সিলাররা কী করতে রয়েছি।

বৈঠক সূত্রে খবর, চেয়ারম্যান নিয়ে এ ধরনের নানা প্রশ্ন উঠতেই সিদ্ধান্ত বদল হয়। মঙ্গলবার পুরসভার বৈঠকে শুধু চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে। এরপর এক সপ্তাহ পর আমিনা আহমেদ আবার বৈঠক ডাকবেন। বৈঠকেই নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন তা ঠিক হবে।

আমিনা বলেন, ‘বোর্ড মিটিংয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে। এরপর সাতদিন বাদে ফের বৈঠক ডাকব। সেখানে নতুন চেয়ারম্যানের বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে।’ বৈঠক সূত্রে খবর, সাতদিন পরে হলেও যেহেতু রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ রয়েছে, ফলে চেয়ারম্যান শেষপর্যন্ত দিলীপ সাহা হবেন। কারণ রাজ্য নেতৃত্ব নির্দেশ দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যেখানে এত চেষ্টা করেও তাঁর পদত্যাগ ঠেকাতে পারলেন না, সেখানে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে দিলীপ সাহার পরিবর্তে অন্য কেউ পুরসভার চেয়ারম্যান হবেন সেটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া জেলা সভাপতি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, চেয়ারম্যান কে হবেন তা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব আগেই নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের সেই নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ হবে।

শীতে জলকষ্ট ফাঁসিদেওয়ায়

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১২ জানুয়ারি : প্রতি বছর শীতের শুরুতেই জলসংকট চরম আকার নেয় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্দরগছ তথা পুরোনো হাটখোলা এলাকায়। এই সমস্যা গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। বর্ষা এলে পরিস্থিতির সাময়িক উন্নতি হয় বটে, কিন্তু ততদিনে স্থানীয়দের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দা নদী শীতের মরশুমে প্রায় শুকিয়ে নালায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরও তলানিতে ঠেকেছে। কুয়োয় জলের দেখা নেই। মোটর ব্যবহার করেও জল তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব তো রয়েছেই। স্থানীয় বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এবিষয়ে বলেন, ‘নদী থেকে অবাধে বালি পাচারের জেরে জলস্তর নেমে গিয়েছে। সরকারের তরফে জলের পাইপ বসানো হলেও, জল দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি নজরে রয়েছে।’

বন্দরগছ এলাকায় কয়েক হাজার মানুষের বাস। বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা দৈনন্দিন কাজের জন্য কুয়ো ও টিউবওয়েলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শীত এলেই একের পর এক কুয়ো শুকিয়ে যায়। বহু টিউবওয়েলে জল ওঠে না। ফলে রান্না, স্নান, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে গবাদিপশুর জন্য জল জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীর ভরসা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) টাইমকল। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও ওই টাইমকলে জল ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে না। ‘হর ঘর জল’ প্রকল্পের আওতায় এলাকায় পাইপলাইন বসানো হলেও, এখনও সব বাড়িতে সংযোগ পৌঁছায়নি। যে রিজার্ভার নির্মাণের কথা ছিল, সেটিও এখন নির্মীয়মাণ অবস্থায় রয়েছে। পাইপলাইনে অল্প সময়ের জন্য জল এলে, সেই জল কলসি ও ড্রামে ভরে বহু পরিবার ভাগ করে ব্যবহার করছে। দূরদূরান্ত থেকে জল বয়ে আনতে হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি হচ্ছে মহিলা ও বয়স্কদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শীতকালে মহানন্দা ব্যারেজ থেকে পর্যাপ্ত জল ছাড়া হয় না। ফলে নদী শুকিয়ে যায় এবং তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে। কৃষিপ্রধান ওই এলাকায় চাষের জন্য সাবমার্সিবল পাম্পের ব্যবহার ক্রমশ বেড়েছে। নদী ও নালার জল ব্যবহার কমে যাওয়ায় চাষের জন্যও ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরতা বাড়ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন ভূগোলের শিক্ষক গৌতম ভট্টাচার্যের কথায়, ‘মহানন্দা ব্যারেজ তৈরির পর থেকে ধীরে ধীরে জলসংকট তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল পাম্পের অতিরিক্ত ব্যবহার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।’

শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোলের এক প্রাক্তন অধ্যাপকের কথায়, ‘কোনও এলাকায় যদি নদীর জল শুকিয়ে যায় তবে, সেই এলাকাতে জলের স্তর নীচে নামবেই। রক্ষা করার কোনও উপায় নেই। জনসংখ্যাও বাড়ছে। ফলে, ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বেড়েছে।’

- মহানন্দা ব্যারেজ তৈরির পর থেকে জলসংকট দেখা দিয়েছে, দাবি স্থানীয়দের
- শীতের মরশুমে নদী শুকিয়ে যায়, ভূগর্ভস্থ জলস্তরও তলানিতে ঠেকে
- কুয়োয় জলের দেখা নেই, এমনকি মোটর ব্যবহার করেও জল তোলা সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ

রয়েছে আরও একটি তত্ত্ব। সেটা বলে, বনে কাশ কাটার পর অবশিষ্টাংশ শুকিয়ে গেলে তাকে ‘খেড়ি’ বলা হয়। এখানে একটা সময় প্রচুর কাশবন কাটা পড়ত। এই সূত্রে জায়গাটির ‘খেড়িবাড়ি’ নামকরণ। পরে অপভ্রংশ হয়ে নাম হয় ‘খড়িবাড়ি’।

জ্বালানির হাত ধরে নাম পায় খড়িবাড়ি

কী নামে ডেকে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : বনে কাশ কাটার পর অবশিষ্টাংশ শুকিয়ে গেলে তাকে ‘খেড়ি’ বলা হয়। এখানে একটা সময় প্রচুর কাশবন কাটা পড়ত। এই সূত্রেই জায়গাটির ‘খেড়িবাড়ি’ নামকরণ। পরে অপভ্রংশ হয়ে নতুন নাম হয় ‘খড়িবাড়ি’। দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত খড়িবাড়ির নামকরণের পিছনে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে জোরালো তত্ত্ব। তবে পরের তত্ত্বগুলির ক্ষেত্রে নামকরণের পিছনে জ্বালানির বিষয়টি খুব বেশি করে জড়িয়ে রয়েছে। দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লক আয়তনে ১৪৪.৮৮ বর্গকিলোমিটার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৯ হাজার ২৫১ জন। খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ এই ব্লকে চারটি পঞ্চায়েত রয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এখানে হাতেগোনা কয়েকটি পরিবার ছিল। এলাকা ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বহু পতিত জমিতে কাশবন। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ শাসকরা তাদের প্রিয় তৎকালীন কিছু প্রভাবশালী মানুষকে এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এলাকাকে কয়েকটি জোতে ভাগ করা হয়েছিল। যাঁর যত প্রভাব তাঁর তত বেশি ‘জোত’ বা জমি। এই প্রভাবশালীরা ‘জোতদার’ নামে পরিচিত ছিলেন।

বৈদ্যনাথ রায় সরকার এমনই একজন প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর ছেলে বলেন্দ্রনাথ রায় সরকার নাকি তাঁর থেকেও বেশি প্রভাবশালী ছিলেন। চেকরমারি, বারাসতভিটা, বুধসিং, ডোহাগুড়ি, দেবুরাম, ফুলবার, কাপরাংগুড়ি সহ বহু ‘জোত’ তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে তাঁর নাতজামাই দিলীপকুমার রায় জানান। তিনি খড়িবাড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। এলাকার নামকরণের প্রসঙ্গে বললেন, ‘পতিত জমিগুলিতে প্রচুর কাশবন ছিল। সেই কাশ কেটে শুকিয়ে কুঁড়েঘরের ছাউনির কাজে ব্যবহার করা হত। কাটা পড়া কাশের অবশিষ্টাংশ খেড়ি।’ এই সূত্রেই কীভাবে ‘খড়িবাড়ি’ নামকরণ তা প্রতিবেদনে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে। বাতাসি শাস্ত্রীজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র রায় অবশ্য বললেন, ‘এই এলাকায় একটা সময় প্রচুর জীবজন্তু ঘুরে বেড়াত। সেই সময় জোতদারদের অধীনে থাকা বনের কাঠ কেটে জ্বালানি ‘খড়ি’ হিসেবে ব্যবহৃত হত। বাবার মুখে শুনেছি, এই এলাকায় প্রচুর খড়ি মিলত। সেই সূত্রেই এলাকার এই নাম।’ ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রাক্তন কর্মী শোভারাম সিনহার বক্তব্যেও একই সুর। তবে এই নাম অবশ্য এই এলাকার একার নয়। খড়িবাড়ি নামে মালদা জেলার হবিবপুর এলাকা এবং দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট সংলগ্ন এলাকায় আরও দুটি জায়গা রয়েছে। কীভাবে সেই জায়গাগুলি খড়িবাড়ি নাম পেল তা নিয়ে দার্জিলিং জেলার এলাকাটির জানা নেই। নিজেদের এলাকার নামকরণ যাতে স্বতন্ত্র হিসেবে বজায় থাকে সেটাই তাঁদের একমাত্র প্রার্থনা।

পাহাড়ে আক্রান্ত, ক্ষুব্ধ সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ীরা

ফের গাড়ি ভাঙচুর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : পাহাড়ে ফের সমতলের গাড়ি ভাঙচুর। রবিবার রাতে জোড়বাংলো থানা এলাকায় ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ে একের পর এক এই ধরনের ঘটনার পরেও প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ উঠছে। জোড়বাংলো থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-র ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলছেন, 'এটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না হয়, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।'

- জোড়বাংলো থানা এলাকায় সমতল থেকে পর্যটক নিয়ে যাওয়া একটি গাড়িতে ভাঙচুর চলে
- একে বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলছেন জিটিএ'র ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান
- সমতলের গাড়ি এবং চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি পর্যটন ব্যবসায়ীদের

> গাড়ির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ভিতরে চালক ঘুমোচ্ছিলেন। যদি তাঁর কিছু হয়ে যেত, তাহলে তার দায় কে নিত? এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।
>
> **বিশাল গুপ্ত**
> গাড়ির মালিক

গত ডিসেম্বর মাস থেকেই পাহাড়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলিতে সমতলের গাড়ি চলাচলে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। পাহাড়ের পরিবহণ চালক সংঘের বক্তব্য, সমতলের গাড়িগুলি পাহাড়ে এসে সমস্ত দর্শনীয় স্থানে প্রবেশ করায় স্থানীয় গাড়িগুলি ভাড়া পাচ্ছে না। ফলে এখানকার চালকদের রুটিরুজি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। তাই সমতলের গাড়িগুলিকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গন্তব্যে পর্যটকদের নামিয়ে ফিরে যেতে হবে। শুধুমাত্র পাহাড়ের গাড়িই পর্যটকদের নিয়ে দর্শনীয় স্থানগুলিতে প্যাকেজ ট্যুর করবে। তাদের এই দাবিকে প্রশাসন গুরুত্ব না দেওয়ায় ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় সমতলের গাড়ি ভাঙচুর, চালককে হুমকি দেওয়ার ঘটনা সামনে আসছিল। পাহাড়ে পর্যটক নিয়ে যাওয়া শিলিগুড়ির তিনটি গাড়ি লেবংয়ের রাস্তায় পার্কিং করা ছিল। রাতের অন্ধকারে সেই গাড়িগুলিতে ভাঙচুর করা হয়। তার দু'দিন পরেই ১৫ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ের পিস প্যাগোডায় পর্যটক নিয়ে যাওয়া শিলিগুড়ির একটি গাড়ির চালককে মাঝরাস্তায় আটকে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হয়। প্রতিটি ঘটনা নিয়েই দার্জিলিং পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হয়নি। দার্জিলিং জেলা প্রশাসন এবং জিটিএ, পরিবহণ চালক সংঘকে নিয়ে বৈঠক করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, এভাবে সমতলের গাড়িকে পাহাড়ে চলাচলের ক্ষেত্রে আটকানো যাবে না। কিন্তু তারপরেও চোরাগোপ্তা হামলার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ।

রবিবার শিলিগুড়ির একটি গাড়ি কলকাতার ২০ জন পর্যটকের একটি দল নিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিল। পর্যটকদের দার্জিলিংয়ে নামিয়ে চালক উত্তম রায় পার্কিং করার জন্য শহরে জায়গা না পেয়ে প্রথমে লেবং রোডে যান। কিন্তু সেখানেও কেউ ওই গাড়িটি পার্কিং করতে দেননি। সেখান থেকে তিনি গাড়ি ঘুরিয়ে জোড়বাংলোতে নিয়ে আসেন। সেখানেই রাস্তার পাশে রাতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঘুমিয়ে ছিলেন। উত্তমের কথায়, 'রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ একটি গাড়ি আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনজন নেমে পাথর ছুড়তে শুরু করে। কাচ ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ পর গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।' এই ঘটনার পরে চালক মালিককে ফোন করে বিষয়টি জানান।

গাড়ির মালিক বিশাল গুপ্ত জোড়বাংলো থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ওই পর্যটকদের জন্য অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, 'গাড়ির ক্ষতি হয়েছে। ভিতরে চালক ঘুমোচ্ছিলেন। যদি তাঁর কিছু হয়ে যেত, তার দায় কে নিত? এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।' পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'পুলিশকে সমতলের গাড়ি এবং চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে দার্জিলিংয়ে সমতলের গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পার্কিং জোন তৈরি করতে হবে।'

কোতুয়ালিতে ভাঙল মনের দেওয়াল

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১২ জানুয়ারি : কথায় বলে, সম্পর্কের বরফ গলে। অর্থাৎ, দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হওয়া। মালদার কোতুয়ালির বিখ্যাত সেই বাড়িতে সম্পর্কের বরফ গলার উদাহরণ টানা যেতেই পারে। তবে কথাটা ঠিকঠাক হবে, যদি বলা যায়, সম্পর্কের পাঁচিল ভাঙল।

কী এই পাঁচিল? আর কেনই বা তা ভাঙার কথা বলা হচ্ছে? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে গেলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। বছর ছয়েক আগেকার কথা। যখন তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন মৌসম বেনজির নুর, তখন কোতুয়ালির বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। শুধু মানসিক প্রাচীর নয়, গড়ে উঠেছিল কংক্রিটের প্রাচীরও। সেই প্রাচীরের একদিকে বাস করতেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম আর অপরপ্রান্তে থাকতেন কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। কিন্তু তারপর মহানন্দা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি মৌসম কংগ্রেসে ফিরেছেন। তারপর

বিবেকানন্দর জন্মজয়ন্তী পালনে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মৌসম।

শনিবার মালদায় ফিরেছেন। গত ১০ জানুয়ারি থেকে তাই ছবিটা বদলেছে। কোতুয়ালির বাড়িতে সেই কংক্রিটের প্রাচীর ভাঙা হয়নি। তবে ভেঙে গিয়েছে মনের প্রাচীর। দুই পরিবার আজ মিলেমিশে একাকার। এখন পরিবারে ফিরে এসেছে মানসিক শান্তি। আর তা স্পষ্টই বলে দিলেন ইশা খান, 'অনেকদিন ধরে মৌসমকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চাপ ছিল কর্মীদের তরফে। ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সফল হয়েছি। রাতে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছি।'

২০১৯ সালে, লোকসভা ভোটের ঠিক আগে, কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ মৌসম। আর ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে, কংগ্রেসে ফিরলেন তিনি। আর তারপরেই প্রবাদপ্রতিম কংগ্রেস নেতা বরকত গনি খান চৌধুরীর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মৌসম শপথ নিয়েছেন, 'আজীবন কংগ্রেস করব আমি।' শনিবার ও রবিবার পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটিয়েছেন। রবিবার সপরিবারে পিকনিকে গিয়েছেন। ইশা ও মৌসম একসঙ্গে, এক টেবিলে-এমন ছবিতে এখন মালদার কংগ্রেসিদের সোশ্যাল মিডিয়ার 'ফিড' ছয়লাপ।

সোমবার সকালে উঠেই দাদা ইশার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন মৌসম। গাড়ি করে সোজা চলে যান জেলা কংগ্রেসের সদর দপ্তর হায়াত ভবনে। হায়াত ভবনে এসে ভাই-বোন একসঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মালা দেন। এরপর হায়াত ভবনে বসে জেলার প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা।

সোমবার কিন্তু আরও একটি ছবি বদলে গিয়েছে। তৃণমূলে থাকার সময় মৌসমের অফিস ছিল স্টেশন রোডে, নুর ম্যানশনে। কিন্তু কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর সেই অফিস আজ শুনসান। হায়াত ভবনে বসেই কংগ্রেসের হয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। এব্যাপারে জানতে চাইলে মৌসম বলেন, 'এখন থেকে আর নুর ম্যানশনে নয়, প্রতিদিন হায়াত ভবনে বসেই দলের কাজ করব।'

নির্ভয়।। বালুরঘাটে দোগাছি ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন কেশবরঞ্জন সূত্রধর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গ্রামবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য। কিন্তু তাঁর সব কাজ বকলমে স্বামীই চালান বলে অভিযোগ।

নামেই নেত্রী

নাম জানা নেই পঞ্চায়েত সদস্যার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : এলাকাবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয়ে পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছেন। কিন্তু শুধু পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিং ছাড়া আর তাঁকে দেখাই যায় না বলে অভিযোগ। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তোতারামজোতের অনেক বাসিন্দাই বলছেন, স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য শেহনাজ বেগমের বদলে তাঁর স্বামী গোলাম হোসেন ওরফে কালুরই দ্বারস্থ হন। পরিস্থিতি এমনই যে অনেক বাসিন্দা শেহনাজ বেগমের নামই ঠিকমতো জানেন না।

প্রায় এক হাজার মানুষের বাস এই দক্ষিণ তোতারামজোতের খাটাল বস্তিতে। এদিন খাটাল বস্তিতে পা রাখতেই দেখা মিলল মণি ঠাকুরের। এলাকার পঞ্চায়েতের সদস্যার নাম কী জিজ্ঞেস করতেই মণিদেবী বলে উঠলেন, 'কালু।' আরও বললেন, 'তিনিই এলাকায় আসেন, রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজের তদারকি করেন। কোনওরকম সমস্যা হলে আমরা তাঁর কাছেই রাতবিরেতে যাই।' শেহনাজ বেগম নাম বলতেই মণি বললেন, 'তাঁকে আমরা এতটা চিনি না। তাঁকে এলাকায় সেভাবে দেখাও যায় না। কালু সবসময় পাড়াতে থাকেন।'

একই কথা শোনা গেল মার্কেট বস্তির বাসিন্দা মহম্মদ আলির গলায়। তিনি বললেন, 'কালুর স্ত্রী পঞ্চায়েত সদস্য হলেও

- অভিযোগ, রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজের তদারকি করেন পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী কালুই
- কোনওরকম সমস্যা হলে কালুর কাছেই রাতবিরেতে ছোটেন গ্রামবাসী
- প্রশাসনিক যে কোনও বৈঠকে স্ত্রীর সঙ্গে যে তিনিও যান, তা স্বীকার করে নিয়েছেন কালু

কালুই সবকিছু করেন। পাড়ার যে কোনও সমস্যা, বিয়েবাড়ি, বিবাদ, ঝামেলা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে ছুটে আসেন কালুই। তাঁর স্ত্রী ভোটে জিতলেও তাঁকে সেভাবে পাড়ায় দেখা যায় না।'

খাটাল বস্তির মাছ ব্যবসায়ী সুনীল শা বলছেন, 'যে কোনও সমস্যার কথা কালুকেই বলতে হয়। এলাকার সমস্যা নিয়ে কালুকে একাধিকবার আমরা বলেছি। তাঁর স্ত্রী পঞ্চায়েত সদস্যা খাতায়-কলমেই। নামটাও জানি না। কালুই দিনরাত এলাকায় দাপিয়ে বেড়ান।'

যদিও শেহনাজ বেগমের স্বামী বলছেন, 'প্রশাসনিক যে কোনও বৈঠকে আমার স্ত্রী এবং আমি দুজনেই যাই। তবে স্ত্রীই সই করেন। পাড়ায় কোনও সমস্যা হলে আমরা দুজনে যাই। থানায় রাতবিরেতে এলাকার সমস্যা নিয়ে যেতে হয়। তখন একজন মহিলার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না। এলাকায় বিরোধীরা নানা চক্রান্ত করছে আমার স্ত্রীকে বেকায়দায় ফেলার জন্য।'

এদিকে শেহনাজ বেগম বলেন, 'সাধারণ মানুষ আমাকে ভোটে জিতিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের সমস্যার সমাধান হলেই হল। তাই আমরা দুজন মিলেই এলাকায় কাজ করি।' যদিও নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা বিজেপির সাধন চক্রবর্তী বলেন, 'নকশালবাড়িতে অধিকাংশ তৃণমূল মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যর একই অবস্থা। তাঁদের স্বামীরাই সবকিছু করেন। কেবলমাত্র মাসের শেষে বোর্ড মিটিংয়ের দিন এইসব মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দেখা যায়। বাকি সময় তাঁদের স্বামীরাই গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে বসে থাকেন। তাঁরাই এলাকার কাজের সিদ্ধান্ত নেন।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি মিটিংয়ে মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যারাই উপস্থিত থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন কাজের খতিয়ান এবং এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কোনও পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী, আত্মীয়স্বজনকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক মিটিং, সভায় ঢুকতে দেওয়া হয় না।'

ভুট্টাবাড়িতে নেই পথবাতি, নিকাশি ব্যবস্থা

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : একাধিক সমস্যায় জর্জরিত চা বাগান লাগোয়া আপার বাগডোগরার ভুট্টাবাড়ি এলাকা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোটের আগে এলাকার উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হলেও, ভোট হয়ে যাওয়ার পরই সেই আশ্বাস ঠান্ডাঘরে চলে যায়।

এই এলাকায় প্রায় ২ হাজার মানুষের বসবাস। যদিও দীর্ঘদিন ধরে এলাকার কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় প্রতিটি রাস্তাই ভাঙা। পিচের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। এলাকায় নেই কোনও নিকাশি ব্যবস্থা। এমনকি চা বাগান লাগোয়া এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক থাকলেও কোনও পথবাতির ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ। পথবাতি না থাকায় রাতের অন্ধকারে রাস্তায় বেরোতে ভয় হয় বলে জানালেন অনেকে।

স্থানীয় বিবেক রাই বললেন, 'আমাদের এলাকাটি উন্নয়নের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। রাস্তায় চলাচল করা মুশকিল। সবাই এসে শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। চা বাগান থেকে চিতাবাঘ আনাগোনা করে, অথচ এলাকায় কোনও পথবাতি নেই।' এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনকে সমস্যার কথা একাধিকবার বলা হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এলাকার আরেক বাসিন্দা বাবু হাঁসদার কথায়, 'ভাঙা রাস্তা হয়ে এলাকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। অনেকেই পড়ে গিয়ে আঘাতও পায়। কয়েকদিন আগে এলাকার এক বৃদ্ধ সাইকেলে করে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে হাতে চোট পান। তিন-চার বছর ধরে রাস্তাঘাটের এই অবস্থা কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই।' এলাকাবাসীর প্রশ্ন, কবে হবে এলাকার উন্নয়ন? বিষয়টি নিয়ে আপার বাগডোগরা পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব সিনহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ওই এলাকার রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। খুব শীঘ্র কাজ শুরু হবে। বাকি সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পিঠে তৈরির সরার দরদাম। সোমবার শিলিগুড়ি থানার সামনে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শিশুর ছবিতে ফাঁস প্রতারণার ছক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : একটি শিশুর অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে টাকা হাতানোর ছক কষেছিল প্রতারকরা। তবে উপস্থিতবুদ্ধির বলে সেই ফাঁদে পা দেননি শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী। বরং প্রতারকদের ফোন নম্বর নিয়ে সোজা চলে যান থানায়। পুলিশের পরামর্শে সেসব নম্বর ব্লকও করে দেন চেকপোস্ট এলাকার ব্যবসায়ী নরেশ গিরি।

গোটা ঘটনার সূত্রপাত অচেনা একটি নম্বর থেকে। নরেশের কথায়, 'অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসার পরে ওপার থেকে এক ব্যক্তি আমার খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে। প্রশ্ন করে, ব্যবসা কেমন চলছে?' এরপরই ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তির নাম জানার চেষ্টা করেন নরেশ। নরেশের কথায়, 'উলটোদিক থেকে কিছুতেই নাম বলছিল না। বলছিল, আপনার সঙ্গে তো প্রতি সপ্তাহেই সাইটে দেখা হয়। চিনতে পারছেন না?'

ওই প্রতারক নরেশকে অনুরোধ করে, 'আমার মেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি। আমার অনলাইন ট্র্যানজ্যাকশন অ্যাপ কাজ করছে না। অন্য একজনকে তাই বলেছি, আপনার নম্বরে ২০ হাজার টাকা পাঠানোর জন্য। আপনাকে খুব বিশ্বাস করি, তাই সেখান থেকে ৫ হাজার টাকা চিকিৎসকের নম্বরে পাঠাবেন। বাকি টাকা আমি সাইটে এসে নিয়ে যাব।'

নরেশ টাকা নিতে রাজি না হওয়ার মাঝেই হোয়াটসঅ্যাপে

বুদ্ধিবলে বাঁচলেন ব্যবসায়ী

অনলাইন ট্র্যানজ্যাকশনের একটি স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নরেশ দেখেন, সেখানে লেখা 'পেইড টু নরেশ গিরি'। বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ওই সাইবার চক্রীরা শিশুর একটি ছবি পাঠায়। সেই ছবিই চক্র ফাঁসের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। নরেশ বলেন, 'ছবিটা দেখার সময় নীচে অজানা একটি নার্সিংহোমের নাম পাই। সেটা সার্চ করতেই দেখি, লখনউয়ের নার্সিংহোম। এরপরই বুঝি, কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে।'

চক্রী এরপর চিকিৎসকের একটি নম্বর পাঠায়। যদিও ততক্ষণে সতর্ক নরেশ দেখেন, যে নম্বর দিয়ে চক্রী ফোন করছে, টাকা পাঠানোর জন্য সেই নম্বরই দিয়েছে। নরেশ বলেন, 'আমি প্রশ্ন করি, আপনি নিজেই তো টাকা পাঠাতে পারেন। আমাকে কেন টাকা পাঠিয়েছেন। এরপর ওই চক্রী জানায়, ভুল করে ওই নম্বর পাঠিয়েছে সে। তখন অন্য একটি নম্বর দেয়। এরপর বলি, সাইটে এসেই পুরো টাকা নিয়ে যান।' যদিও ততক্ষণে ফাঁপরে পড়ে যায় ওই চক্রী। ফোনে পালটা বলে ফেলে, 'কোন সাইট?' উত্তরে নরেশ জানায়, 'তুমি তো বলেছ, আমার সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে সাইটে এসে দেখা করো। তাহলে এসে পুরো ২০ হাজার নিয়ে যাও। এরপরই ফোন কেটে দেয় চক্রী।'

বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সাইবার চক্রীরা যেসব নম্বর, ছবির ব্যবহার করেছিল, ওই ব্যবসায়ী সেসব তথ্য নিয়ে সোমবার হাজির হন ভক্তিনগর থানায়। পুলিশকর্তার নির্দেশে এরপর সেই নম্বরগুলি ব্লক করে দেন।

জনসংযোগ

বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি : সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির তরফে বুথে বুথে জনসংযোগ মজবুত করতে পদযাত্রা করা হচ্ছে। এরিয়া কমিটির সম্পাদক শীতল দত্ত বলেন, 'আমরা জানুয়ারি মাসব্যাপী প্রতিটি বুথে জনসংযোগ শুরু করেছি।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জল নেই

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে রান্না এবং খাওয়ার জন্য রাস্তা পার করে জল নিয়ে আসতে হয়। ছবিটি গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডালজোতে অবস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। শুধু পানীয় জলের সমস্যা নয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবনটিরও জরাজীর্ণ অবস্থা। জানলা ভেঙে গিয়েছে, মেঝেও নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ওই কেন্দ্রের সহায়িকা মালতী রায় জানান, আগে মাঠে একটি টিউবওয়েল ছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তা চুরি হয়ে গিয়েছে। এরপর পঞ্চায়েতের তরফ থেকে একটি টাইমকলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকমাস চলার পর তা অকেজো হয়ে যায়। স্থানীয় প্রশাসনকে এই সমস্যার কথা একাধিকবার জানানো হয়েছে।

এবিষয়ে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তাপস রায় বলেন, 'ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের টাইমকলটি যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা জানা ছিল না। বিষয়টি দেখা হবে।' গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা সিংহ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা তপন রায়ের অভিযোগ, 'এবিষয়ে পঞ্চায়েতের প্রধানকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। অনেকদিন ধরে এই কেন্দ্রে একাধিক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু কারও সেদিকে নজর নেই। প্রশাসনের উচিত এদিকে নজর দেওয়া।'

কমিটি গঠন

নকশালবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : সোমবার নকশালবাড়ি ব্লকের বেলগাছি চা বাগানে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কমিটি গঠন করা হল। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি জেমস খালকোর নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়। ইউনিট প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছেন মেঘনাথ তেলেঙ্গু এবং সেক্রেটারি মনোজিৎ কুমার। এদিন বেলগাছি চা বাগানের গুদাম লাইনে একটি সভার মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আসারু চিকবড়াইক, শুভরাজ ছেত্রী, রামাশংকর চৌধুরী সহ অন্যরা।

স্মরণসভা

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : শিবমন্দিরের নেতাজি অ্যাথলেটিক ক্লাবের তরফে সোমবার ডাঃ বিবেক সরকার ও সঞ্জীব সরকারের স্মরণসভা আয়োজিত হয়। স্মরণসভায় ২০০ জন দুঃস্থকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ক্লাবের তরফে অ্যান্টনি ডি রোজারিও জানিয়েছেন, ডাঃ বিবেক সরকার ক্লাবের সভাপতি এবং সঞ্জীব সরকার ক্লাব সম্পাদক ছিলেন। দুজনই সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের স্মরণেই এদিনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।

মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ১২ জানুয়ারি : ধর্মের নামে মেরুকরণের রাজনীতির প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করল যুব কংগ্রেস। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ১ নম্বর ব্লক যুব কংগ্রেসের তরফে বাঁশগাও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে থেকে মিছিলটি করা হয়। থানা মোড়, বাজার, বিডিও অফিস হয়ে হাইস্কুল মাঠে এসে শেষ হয়। ব্লক সভাপতি মহম্মদ সেলিম, ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক পরেশ সিংহ, সহ সভাপতি মহম্মদ মুক্তার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলান্যাস

চোপড়া, ১২ জানুয়ারি : সোমবার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোরুগছ এলাকায় একটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য মণিকা সিংহ, পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহ প্রমুখ। পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, ঘোরুগছ থেকে চুরাধুনা পর্যন্ত ১২০০ মিটার ঢালাই রাস্তার জন্য ৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

গুরুতর জখম

চোপড়া, ১২ জানুয়ারি : চোপড়া থানার সুফলগছ এলাকায় সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় সড়কে মোটরবাইক ও ভুটভুটির সংঘর্ষে একজন গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একটি বাইকের সঙ্গে ইটভর্তি একটি ভুটভুটির সংঘর্ষে একজন জখম হন।

গর্ত থেকে উঠে হাতির হুলুস্থুল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : পাঁচ বছর বাদে আবার জলপাইগুড়ি শহরে হাতি ঢুকল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সোমবার সন্ধ্যা থেকে জলপাইগুড়ি শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। হাতি দর্শনে এলাকায় ভিড় বাড়তে থাকে। প্রথমে আনন্দ চন্দ্র কলেজের পিছন দিকটায় জঙ্গলে ঠাঁই নেওয়া হাতিটি পরে কলেজ চত্বরে ঢুকে পড়ে। পরে সেটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় সংলগ্ন ১ নম্বর সুভাষনগর কলোনি এলাকায় জিতেন রায় নামে এক ব্যক্তির বাড়ি ভাঙচুর করে। হাতির হানায় এক মহিলা আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে, সেই সময় হাতি তাড়াতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে ধরে নিয়ে বন দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করেনি। রাত দেড়টা নাগাদ হাতিটি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়ে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, বনকর্মীরা হাতিটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করার চেষ্টা করছে।

এদিনের ঘটনা অবশ্য একটি নয়, তিনটি হাতিকে নিয়ে। সেগুলিকে কেন্দ্র করেই জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন করলাভ্যালি চা বাগানে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। হাতির আতঙ্কে এদিন চা বাগানে কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। রবিবার রাতের অন্ধকারে হাতিগুলি শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওই বাগানের ৪৭ নম্বর সেকশনে ঢুকে পড়েছিল। সেগুলির একটি বাগানের একটি বড় গর্তে পড়ে আটকে যায়। বহু চেষ্টা করেও সেটি বাইরে বেরোতে পারেনি। বেলাকোবা, রামশাই, গরুমারা,

করলাভ্যালি চা বাগানে গর্তে আটকে হাতি।

জলপাইগুড়ি ডিভিশনের বনকর্মীদের পাশাপাশি বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের অতিরিক্ত বনাধিকারিক দীপেন তামাং ঘটনাস্থলে যান। কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশবাহিনীও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আর্থমুভারের সাহায্যে ওই হাতিটিকে উদ্ধার করা হয়। বাকি দুটি হাতি ৩০০ মিটার দূরে চা বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। এদিকে, গর্ত থেকে ওঠার পর দলছুট হাতিটি দিনভর করলাভ্যালি ও ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। হাতি দর্শনে অনেকেই এই বাগানে ভিড় করেন। পরে সেই হাতিটিই রেললাইন ও জাতীয় সড়ক টপকে জলপাইগুড়ি শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে আনন্দ চন্দ্র কলেজের পিছন দিকটায় উপস্থিত হয়। পরে দিকভ্রষ্ট হয়ে হাতিটি রাজবাড়ির দিকে চলে যায়।

বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের অতিরিক্ত বনাধিকারিক দীপেন তামাং বলেন, 'তিনটি হাতি কোনওভাবে করলাভ্যালি চা বাগানে চলে এসেছিল। সেগুলির একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিল। সেটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।' বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের অতিরিক্ত বনাধিকারিক অরিজিৎ বসু বললেন, 'হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে গভীর রাতের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

৪৭ নম্বর সেকশনে কবরখানার পাশে একটি গর্তের মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া করছে বলে এদিন সকালে করলাভ্যালির শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখতে পান। কাছে গিয়ে তাঁরা গর্তে হাতি পড়ে থাকতে দেখেন। পাশেই আরও দুটি হাতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

নিপা সন্দেহ

রাজ্যে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি দুই নার্স। দুজনের অবস্থা সংকটজনক। খবর পেয়ে মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব।

হাওড়ায় ধৃত

কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলের তিন সদস্যকে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তিনজনই পঞ্জাবের বাসিন্দা। এক কাবাডি খেলোয়াড়কে হত্যার পর গা-ঢাকা দিতে এসেছিলেন।

বইমেলায় ২০ দেশ

২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। সরাসরি মেট্রো মারফত এবার মেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছোনো যাবে বলে ভিড় বেশি হওয়ার আশা করছে গিল্ড। বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে ২০টি দেশ।

সিইও'র নম্বর ফাঁস

রাজ্যের মুখ্যনির্বাচনি আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালের মোবাইল নম্বর সমাজমাধ্যমে ফাঁস করা হচ্ছে। তাঁর নম্বরে বেশ কিছু ফোন ও মেসেজ আসছে বলে অভিযোগ। আইনি পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে সিইও দপ্তর।

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি... *সোমবার গঙ্গাসাগরে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

শুনানির নথি যাচাইয়ে কড়া পদক্ষেপ কমিশনের

আরও ২০০০ মাইক্রো অবজার্ভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের করা মামলায় কমিশনের জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে এই ব্যাপারে কমিশনকে তার বক্তব্য জানাতে হবে। শুনানির নথি যাচাইয়ে ক্রমশই কড়া হচ্ছে কমিশন। সোমবার নতুন করে আরও ২ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ইতিমধ্যেই ৪ হাজার ৬০০ মাইক্রো অবজার্ভার শুনানির কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। ১৫ জানুয়ারি এই মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরেই তাঁরা শুনানিতে যোগ দেবেন।

২৭ ডিসেম্বর থেকে শুনানি শুরু হয়েছে রাজ্যে। মূলত একজন ইআরও'র অধীনে ১১ জন এইআরও বা বিডিও এই শুনানির কাজ করছেন। কিন্তু শুরু থেকেই শুনানিতে নথি পরীক্ষার বিষয়ে রাজ্য সরকারের অধীন বিডিওদের ওপরে আস্থা রাখতে পারছে না কমিশন। সেই কারণে শুনানিতে নথি যাচাইয়ের ব্যাপারে এইআরওদের কাজে নজরদারি করতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী মাইক্রো অবজার্ভারদের নিয়োগ করেছে কমিশন। কমিশন নির্ধারিত আধার সহ যে ১৩টি নথিকে শুনানিতে পেশ করার জন্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এই নথির বদলে একাধিক ভিন্ন নথি পেশ করা হয়েছে এবং ইআরও ও এইআরওরা সেই নথি আপলোড করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই শুনানিতে পেশ করা এইসব নথি (যা কমিশনের চিহ্নিত নথি নয়) নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হচ্ছে। এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুনানির কাজ শেষ করা নিয়ে সমস্যায় পড়ছে কমিশন। কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, শুনানিতে কেবলমাত্র কমিশন নির্দিষ্ট নথি পেশ করতে হবে। বিকল্প কিছু নয়। কিন্তু এইআরওরা বিকল্প নথি গ্রহণ করে বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে মাইক্রো অবজার্ভাররাও দায় এড়াতে পারেন না। কারণ, এইআরওদের কাজে তদারকি করার জন্যই তাঁদের নিয়োগ করেছিল কমিশন। ফলে দায়িত্ব পালনে মাইক্রো অবজার্ভারদের একাংশ ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করছে কমিশন। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে মাইক্রো অবজার্ভারদের সতর্ক করেছে কমিশন। ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করলে তাঁদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন। এই পরিস্থিতিতে কাজের চাপ যাতে অন্তরায় না হয়, তার জন্যে আরও ২ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল তারা।

ভোটার তালিকার সংশোধনে কমিশনের খামখেয়ালিপনার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। সোমবার সেই মামলায় কপিল সিবাল বলেন, 'কমিশন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে একটি নতুন শ্রেণির ভোটার তৈরি করেছে। এই তালিকায় ত্রুটি অসংগতির অভিযোগ তুলে শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। সিবালের এই দাবির নিরিখেই এদিন কমিশনের কাছে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।' সোমবার বিএলও মৃত্যুর প্রতিবাদে সিইও দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায় বিক্ষোভকারীরা।

আকাশপথে গঙ্গাসাগর থেকে এসএসকেএমে

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : রাত পোহালেই বুধবার ভোরে গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তি স্নান। সোমবার থেকেই কাতারে কাতারে মানুষ হাজির হয়েছেন গঙ্গাসাগরে। ইতিমধ্যেই ১২২টি অস্থায়ী শিবির তৈরি করা হয়েছে। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর জন্য থাকা এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। সোমবার সকালেই রাজ্যের তিন মন্ত্রী সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় এবং পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী পৌঁছে গিয়েছেন গঙ্গাসাগরে। রয়েছেন সেচ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর, দমকল, পরিবহণ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রধান সচিবরা। কাকদ্বীপ লট-৮-এ রয়েছেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। ইতিমধ্যেই দু'টি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স সেখানে রয়েছে। এদিন সকালেই উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ও এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উচ্চচাপ রক্তজনিত কারণে তাঁর সমস্যা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার থেকেই কাকদ্বীপ লট-৮-এ তিলধারণের জায়গা নেই। সেখানকার পাঁচটি জেটির মধ্যে চারটিতেই লম্বা লাইন। একটি জেটি ইমার্জেন্সি হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে। হাওড়ার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট থেকে অতিরিক্ত ৩৫টি ভেসেল গঙ্গাসাগরে এই কয়েকদিনের জন্য পাঠানো হয়েছে। জলপথ পরিবহণ নিগমের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। মেলা নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে ৩ হাজার পুলিশকর্মী। এছাড়াও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এবার প্রথম ওয়াটার ড্রোন চালু করেছে রাজ্য প্রশাসন। কোনও ব্যক্তি স্নানের সময় তলিয়ে গেলে তাঁকে দ্রুত শনাক্ত করবে ওই ড্রোন। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত আরও ৫ লক্ষ পুণ্যার্থী জড়ো হতে পারেন বলে মনে করছে জেলা প্রশাসন।

বাঙালি প্রধান বিচারপতি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : নতুন প্রধান বিচারপতি পেল কলকাতা হাইকোর্ট। এতদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন বিচারপতি সুজয় পাল। এবার তাঁকেই প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া হল। ২০১৮ সালের পর বাঙালি প্রধান বিচারপতি পেল হাইকোর্ট। ৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বৈঠকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর নামেই সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে বিচারপতি সুজয় পালের বেড়ে ওঠা। ২০১১ সালে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে বিচারপতির দায়িত্ব সামলেছেন।

ডিজিটাল প্রচারে ১০০ দিন

দলের সোশ্যাল মিডিয়া কর্মীদের নির্দেশ অভিষেকের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ডিজিটাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করার ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' কনক্লেভে যোগ দিয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বুঝিয়ে দিলেন, নিজের স্বার্থে কোনওভাবেই দলকে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যক্তি নয়, দলই বড়। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে রাজ্য সরকারের 'দুর্নাম' করার পিছনে সংবাদমাধ্যমকে এদিন দায়ী করলেন অভিষেক। বললেন, 'সংবাদমাধ্যম যদি প্রচার না করে, তাহলে আমাদেরই করতে হবে। সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরুন। তার জন্য রয়েছে ফেসবুক, এক্স, ইউটিউবের মতো সমাজমাধ্যম।' একই সঙ্গে দলীয় কর্মীদের 'সস্তায় লাইক পাওয়া'র প্রবণতা এড়িয়ে প্রতিটি ওয়ার্ড ও অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজের পোস্ট করে 'প্রচার যুদ্ধ' শুরু করার নির্দেশ দিয়ে রণকৌশল বেঁধে দিলেন অভিষেক।

তাঁর কথায়, নির্বাচনে জিততে গেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো তিন বাহিনী নিয়ে ভোটযুদ্ধে নামতে হবে তৃণমূলকে। মিছিলে হাঁটতে হবে 'স্থলসেনা' হিসেবে। সমাজমাধ্যমে লড়াই করতে হবে 'বায়ুসেনা' হিসেবে। সংসদ, বিধানসভার পাশাপাশি আদালতে যুদ্ধ করতে হবে 'নৌসেনা' হিসেবে। এই বার্তা দিয়েই অভিষেক এদিন বুঝিয়ে দিলেন, আগামী একশো দিনের কাজের যে রূপরেখা তিনি বেঁধে দিয়েছেন, তার 'ঢাল' বা 'সেনাপতি' হয়ে দাঁড়াবেন তিনি। তিনি বলেন, 'সমাজমাধ্যমের পাতায় এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া যাবে না বিজেপিকে। ফেক ভিডিওর উত্তর দিতে হবে। বারবার যাচাইকরণ করে তবেই কোনও ভিডিও প্রচার করতে হবে।' ডিজিটাল কর্মীদের নিয়ে এই প্রথম কনক্লেভ থেকে ২৫০টি আসন জয় করার ডাক দিয়েছেন সাংসদ। কনক্লেভে যোগ দিয়েছিলেন সবুজ শিবিরের ১০ হাজারেরও বেশি ডিজিটাল কর্মী। দলীয় সূত্রে খবর, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ রেজিস্ট্রেশন করেছেন এদিন। এই যোদ্ধাদের নিয়েই দিকে দিকে রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরার নির্দেশ দিলেন অভিষেক। বুঝিয়ে দিলেন, গত ৫০ বছরের নির্বাচনের লড়াই এখন বদলে গিয়েছে। সমাজমাধ্যমের সঠিক ব্যবহার এই মুহূর্তে দলের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

- প্রতি বুথে আড়াই কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হওয়ার নির্দেশ
- টার্গেট ২৫০ আসন, মিছিলে, বিধানসভায়-সংসদে ও সমাজমাধ্যমে ৩ বাহিনী গড়ে তোলার ডাক
- আইপ্যাকের সল্টলেক ছাড়া অন্য অফিসে কেন ইডি অভিযান নয়, প্রশ্ন তোলার নির্দেশ

আইপ্যাক ইস্যুতে সরব হয়ে অভিষেক ইডির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, তৃণমূলের সব তথ্য চুরি করতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযান। ২০২১ সালের নির্বাচনে অভিষেকের ফোনে পেগাসাসের মাধ্যমে আড়ি পেতেই বিজেপি ভোটে জিততে চেয়েছিল বলে অভিযোগ করেন সাংসদ। তিনি বলেন, 'আমাদের আপত্তি ঠিক ভোটের আগে কয়লা তদন্তে কেন তল্লাশি হল? আইপ্যাকের তিনজন ডিরেক্টরের মধ্যে একজন দিল্লিতে, একজন বাংলায়, একজন তামিলনাড়ুতে কাজ করছে। তাহলে খালি বাংলায় তল্লাশি হবে কেন?' এদিন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাও আইপ্যাক কাণ্ড নিয়ে বলেন, 'দুটি কেস করা হয়েছে। তার তদন্ত চলছে। এর বাইরে এখন কোনও মন্তব্য করা যাবে না। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন।' নেতাজি ইন্ডোরে পরবর্তী সময়ে ২০ হাজার ডিজিটাল যোদ্ধাকে নিয়ে সমাবেশের আশ্বাস দিয়ে এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, 'অমিত শা বলেছেন, যা ইচ্ছা আমরা করতে পারি। আমরা মিথ্যাবাদী পার্টি নই। ঠিককে ভুল, ভুলকে ঠিক দেখাই না। আমাদের আদর্শ আছে।'

হয়রানির অভিযোগে মমতার পঞ্চম চিঠি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ব্যবধান মাত্র ৭২ ঘণ্টা। ফের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুতর গাফিলতি ও প্রশাসনিক অসংগতির অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চমবারের এই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি অভিযোগ করেছেন, 'চলতি সংশোধন প্রক্রিয়ার ফলে মানুষ অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং যোগ্য ভোটারদের নাম বেআইনিভাবে ভোটার তালিকা থেকে পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে।'

সোমবারের চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এসআইআর-এর নামে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তা মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং সংবিধান সম্মত নয়। শুনানির সময় বহু ভোটার প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলেও তার কোনও প্রাপ্তিপত্র দেওয়া হচ্ছে না। পরে যাচাইয়ের পর্যায়ে সেই নথিগুলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আবার নট ফাউন্ড বলে দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।'

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে বিজেপির এক 'প্রতিনিধি অফিসার' নির্বাচন কমিশনের অফিসে বসে ইআরও অ্যাপ থেকে নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। ইআরও-রাও তা সঠিকভাবে জানতে পারছেন না বলে মমতা আগেই অভিযোগ করেছিলেন। এবার মমতা অভিযোগ করলেন, 'পরিকল্পিতভাবে যোগ্য ভোটারদের নামও বাদ দেওয়া

ফের বিদ্ধ কমিশন

হচ্ছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ডিজিটাইজড করতে গিয়ে এবং এআই ব্যবহারের ফলে ভোটারদের নামের বানান, বয়স, পিতার নাম, সম্পর্ক, লিঙ্গ পরিচয় চিহ্নিতকরণে ভুল হচ্ছে। এই ভোটারদের ক্ষেত্রেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কথা বলছে কমিশন। সামান্য বানান ভুলের জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। এর আগে কমিশন বলেছিল, পুরোনো ভোটার তালিকার সঙ্গে না মিললে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের নোটিশ দেওয়া হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, যাঁদের সব তথ্য মিলেছে, তাঁদেরও নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। তাহলে কি কমিশন নিজের নিয়ম নিজেই ভাঙছে?' মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞানেশ কুমারকে ফের চিঠি দেওয়ার প্রসঙ্গে এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী গীতাঞ্জলির পর এবার পত্রাঞ্জলি লিখবেন। সবাই জানেন, এসব চিঠির পরিণতি কি। উনি এসব চিঠি দিতেই থাকবেন। মানুষ যা বোঝার তা বুঝে গিয়েছে।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি কমিশনের ওপর ক্রমাগত চাপ তৈরির চেষ্টা মাত্র। কারণ তৃণমূল আশঙ্কা করছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর খসড়ায় থাকা বহু ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। তখন তাঁদের এবারের বিধানসভা ভোটে আর ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের ওপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি মুখ্যমন্ত্রীর একমাত্র লক্ষ্য।

স্বামীজির জন্মদিনেও 'আমরা-ওরা' সংঘাত

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনেও রাজনৈতিক বিতর্ক অব্যাহত। উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির বাড়ির সামনে পোস্টার পড়া নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘাত তুঙ্গে। যা নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করতে ছাড়ল না। স্বামীজির বাড়ির সামনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোর্ডিং-পোস্টার ঘিরে শুরু হয় তর্জা। বিজেপির অভিযোগ, ওই হোর্ডিংয়ে স্বাগতম যুবরাজ বলে শুধু অভিষেকের ছবি রয়েছে। যার সৌজন্যে জোড়াসাঁকোর তৃণমূল বিধায়ক বিবেক গুপ্ত। স্বামীজির কোনও ছবি নেই। এই ধরনের ছবি স্বামীজির বাড়ির সামনে লাগিয়ে তাঁকে অপমান করেছে শাসক দল। এদিকে শুধু অভিষেক নয়, শুভেন্দু অধিকারীর নামেও পোস্টার রয়েছে। যা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূলও। ফলে সোমবারও স্বামীজির ১৬৩তম জন্মবার্ষিকীতে থামল না 'আমরা-ওরা' রাজনীতি।

এদিন সকাল হতেই সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানাতে পৌঁছে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা। এই পোস্টার বিতর্কে জমজমাট রাজনীতি। বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে মালা দিয়ে ওই যুবরাজ লেখা হোর্ডিংকে হাতিয়ার করে সুকান্ত বলেন, 'যুবরাজ আসবেন। তিনি বাংলার রাজ পরিবারের অংশ। আমরা প্রজা। আমি তো তাই আগে গিয়ে মালাটা দিলাম। স্বামীজি অন্তত একটা সৎ লোকের হাতে মালাটা পান।' এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুও বলেন, 'যুবরাজ একজনই। তিনি বিবেকানন্দ। তৃণমূল এতটাই নির্লজ্জ যে, চোর, তোলাবাজ ভাইপোর ছবি বিবেকানন্দের জন্মদিনে পোস্টার করে সিমলা স্ট্রিটে লাগিয়েছে। যে পোস্টারে বিবেকানন্দেরই ছবি নেই।'

স্বামীজির বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে শুভেন্দুর নামেও পোস্টার পড়েছে। যার প্রচারে লেখা রয়েছে শুভেন্দুর আইটি সেলের নাম। এছাড়াও বিজেপি নেতাদের হাতে থাকা হোর্ডিং নিয়ে প্রশ্ন তুলে শশী পাঁজার দাবি, বিজেপির হাতে থাকা হোর্ডিংয়ে স্বামীজির বাণী হিসেবে লেখা ছিল, 'গর্ব করে বল আমি হিন্দু'। আসলে গর্ব করে বল আমি মানুষ। আর অভিষেককে তাঁর অনুগামীরা যুবরাজ হিসেবে দেখেন। এতে অপমান করার কোনও ব্যাপার নেই।'

এই তর্জার মাঝে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'স্বামীজির বাড়ির সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা শুভেন্দু অধিকারীর কারোর পোস্টার ব্যবহার করা উচিত হয়নি।' অন্যদিকে, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা শুভেন্দু অধিকারী কেউ নিজে নিশ্চয় বলেননি। অতি উৎসাহে হয়তো কেউ লাগিয়ে দিয়েছেন। তবে স্থান, কাল, পাত্র দেখা উচিত। বিবেকানন্দকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনা উচিত নয়।'

যদিও বিতর্কের আঁচ পেয়ে স্বয়ং অভিষেকই বিবেককে ওই পোস্টার অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। ক্যামাক স্ট্রিট সূত্রে খবর, গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ অভিষেক।

ইডি'র তদন্তে উঠে আসছে পিকে'র নামও

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কয়লাপাচার মামলায় আইপ্যাককে ঘিরে ইডির তদন্তে এবার প্রশান্ত কিশোর (পিকে)-এর নামও উঠে এল। একসময় তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থার প্রধান পিকে-কে কয়লাপাচার তদন্তের আওতায় আনা নিয়ে অনেকদিন ইডির অন্দরে বিচার-বিবেচনা শুরু হয়েছে। এই তদন্ত নিয়ে কলকাতার বুকে সর্বশেষ যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে পিকে প্রসঙ্গ আবার উঠতে শুরু করেছে বলে সোমবার কলকাতায় ইডি সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই এই মামলায় আইপ্যাক সংস্থার বর্তমান কর্ণধার প্রতীক জৈনকে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর। শুধু প্রতীকই নন, এই মামলার তদন্ত চালাতে গিয়ে ইডি এখন কয়লাপাচারের একেবারে শিকড়ে পৌঁছোতে চায়। আর সেটা করতে গিয়ে আইপ্যাকের অন্যান্য ডিরেক্টরের কাজকর্মের হদিস পেতে চাইছে। আর সেই পর্বেই উঠে এসেছে প্রশান্ত কিশোর (পিকে)-এর নাম।

সমীর পুততুণ্ড প্রয়াত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : এক সময়ের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম মুখ সমীর পুততুণ্ড প্রয়াত হলেন। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। রবিবার রাতে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে নিজের কাউকে হারালাম। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে একসঙ্গে কাজ করেছি।' তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। একসময়ে সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক ছিলেন তিনি। ২০০১ সালে মতবিরোধের জেরে সিপিএম ছেড়ে বেরিয়ে এসে পিডিএস তৈরি করেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রার্থীও হয়েছিলেন।

পালটা সভার হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার থেকে বেশি জমায়েতের ডাক দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে এই হুঁশিয়ারি দিয়ে কালীগঞ্জ থেকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন হুমায়ুন। বললেন, 'মুর্শিদাবাদে অভিষেক যেখানে যেখানে সভা করবেন, সেখানেই পালটা সভা করব আমি। আমার সভায় জমায়েত অনেক বেশি হবে। টার্গেট ১০ লক্ষ ভোট।'

তৃণমূল কর্মীদের 'পাতাখোর' বলে দাগিয়ে দিয়ে এদিন হুমায়ুন বলেন, তাঁর সভা বানচাল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে সবুজ শিবির। তিনি বলেন, 'বালি, পাথরের গাড়ি থেকে তোলা তুলে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে যাঁরা আমাকে গো-ব্যাক বলছেন, বিজেপির বি টিম বলছেন, তাঁদের বি টিম, এ টিম, সি টিমের প্রমাণ মানুষই দিয়ে দেবে।' সোমবার কালীগঞ্জে জনতা উন্নয়ন পার্টির নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন বিধায়ক। সেখান থেকেই তিনি জানান, নিয়মিত ১৮২টি আসনে প্রচারে যাবেন তিনি। তাঁর কথায়, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে দিন ২৬-এর নির্বাচনে যদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না লড়েন, তাহলে আমিও আমার দলের চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেব।' জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে 'ধর্মকর্ম' করার নিদান দিয়ে এদিন বিধায়কের কটাক্ষ, 'উনি হরিনাম করলে আমিও ধর্মকর্মে মন দেব।' বিধানসভা ভোটে ১০০টি আসনে জেতার হুঁশিয়ারি দিয়ে ফের হুমায়ুন এদিন মনে করিয়ে দিলেন, তৃণমূল ও বিজেপিকে একযোগে পরাজিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

কেন্দ্র পিছু ৩ নাম তলব বক্সীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : আইপ্যাক অফিসে ইডি তল্লাশির পরই জেলা তৃণমূলের সভাপতিদের কাছে নতুন করে তিনজন করে প্রার্থীর নামের তালিকা চাইলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। আগামী সাতদিনের মধ্যে এলাকায় জনভিত্তি, স্বচ্ছতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে এই তালিকা দলের রাজ্য অফিসে পাঠাতে বলা হয়েছে। প্রার্থী ওই বিধানসভা এলাকার না হলেও চলবে। তবে তিনি যাতে পরিচিত মুখ হন, সেদিকে খেয়াল রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালানোর সময় সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে একটি সবুজ রঙের ফাইল ও ল্যাপটপ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তখনই তিনি অভিযোগ করেছিলেন, 'দলের প্রার্থী তালিকা ও বিধানসভা ভোটে দলের রণকৌশল সংক্রান্ত নথি চুরি করতে এসেছিল ইডি। আমি উদ্ধার করে এনেছি।'

যদিও পরের দিনই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি। তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা অনেকের কাছেই রয়েছে।' এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, এই প্রার্থী তালিকা এখন ফাঁস হয়ে গেলে রাজ্যের শাসকদলকে চাপে ফেলতে সুবিধা হবে গেরুয়া শিবিরের। কারণ, প্রতিটি জেলা সভাপতি প্রতিটি কেন্দ্রে তিনজন করে প্রার্থীর নাম এবং আইপ্যাক সমীক্ষার মাধ্যমে একটি করে নাম জমা করেছিলেন। ওই নামগুলি ইতিমধ্যেই বিজেপির কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এসআইআর-এর পর ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। গত কয়েক বছরে নির্বাচনের দিন ঘোষণার দিনই তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এই সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত খসড়া তালিকায় থাকলেও চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে শেষ মুহূর্তে পরিকল্পিতভাবে এই সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা তৃণমূল নেতাদের। সেক্ষেত্রে নতুন করে তালিকা তৈরির জন্য তৃণমূল নেতৃত্ব হাতে সময় পাবে না।

রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী তথা দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এজেন্সি, নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক সমস্ত মেশিনারি বিজেপি ব্যবহার করছে। তাই বিজেপির মোকাবিলা করার জন্য আমরাও তৈরি আছি। গোটা দেশ গেরুয়া হলেও বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই আস্থা রাখবে।'

ছাত্রদের 'স্বাভাবিক' হতে শেখাবেন ভাইরাল চালক

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : 'কাকু, আমি ভীষণ নেশায় আছি। আমায় প্লিজ নিরাপদভাবে বাড়ি পৌঁছে দেবেন?' বড়দিনের রাতে টালমাটাল অবস্থায় ক্যাবে উঠে চালকের কাছে কাতর কণ্ঠে এই আর্জিই জানিয়েছিলেন এক তরুণী। যে শহর কমবেশি দেড় বছর আগে প্রত্যক্ষ করেছে আরজি কর-এর মতো ঘটনা, সেখানে এতটুকু শোনার পর অপরিচিত ওই মেয়েটির পরিণতি ভেবে বুক কেঁপে ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু সাম্প্রতিক ভাইরাল ভিডিওর সৌজন্যে এর পরের অংশটুকু সকলের মুখে হাসিই ফুটিয়েছিল। মদ্যপান করে গভীর রাতে ক্যাবে উঠলেও ওই তরুণীকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন চালক মুন্না আজিজ মল্লিক। প্রথমে, তরুণীর মায়ের সঙ্গে তড়িঘড়ি যোগাযোগ করে বাড়ির ঠিকানা জেনে নেন। তারপর সেখানে পৌঁছে তরুণীকে ঘরে ঢুকিয়ে তবেই বেরিয়ে আসেন মুন্না। এই ঘটনার পর শুধু কলকাতা নয়, রাজ্য তথা দেশে তাঁর জয়জয়কার পড়ে যায়। অভয়া ও কসবা কাণ্ডের আবহে যে শহর রাতে নারীদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল, সেখানেই 'ত্রাতা' হিসেবে পরিচিত হন মুন্না।

২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হলেও আইনি জটে থমকে গিয়েছিল বর্ধমানের বাসিন্দা মুন্নার শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন। করোনা পরিস্থিতিতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে সংসার চালাতে যখন হিমশিম খাচ্ছেন, তখনই সিদ্ধান্ত নেন কলকাতায় এসে ক্যাব চালাবেন। সেই কাজ শুরুর পর রাতের কলকাতায় মদ্যপ সওয়ারিদের সামলাতে সরকারি লোন এবং নিজের জমানো অর্থ দিয়ে কেনা গাড়িতে ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন মুন্না। সেখান থেকেই সমাজমাধ্যমে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ভাবনা। মুন্নার কথায়, 'গাড়ি চালানোর সময় সওয়ারিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে ভীষণ ভালো লাগে। ওদের অনুমতি নিয়েই সেই গল্পগুজবের ভিডিও পোস্ট করতে শুরু করি। হয়তো এই বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের জন্যই চোখ বন্ধ করে অনেকে বিশ্বাসও করেন। এটুকু নিরাপত্তা যদি না দিতে পারি, তাহলে মানুষ হওয়াই বৃথা।' ভাইরাল ভিডিও প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমি সত্যি জানি না, ভিডিও ভাইরাল হওয়ার কী কারণ? মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই তো স্বাভাবিক। ভিডিও ভাইরালের পর মা'ও সেই কথাই বলেছিলেন। ওইদিন মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে না দিলে সারাজীবন অনুশোচনায় ভুগতাম।'

গাড়িতে বসে সেই ভাইরাল ভিডিওর চালক মুন্না আজিজ মল্লিক।

ডব্লিউবিসিএস, ক্লার্কশিপ সহ একাধিক পরীক্ষায় বসেছিলেন মুন্না। চাকরিটা হয়নি ঠিকই, কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। ডিএলএড ডিগ্রি নিয়ে ২০২২ সালে টেটের ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি সেই চাকরির ডাক এসেছে। হবু শিক্ষক মুন্নার কথায়, 'যে নৈতিকতা, মূল্যবোধের পাঠ এতকাল শিখেছি, সেটাই ছাত্রদের শেখানোর চেষ্টা করব।' মুন্নার এই চাকরি পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত নেট দুনিয়া। তবে কলকাতাবাসীর আফসোস, মুন্নার মতো সৎ ক্যাব চালককে তাঁরা আর পথের সঙ্গী হিসেবে পাবেন না। তাঁর ভিডিও'র কমেন্টে কেউ লিখছেন, 'ছুটির দিনগুলিতে শহরে গাড়ি চালিয়ে যাবেন প্লিজ।' কেউ আবার লিখছেন, 'এরকম শিক্ষক পেয়ে পড়ুয়ারা ভাগ্যবান হবে।' তাহলে কি স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখায় এখানেই ইতি? তাঁর আকর্ষণীয় ক্যাব চালানোর ভিডিও আর দেখা যাবে না? মুন্না বলেন, 'কলকাতাকে ভোলা সম্ভব নয়। চাকরি সামলে যদি সকলের অনুরোধ রক্ষা করতে পারি, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। মান আর হুঁশের শিক্ষা বাড়ি থেকে শুরু করলেই ধর্ষণের মতো কুৎসিত ঘটনা রোখা সম্ভব। নয়তো সমস্তটাই একদিন অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ পৌষ ১৪৩২

ধর্মের নামে অধর্ম

জোর করে জয় শ্রীরাম বলানোর প্রবণতায় লাগাম নেই। নতুন করে ওড়িশা, এমনকি পশ্চিমবঙ্গে এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে। ওড়িশার সম্বলপুরে নিগৃহীত হয়ে ফিরে এসেছেন হুগলির গোঘাটের এক বাসিন্দা। অন্যদিকে, বোলপুরে শুধু জয় শ্রীরাম ধ্বনি নয়, হনুমান চালিশা পড়ার জন্য মারধর করা হয়েছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী কয়েকজনকে। জয় শ্রীরাম বলতে যাঁরা বাধ্য হন, তাঁরা যে আন্তরিকভাবে বা শ্রদ্ধার সঙ্গে ওই ধ্বনি উচ্চারণ করেন না- তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

একইভাবে কোথাও যদি আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিতে ভিনধর্মী কাউকে বাধ্য করা হয়, তাহলে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মানোর কোনও কারণ নেই। বরং জয় শ্রীরাম হোক বা আল্লাহ আকবর বলতে বাধ্য করা হলে ঘৃণাভরে উচ্চারণ করাই স্বাভাবিক। তাতে সেই ধ্বনির পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। ফলে যাঁরা এসব ধ্বনি দেওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করেন, তাঁদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভিনধর্মীদের অন্যের ধর্মীয় ধ্বনি উচ্চারণ করানোর এই প্রবণতা আসলে রাজনীতির ধর্মীয়করণ। ধর্মের নামে অধর্মের এই প্রয়াস ক্রমশ বাড়ছে। শুধু ভারতে নয়, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে। ক্ষমতার কারবারিদের কাছে ধর্মীয় মৌলবাদ এখন অত্যন্ত সহজ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। মানুষকে বেশি প্রভাবিত করা সম্ভব হচ্ছে বলে এই অস্ত্রকে আঁকড়ে ধরছে ক্ষমতার সিন্ডিকেটগুলি।

মুক্তমনা পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা বা উদার, মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে অনেক রাজনীতিবিদ এই স্বার্থে ধর্মকে বিকৃতভাবে ব্যবহার ও অন্য ধর্মের অমর্যাদা করে চলেছেন। নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনুসের মতো উচ্চশিক্ষিত মানুষ এর ব্যতিক্রম নন। বরং ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি ক্ষমতায় নিজেকে ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ওসমান হাদির মতো কট্টর মৌলবাদী ভারতবিরোধীর মৃত্যুর পর তিনি সেই কারণে তাঁকে বীরের মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রীয় শোকপালনে উদ্যোগী হলেন।

বাংলাদেশে আওয়ামী লিগের শাসনে হিন্দু নিগ্রহ তুলনায় কম হলেও শেখ হাসিনা মৌলবাদীদের মন জুগিয়ে ক্ষমতায় নিজেকে নিষ্কণ্টক রাখার চেষ্টা করেছেন। সেদেশের ক্ষমতার অঙ্কে বিএনপি বরাবরই কার্যত মৌলবাদের সমার্থক। একসময় জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছিল বিএনপি। জামায়াতে খোলাখুলি ধর্মীয় মৌলবাদের প্রবক্তা। যে মৌলবাদ সরাসরি অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, হিংসায় উসকানি দেয়।

আপাতত জামায়াতের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও ক্ষমতার প্রয়োজনে বিএনপি যে মৌলবাদের সঙ্গে সহাবস্থান করে চলবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এককভাবে জিতে বিএনপি ক্ষমতায় এলেও বাংলাদেশের আপাতত ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। মৌলবাদ ভারতের ক্ষমতার অলিন্দকেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। তাতে শাসকের প্রশ্রয় আছে বলেই জোর করে জয় শ্রীরাম উচ্চারণ করানোর মতো ঘটনা বাড়ছে।

বিরোধী পক্ষ আবার বিপরীত মৌলবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সেই শক্তির জোরে ভোটে বা সংগঠনে উতরানোর চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই কারণে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ জোরালো হাওয়া পায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে একারণে 'দুধেল গাই' শব্দবন্ধটির উচ্চারণ শোনা যায়। সর্বভারতীয় শাসকের পালের হাওয়া কাড়তে তিনি হিন্দুত্বের ভজনা করে ভারসাম্যের খেলায় ব্যস্ত এখন।

সর্বভারতীয় শাসকদল বিজেপি সরাসরি ইসলামফোবিয়া সৃষ্টি করে দেশের ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের সমর্থন নিশ্চিত করতে সচেষ্ট। এব্যাপারে সরকার, প্রশাসন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাকেও খোলাখুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও বাম ও কংগ্রেস এই প্রবণতার কট্টর বিরোধিতার পথে না গিয়ে উলটে কিছু ক্ষেত্রে মৌলবাদের দাবার বোড়ে হয়ে যাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনাটি এভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের মনেও ক্রমে জাঁকিয়ে অনুপ্রবেশ করছে ধর্মীয় মৌলবাদ।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও।

- শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ভোটযুদ্ধের আগেই 'শহিদ'

ভোটার তালিকা সংশোধন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে সরকারি কর্মচারীকে। এ কি ২০২৬-এর আসন্ন প্রলয়ের সংকেত?

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

এআই

পশ্চিমবঙ্গে এখন খবরের শিরোনামে একটাই শব্দ— 'এসআইআর' বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। খটমট সরকারি শব্দ, কিন্তু এর প্রভাব ভয়াবহ। ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো একটা রুটিন কাজ, যেটা দেশের আর দশটা রাজ্যে নিছকই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, সেটাই বাংলায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মরণফাঁদ। খবর আসছে মালদা থেকে, নদিয়া থেকে। এসআইআর-এর চাপে আত্মঘাতী বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)। মালদার ইংরেজবাজারের সমপ্রীতা চৌধুরী সান্যাল বা নদিয়ার রিঙ্কু তরফদার— এঁরা তো নিছকই পরিসংখ্যান নন, এঁরা আমাদেরই কারও পরিবারের মা-বোন, যাঁদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল গণতন্ত্র রক্ষার এক অসম্ভব বোঝা।

ভাবতে অবাক লাগে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের এখনও ঢের দেরি। তার আগেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে আসল যুদ্ধের সময় কী হবে? নির্বাচন কমিশন কি আদৌ রক্তপাতহীন নির্বাচনের গ্যারান্টি দিতে পারবে? উত্তরটা আমরা সবাই জানি, আর সেই উত্তরটা খুব একটা সুখকর নয়।

প্রযুক্তির বিড়ম্বনা বনাম বাস্তবের মাটি

নির্বাচন কমিশন আজকাল খুব 'হাই-টেক' হয়েছে। দিল্লি থেকে ফরমান আসছে, সব কাজ করতে হবে অ্যাপ-এর মাধ্যমে। নাম দেওয়া হয়েছে 'গাড়ুদা'। শুনতে খুব গালভরা, কিন্তু বাংলার মাটির বাস্তবটা কি দিল্লির এসি ঘরে বসে বোঝা যায়? বাংলার গ্রামীণ এবং সীমান্ত এলাকায় যেখানে ফোনে কথা বলার নেটওয়ার্ক ঠিকমতো পাওয়া যায় না, সেখানে রিয়েল-টাইম ডেটা আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বিএলও-দের।

মালদা বা মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলোতে এই সমস্যা আরও প্রকট। এখানকার একটা বড় অংশের মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক। পেটের টানে ভিনরাজ্যে থাকেন। বিএলও যখন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন ভেরিফিকেশন করতে, তিনি সেই ভোটারকে পাচ্ছেন না। এখন অ্যাপে যদি তিনি 'অনুপস্থিত' মার্ক করেন, তবে স্থানীয় রাজনৈতিক দাদারা এসে হুমকি দিচ্ছেন— 'নাম বাদ দিলে দেখে নেব!' আর যদি উপস্থিত দেখান, তবে কমিশনের শোকজ নোটিশ বা সাসপেনশন। অর্থাৎ, বিএলও'র অবস্থা অনেকটা জাঁতাকলের মাঝখানের শস্যদানার মতো। টেকনিকাল ত্রুটি বা 'পিডিএফ টু সিএসভি' কনভার্সনের গরমিল— সব দোষ কি শুধুই মাঠের কর্মীর? অথচ ওপরতলার বাবুরা এসি ঘরে বসে পরিসংখ্যান গুনছেন, আর মাঠের কর্মীরা প্রাণ দিচ্ছেন। এই প্রযুক্তিগত অসংবেদনশীলতাই কি সমপ্রীতা বা রিঙ্কুদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল না?

'ভুল' কারণে বাংলার খবর হওয়া

এক সময় নির্বাচনের সময় হিংসার সমার্থক ছিল বিহার বা উত্তরপ্রদেশ। নব্বইয়ের দশকে লালু-রাজ বা ইউপি-র মাফিয়ারাজের গল্প শুনে আমরা শিউরে উঠতাম। আর আজ? চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে। বিহার বা ইউপি-তে এখন ভোট হয় অনেকটাই শান্তিতে। টিএন শেষণ থেকে শুরু করে আজকের যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন— সেখানে পেশিশক্তিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলায় পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা—ভোট মানেই বারুদের গন্ধ আর রক্তের দাগ।

কেন এমন হল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের কাঠামোগত হিংসার মধ্যে। অন্য রাজ্যে হিংসা হয় জাতপাত বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে। কিন্তু বাংলায় তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত 'দলতন্ত্র'। এখানে প্রশাসন আর রাজনীতির মধ্যেকার লক্ষ্মণরেখাটা মুছে গিয়েছে। একজন বিএলও জানেন, তিনি যত নিরপেক্ষভাবেই কাজ করার চেষ্টা করুন না কেন, কোনও না কোনও পক্ষের কোপে তিনি পড়বেনই। এই ভয়টাই তাঁদের মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন যেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ, সেখানে একজন সামান্য স্কুল শিক্ষিকা বা করণিক কার ভরসায় বুক চিতিয়ে কাজ করবেন?

অন্য রাজ্যে হিংসা হয় জাতপাত বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে। কিন্তু বাংলায় তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত 'দলতন্ত্র'। এখানে প্রশাসন আর রাজনীতির মধ্যেকার লক্ষ্মণরেখাটা মুছে গেছে। একজন বিএলও জানেন, তিনি যত নিরপেক্ষভাবেই কাজ করার চেষ্টা করুন না কেন, কোনও না কোনও পক্ষের কোপে তিনি পড়বেনই। পুলিশ-প্রশাসন যেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ, সেখানে একজন সামান্য স্কুল শিক্ষিকা বা করণিক কার ভরসায় বুক চিতিয়ে কাজ করবেন?

৫৮ লক্ষের পরিসংখ্যান ও রাজনীতির উত্তাপ

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এবারের এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাকি রাজ্যে প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে বা যাচাইয়ের আওতায় এসেছে। সংখ্যাটা বিশাল। আর এই বিশাল সংখ্যার দায় গিয়ে পড়ছে ওই সামান্য বেতনের বিএলও'র ওপর। বিশেষ করে নদিয়া বা উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলোতে, যেখানে মতুয়া ও রিফিউজি সম্প্রদায়ের বাস, সেখানে এই নাম কাটার আতঙ্ক দাবানলের মতো ছড়িয়েছে।

বিরোধী দলগুলো বলছে, শাসকদল বেছে বেছে তাদের ভোটারদের নাম কাটাচ্ছে। আর শাসকদল বলছে, কমিশন কেন্দ্রের হয়ে কাজ করছে। এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে বলির পাঁঠা হচ্ছেন কে? সেই বিএলও। জনরোষের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকেই। নাম কাটার এই বিশাল তালিকার পেছনের কারণ যা-ই হোক, মাঠপর্যায়ে তার অভিঘাত সামলানোর কোনও সুরক্ষা কবচ বিএলও-দের দেওয়া হয়নি।

রক্তাক্ত গণতন্ত্রের অশনিসংকেত

২০২৬-এর দিকে তাকালে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। এখনই যদি ভোটার লিস্ট আপডেট করতে গিয়ে লাশের সারি বাড়ে, তবে ভোটের সময় কী হবে? বিহার মডেল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, সদিচ্ছা থাকলে পরিবর্তন সম্ভব। সেখানে বুথ দখল এখন ইতিহাস। কিন্তু বাংলা সেই পুরোনো হিংসাকেই 'কালচার' বা সংস্কৃতি হিসেবে আঁকড়ে ধরে আছে। এখানে রাজনীতি মানেই এখন 'দখলদারি'। আর এই দখলদারির লড়াইয়ে বিএলও-রা হলেন প্রথম 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'।

নির্বাচন কমিশনকে বুঝতে হবে, বাংলাটা দিল্লি বা গুজরাট নয়। এখানকার মাটির চরিত্র আলাদা, রাজনীতির ব্যাকরণ আলাদা। শুধুমাত্র দিল্লির ধমক, শোকজ নোটিশ আর ভোটের সময় কয়েক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে এখানে ভোট করানো যায়, কিন্তু প্রাণ বাঁচানো যায় কি?

আজ রাজ্যজুড়ে একটাই প্রশ্ন— গণতন্ত্র মানে কি শুধুই ইভিএম আর ভিভিপ্যাট? নাকি তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের প্রাণের দাম? নেতারা ভাষণ দেবেন, প্রতিশ্রুতি দেবেন। কিন্তু যে পরিবার তার রোজগেরে সদস্যকে হারাল, তাদের কাছে গণতন্ত্র শব্দটাই এখন একটা নিষ্ঠুর রসিকতা। ২০২৬-এ 'রক্তহীন' নির্বাচনের স্বপ্ন দেখাটা কি তবে বিলাসিতা? বর্তমান পরিস্থিতি অন্তত সেই আশার আলো দেখাচ্ছে না। বরং মনে করিয়ে দিচ্ছে, বাংলায় ভোট উৎসব নয়, ভোট মানে এক অঘোষিত যুদ্ধ, যেখানে সেনাপতিরা নিরাপদ থাকেন, আর সৈন্যরা ফেরেন কফিনে বন্দি হয়ে।

যেদিন বাংলার প্রশাসন দলদাসের ঊর্ধ্বে উঠে মেরুদণ্ড সোজা করতে পারবে, যেদিন নির্বাচন কমিশন প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিকতার মিশেল ঘটাতে পারবে— সেদিন হয়তো আমরা রক্তহীন নির্বাচনের স্বপ্ন দেখতে পারব।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৪৯

আজকের দিনে জন্ম ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার।

১৯৫৯

এদিন প্রয়াত হন 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধান সংকলক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচিত

এক নাম ছিল নরেন্দ্র, যাঁকে আমরা স্বামীজি নামে চিনি। আরেকজন নরেন্দ্র, যিনি স্বামীজির ভাবনাকে বাস্তবের রূপ দিয়েছেন। এক নরেন্দ্র হিন্দু ধর্মকে এক করার ডাক দিয়েছিলেন। আরেক নরেন্দ্র রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বামীজি মাথার ওপরে। তাঁর শিষ্য নরেন্দ্র মোদি কাজ করে যাচ্ছেন।

- সৌমিত্র খাঁ

ভাইরাল/১

আট বছর অতিক্রান্ত। এখনও বেঙ্গালুরুর ইজিপুরা ফ্লাইওভার তৈরির কাজ শেষ হয়নি। এক মহিলা 'অসমাপ্ত' ইজিপুরা ফ্লাইওভারের আদলে একটি 'ফ্রিজ ম্যাগনেট' তৈরি করে এক্সে ছবি পোস্ট করতেই তা ভাইরাল।

ভাইরাল/২

প্যারিস, ভেনিস, আমস্টারডাম— ইউরোপের এই 'পিকচার-পারফেক্ট' শহরগুলোর রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপ, নদীতে ভাসমান প্লাস্টিক, যত্রতত্র পড়ে রয়েছে কফিকাপ কিংবা স্যান্ডউইচের প্যাকেট! এক ভারতীয় তরুণ 'সুসজ্জিত' ইউরোপের এই বিপরীত রূপ তুলে ধরেছেন।

জনমন জনমত

শান্তির মুখোশ, ক্ষমতার নগ্নতা

কয়েকদিন আগেও যিনি নিজেকে বিশ্বশান্তির একমাত্র বিধাতা হিসেবে তুলে ধরছিলেন, যাঁর নামের পাশে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের দাবিও শোনা যাচ্ছিল, যাঁর বক্তব্যে বলা হচ্ছিল, তাঁর হাত ধরেই নাকি পৃথিবীর যুদ্ধ থেমে যাবে, আজ সেই একই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখাল। এই কি শান্তি?

একদিকে বিশ্বমঞ্চে নৈতিকতার পাঠ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বাণী, অন্যদিকে গোপন অভিযানে আরেকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে বন্দি করে তুলে আনা- এই দ্বিচারিতা নতুন নয়। তবে এবার তা আরও নগ্ন, আরও স্পষ্ট। শক্তির দম্ভে মোড়া এক পরাশক্তি আবারও প্রমাণ করল তাদের কাছে আইন, নীতি কিংবা আন্তর্জাতিক বিধি নয়, একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ক্ষমতা। যে দেশ নিজেকে গণতন্ত্রের অভিভাবক বলে দাবি করে, সেই দেশই যখন বন্দুকের নলে অন্য দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চায়, তখন 'গণতন্ত্র' শব্দটিতে আর কোনও আদর্শ থাকে না। তা পরিণত হয় কেবল একটি রাজনৈতিক অস্ত্রে।

অপছন্দের সরকার হলেই তাকে 'অগণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার কি কোনও রাষ্ট্রকে দেওয়া যায়? যদি তাই হয় তবে আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রসংঘ, কূটনীতি- এসবের অস্তিত্বই অর্থহীন নয় কি? আজ ভেনেজুয়েলা, কাল হয়তো অন্য কোনও দেশ।

এই ধরনের দৃষ্টান্ত অন্য শক্তিকেও একই পথে হাঁটার সাহস জোগায়। আজ যদি অপহরণ বৈধ কূটনীতি হয়ে ওঠে, তবে আগামীদিনে সীমান্ত, সার্বভৌমত্ব কিংবা নির্বাচনের মূল্যই বা কোথায় দাঁড়াবে? বিশ্ব কি তবে শক্তিশালীর ইচ্ছায় চালিত এক অরাজক ময়দানে পরিণত হবে? এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কারণ বিশ্বের আজকের নীরবতাই আগামীদিনের সর্বনাশের বীজ বপন করে। শান্তি'র নোবেল পুরস্কার কোনও ভাষণ, প্রচার বা শক্তি প্রদর্শনের স্বীকৃতি নয়। শান্তি আসে সংলাপ থেকে, পারস্পরিক সম্মান থেকে, অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া থেকে। যে হাত অপহরণ করে, যে শক্তি ভয় দেখায়, সেই শক্তি কখনোই শান্তির প্রতীক হতে পারে না- যতই তাকে মোড়ানো হোক রঙিন শব্দ আর নৈতিকতার মুখোশে।

অলোকা রায়
ধনতলা, ক্রান্তি।

শীতের স্মৃতি ও মনের ঋতু পরিবর্তন

পুরোনো শীত একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে ফেলে আসা সময়ের এক দীর্ঘ অ্যালবাম। নস্টালজিয়ার বাঁধও ভাঙে।

সুমন্ত বাগচী

এআই

বছরচারেক বাদে পুরোনো সেই চেনা হাড়কাঁপানো শীত আবার ফিরে এসেছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার শিরোপা দার্জিলিংয়ের দখলে থাকলেও সবাইকে চমকে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বীরভূমের 'শ্রীনিকেতন'। উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতকে এবার যেন রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে রাঢ়বঙ্গের শুকনো ঠান্ডা। গত কয়েক বছর লেপ সেভাবে বার করতেই হয়নি, পাতলা কম্বলেই দিব্যি শীত জব্দ ছিল। কিন্তু এবছর বেলা পর্যন্ত কুয়াশায় ঢাকা আকাশ, উত্তুরে হাওয়া আর ঝিরঝিরে বৃষ্টির একাধিক 'স্পেল' ইতিমধ্যেই বাঙালির হাড়হিম করে ছেড়েছে।

শীতঋতু কি মানুষকে কিছুটা অন্তর্মুখী করে তোলে? লক্ষ করলে দেখা যায়, শীতের দেশের মানুষরা কাজ করেন অনেক বেশি, কিন্তু কথা বলেন কম। তীব্র শীতে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোনোর প্রশ্ন নেই, অনেকটা সময় গৃহবন্দি হয়েই কাটে। আর সেই নিভৃত মুহূর্তেই ফেলে আসা 'অতীত' মনের জানলায় উঁকি দেয়। ইউরোপের তীব্র দীর্ঘ শীতের সঙ্গে বিষণ্ণতার সম্পর্ক আজ বিজ্ঞানেও প্রমাণিত। একে বলা হয় 'উইন্টার ব্লুজ'। বিলেতের মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, শীতকালে অনেকের মধ্যেই মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি ও ঘুমের আধিক্য দেখা দেয়। এই অবস্থার নাম 'সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার' বা সংক্ষেপে 'স্যাড' (SAD)। আমাদের মস্তিষ্কের 'মেলাটোনিন' হরমোনের ভারসাম্যহীনতাই এর মূলে। ছোট দিন আর সূর্যের আলোর অভাব এই হরমোনের স্বাভাবিক ছন্দকে ব্যাহত করে আমাদের মনকে অবশ করে দেয়।

বিলেত থেকে স্বদেশে ফিরলে কিন্তু স্মৃতিরা বেশ রঙিন। সাত-আটের দশকে উত্তরবঙ্গের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে শীতের প্রস্তুতি শুরু হত অনেক আগে থেকে। জ্বালানি হিসেবে 'ঘুঁটে' জমিয়ে রাখা হত, কয়লার ডিপোয় পড়ত লম্বা লাইন। আজকের মতো 'অ্যাটাচড বাথরুম' তখন কল্পনার অতীত। সেই কনকনে ভোরে বাথরুমে যাওয়ার আতঙ্ক আজও স্মৃতিতে টাটকা। রান্নাঘরে তখন উনুনের ধোঁয়ায় মেশা মশুর ডালের খিচুড়ি আর ডিমের অমলেটের স্বর্গীয় সুঘ্রাণ। শীতের পোশাক বলতে ছিল শুধুই হাতেবোনা সোয়েটার। দুপুরবেলা রোদে পিঠ দিয়ে পাড়ার মহিলাদের দলবেঁধে উলের সোয়েটার বোনার সেই দৃশ্য আজ বিলুপ্তপ্রায়। মাপ ঠিক করার জন্য কাউকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা কিংবা বারবার হাতা মাপার সেই ঘরোয়া উত্তাপ এখনকার ব্র্যান্ডেড জ্যাকেটের জমানায় নেই বললেই চলে। আধুনিক 'উইন্ডচিটার' আসলে স্কুটার বা মোটরবাইক সংস্কৃতির দান, যা হাতে বোনা সোয়েটারের ছিদ্র দিয়ে ঢোকা বাতাসকে রুখতে পারে।

শীতের সঙ্গে সার্কাসের সম্পর্ক আজ ছিন্নপ্রায়। বাঘ-সিংহ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকেই সার্কাসের তাঁবু তার গৌরব হারিয়েছে। গ্যালারিতে বসে রুদ্ধশ্বাস ট্রাপিজের খেলা দেখার সেই রোমাঞ্চ আজকের মাল্টিপ্লেক্সের যুগে বোঝানো দুষ্কর। সার্কাসের সেই বিশেষ বাজনার সুর শুনলেই এক অদ্ভুত যাযাবর জীবন বা জিপসিদের কথা মনে পড়ে যেত। পাহাড়ের মানুষ আজও শীতের কমলালেবু আর পশম নিয়ে সমতলে ডেরা বাঁধেন ঠিকই, কিন্তু ডজন দরে লেবু কেনার দিনগুলো আজ ইতিহাস। শীতের রাতে আধো-জাগরূক অবস্থায় আজও যখন দূর থেকে ভেসে আসা অষ্টপ্রহর কীর্তনের সুর কানে আসে, মনে হয় এ যেন অন্য কোনও অলীকপুর থেকে ভেসে আসা স্মৃতি। পুরোনো শীত একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে ফেলে আসা সময়ের এক দীর্ঘ অ্যালবাম।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। প্রতারক, ধাপ্পাবাজ ৩। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৫। জায়গা বদল, পালটাপালটি ৬। আঁশহীন ছোটমাছ, ক্রমাগত আকাশে উড়তে থাকে এমন কালো পাখি ৭। মহামারি ৯। বংশের ইতিহাস ১২। ওড়িশার একটি শহর, পর্বতের সানুদেশ, সেনাশিবির ১৩। পুরাণে বর্ণিত সপ্তপাতালের অন্যতম, অধঃপাত, ধ্বংস।
উপর-নীচ : ১। তেজ, পরাক্রম, জাঁকজমক, ঠাঁট ২। হলদে, পীতবর্ণ ৩। উৎসব ৪। অনেক, প্রচুর, প্রাচুর্যপূর্ণ, কালো ৫। খড়্গ, তরবারি ৭। অভিমত, মনোগত ভাব, সম্মতি, সমর্থন ৮। অবিরাম জলপ্রবাহ বা নির্গমনের শব্দ, কোলাহল, মধুর অস্ফুট ধ্বনি ৯। ছোট বকবিশেষ, কোঁচবক ১০। গন্ডার ১১। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ।

সমাধান ■ ৪৩৪২

পাশাপাশি : ১। চণক ৪। দরদ ৫। নাকা ৭। কাছিম ৮। দলবল ৯। ফ্রেব্রুয়ারি ১১। বাসব ১৩। বর্গি ১৪। রিসালা ১৫। মহন্ত।
উপর-নীচ : ১। চক্রিকা ২। কদম ৩। গদগদ ৬। কামিল ৯। ফেরেব ১০। রিনরিন ১১। বালাম ১২। বসন্ত।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঘুড়ি উৎসবে বন্ধুত্বের উড়ান মোদি-মার্জের

আহমেদাবাদ, ১২ জানুয়ারি : সবরমতী নদীর ধারে এক ভিন্ন ধরনের দৃশ্যের সাক্ষী থাকল বিশ্ব। লাটাইয়ের সুতো টানতে টানতে মজলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে জার্মান চ্যান্সেলার ফ্রেডরিখ মার্জ। সোমবার আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসবে দু-জনে ওড়ালেন তেরঙা ঘুড়ি। উৎসবের আমেজে মাতোয়ারা দুই নেতা কথা বললেন। তাঁরা প্রশংসা করলেন ঘুড়ির মহিলা কারিগরদেরও।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও জার্মানির চ্যান্সেলার ফ্রেডরিখ মার্জ সবরমতীতে পৌঁছোলে ঐতিহ্যবাহী গুজরাটি শাল দিয়ে বরণ করা হয়। নদীতীরে অনুষ্ঠিত লোকসংগীত, নৃত্য, গুজরাটের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শনে মুগ্ধ জার্মান চ্যান্সেলার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে এই প্রথম ভারত সফরে এসেছেন ফ্রেডরিখ মার্জ। এদিন উভয় নেতা দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও সম্প্রসারিত করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন। মোদি জার্মানির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে ক্যাম্পাস খোলার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মোদি-মার্জ বৈঠকে দুদেশের মধ্যে অভিবাসন, নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ভিসা-মুক্ত ট্রানজিটের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে গতিশীলতা আনা, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও দু-দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারির কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে দেখবে নয়াদিল্লি ও বার্লিন।

ভোকাট্টা... আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসবে নরেন্দ্র মোদি ও ফ্রেডরিখ মার্জ। সোমবার আহমেদাবাদে।

ছেলের মুক্তি চেয়ে নমোকে আর্জি মায়ের

সিমলা, ১২ জানুয়ারি : 'দয়া করে আমার ছেলে রিক্ষিতের নিরাপদে বাড়ি ফেরা নিশ্চিত করুন।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঠিক এই আবেদনই জানালেন রুশ ট্যাংকারে কর্মরত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আটক ভারতীয় নেভি মার্চেন্ট রিক্ষিত চৌহানের মা রীতা চৌহান। রিক্ষিতের বিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি। তার আগে ছেলে ফিরে আসুক এটাই চাইছেন মা।

রীতাদেবী বলেছেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি। গোয়া ও কেরলের যে দু'জন আটক রয়েছেন, তাঁদেরও নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হোক। আমার ছেলের সঙ্গে তাঁরা কাজ করেন। রিক্ষিতের সঙ্গে কথা হয়েছে ৭ জানুয়ারি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, বিয়ের তারিখের আগে ও যেন ফিরে আসে।'

রিক্ষিতের বাবা রঞ্জিত সিং ছেলের সুষ্ঠুভাবে ফেরার আশায় রয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ছেলের সঙ্গে আমার যা শেষ কথা হয়েছিল তাতে রিক্ষিত বলেছিল ও ভালো আছে। কিছুদিনের জন্য ওর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নাও হতে পারে, এমন একটা ইঙ্গিত ওর কথার মধ্যে ছিল। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপের কারণে কোম্পানি তাদের ভেনেজুয়েলা থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে। ১০ জানুয়ারি জানতে পারলাম আমাদের তেল ট্যাংকার আমেরিকা বাজেয়াপ্ত করেছে।'

হিমাচলপ্রদেশের কাংড়া জেলার পালামপুরের বাসিন্দা রিক্ষিত চৌহান। বছর ২৬-এর রিক্ষিত রুশ তেল ট্যাংকারে মার্চেন্ট নেভি অফিসারের চাকরি পেয়েছেন ২০২৫-এর ১ অগাস্ট। রুশ নিয়োগকর্তা ভেনেজুয়েলা থেকে তেল নেওয়ার জন্য এই প্রথম তাঁকে পাঠিয়েছিলেন ভেনেজুয়েলায়। রিক্ষিত সহ ট্যাংকারের ২৮জন কর্মী আমেরিকার হাতে বন্দি।

'ভারতের চেয়ে দরকারি কেউ নয়'

বাণিজ্য বৈঠকে আজ নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : বহু প্রতীক্ষিত ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করতে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার পরবর্তী দফার আলোচনায় বসছেন দু'পক্ষের বাণিজ্য প্রতিনিধিরা। ভারতে সদ্য নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর সোমবার এই খবর জানিয়েছেন। বাণিজ্য শুল্ক এবং ভারতের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার খুলে দেওয়ার মতো অমীমাংসিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির পথ প্রশস্ত করাই এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য।

দিল্লিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর নিজের প্রথম বিবৃতিতে সার্জিও গোর ভারতকে আমেরিকার জন্য 'সবচেয়ে অপরিহার্য অংশীদার' হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'ভারত বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্র। তাই এই চুক্তিকে সফলভাবে শেষ করা সহজ কাজ নয়, তবে আমরা তা করতে বদ্ধপরিকর।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'অকৃত্রিম বন্ধুরা একে অন্যের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা সমস্ত মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীর এবং বাস্তব।'

> **অকৃত্রিম বন্ধুরা একে অন্যের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা সমস্ত মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীর এবং বাস্তব**
>
> **সার্জিও গোর**
> মার্কিন রাষ্ট্রদূত

গোর জানান, সিলিকন সরবরাহ শৃঙ্খলকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কৌশলগত জোট 'প্যাক্স সিলিকা'-তে ভারতকে পূর্ণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগামী মাসেই এই আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা। তবে এই ইতিবাচক আবহের মধ্যেও রাশিয়া থেকে তেল আমদানির বিষয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে অস্বস্তি বজায় রয়েছে। সম্প্রতি ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল ও ইউরেনিয়াম কেনার জন্য ভারতের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত চড়া শুল্ক আরোপের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের ওপর গড় মার্কিন শুল্কের হার প্রায় ৫০ শতাংশ। এই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবারের বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

মার্কিন দূত ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আগামী বছর বা ২০২৮-এ ফের ভারত সফরে আসতে পারেন। বাণিজ্য ছাড়াও নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, শক্তি, প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে দু'দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। গোর স্পষ্ট করেছেন, তাঁর মূল লক্ষ্য বিশ্বের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যকার এই কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া।

পুড়ে মৃত ৩

সিমলা, ১২ জানুয়ারি : হিমাচলপ্রদেশের সোলানে আর্কির পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে আচমকা আগুন লেগে যাওয়ায় মৃত্যু হল তিনজনের। মৃতদের মধ্যে আট বছরের এক নাবালক রয়েছে। রবিবার গভীর রাতের ঘটনা। সোলান বাজারের একাধিক দোকানপাট, ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি রাজ্যের ডেপুটি কমিশনারকে ত্রাণ ও উদ্ধারে নজর দিতে বলেছেন। আগুন লাগার কারণ জানতে মহকুমা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন সোলানের ডেপুটি কমিশনার মনমোহন শর্মা।

হাসিনাকে অব্যাহতি সুপারিশ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় খুনের চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় সহ মোট ১১৩ জনকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আদালতে সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় তদন্তকারী সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) আদালতে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে। তদন্তকারী আধিকারিক শাহজাহান ভুঁইয়া তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছেন, অভিযোগপত্রে লেখা তথ্যের সঙ্গে বাস্তবতার কোনও মিল পাওয়া যায়নি। ২০২৪-এর ৩ সেপ্টেম্বর জনৈক শরিফুল ইসলাম ধানমন্ডি থানায় মামলাটি করেন। তাঁর অভিযোগ, ওই বছর ৪ অগাস্ট ধানমন্ডির ২৭ নম্বর এলাকায় আওয়ামি লিগ ও তার অঙ্গসংগঠনের হামলায় সাহেদ আলি সহ ৯ জন আহত হন। পিবিআই জানায়, আহতদের খোঁজে বিভিন্ন হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগাযোগ করা হলেও কারও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনকি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আহতদের তালিকায় মামলার বাদীপক্ষের কারও নাম নেই।

জোড়া মামলা ইডি'র

সুপ্রিম কোর্টে নালিশ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : আইপ্যাকের কলকাতা অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশিকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক এবার পৌঁছে গেল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার শীর্ষ আদালতে জোড়া মামলা দায়ের করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে তদন্তকারী সংস্থার তরফে, অন্য মামলাটি করেছেন তিন ইডি আধিকারিক। ইডি'র আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজকুমার ভার্মা এবং আইপিএস আধিকারিক প্রিয়ব্রত রায়ের বিরুদ্ধে তদন্তকারীদের কাজে বাধা দেওয়ার মতো নজিরবিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে।

সূত্রের দাবি, মামলাকারী ইডি আধিকারিকরা হলেন নিশান্ত কুমার, বিক্রম অহলওয়াত এবং প্রশান্ত চান্ডিলা। শনিবার অনলাইনে মামলার আবেদন জমা দেওয়া হলেও সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার অফিসে সেই আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। এই মামলায় ইডি সরাসরি রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে। তাদের দাবি, আইপ্যাকের কলকাতা অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং শীর্ষ পুলিশকর্তারা তদন্তকারীদের কাজে বেআইনিভাবে বাধা দেন।

আবেদনে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে 'বিস্ময়কর' ও 'অভূতপূর্ব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, যেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য পুলিশের, সেখানে তারাই ইডির তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিকে 'অস্বাভাবিক' ও 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে ইডি জানিয়েছে। দাবি, বাধ্য হয়েই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

এর আগে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানির সময় এজলাসে অশান্ত পরিস্থিতির জেরে শুনানি মুলতুবি হয়ে যায়।

এবার সুপ্রিম কোর্টে করা আবেদনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের তদন্তে বাধা দেওয়া থেকে বিরত রাখতে আদালতের নির্দেশ চেয়েছে ইডি। কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানায় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের হয়েছে, তার ওপরেও স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছে।

ইডির অভিযোগ, আইপ্যাকের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে তল্লাশি ব্যাহত হয়। রাজ্য সরকারের শীর্ষ স্তরের হস্তক্ষেপের ফলে তদন্তের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও বৈদ্যুতিন-তথ্য ইডি'র হাতছাড়া হয় এবং তদন্তকারী আধিকারিকদের দায়িত্ব পালন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

আবেদনে ইডি উল্লেখ করেছে, এক আর্থিক জালিয়াতি মামলার তদন্ত করছে যার শিকড় একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে। অবৈধ কয়লা পাচারের কারণে সরকারি কোষাগারের প্রায় ২,৭৪২ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ইডির একটি সূত্র জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সব তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। শুনানির সময় প্রয়োজনে আদালতের সামনে তা পেশ করা হবে। তদন্তকারী সংস্থার যুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী। তাই স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করা অর্থহীন। কারণ, যথাযথ তদন্ত হবে না। মুখ্যমন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তাদের রক্ষা করতেই পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এই 'অস্বাভাবিক ও দুর্ভাগ্যজনক' পরিস্থিতির জেরে তড়িঘড়ি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি রিট আবেদন দায়ের করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। সেই আবেদনেও সিবিআই তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে।

মামলায় দাবি

- তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশকর্তারা বাধা দিয়েছেন
- অভিযানের সময় পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস জোর করে সরিয়ে নেওয়া হয়
- ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সিবিআইকে দায়িত্ব দেওয়ার আবেদন
- কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানায় ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের হয়েছে, তার ওপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছে

হাসপাতালে ভর্তি ধনকর

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার দিল্লির এইমস-এ ভর্তি করা হল দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত শনি ও রবিবারের মধ্যে অন্তত দু'বার সংজ্ঞা হারান ৭৪ বছর বয়সি ধনকর।

১০ জানুয়ারি শৌচাগারে গিয়ে আচমকা অচৈতন্য হয়ে পড়েন তিনি। এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে সোমবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চিকিৎসকরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং চিকিৎসকরা এমআরআই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত বছর ২১ জুলাই আচমকাই 'শারীরিক কারণ' দেখিয়ে উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ধনকর।

রাজের হুমকি

মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের কড়া বার্তা রাজ ঠাকরের। তিনি বলেন, 'হিন্দি আপনাদের ভাষা হতে পারে, কিন্তু তা জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। মারাঠিদের ওপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে ফল ভালো হবে না। লাথি মেরে তাড়াব।' শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাজ দাবি করেন, এবারের ভোট মারাঠি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে মুম্বইকে গুজরাটের অর্থনৈতিক কক্ষপথে ঠেলে দিতে চাইছে। আদানির মতো শিল্পগোষ্ঠীকে সুবিধা করে দিতেই মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেনের মতো প্রকল্প আনা হচ্ছে। বিজেপির বিরুদ্ধে 'নকল হিন্দুত্ব' ও 'বিভাজনের রাজনীতি'র অভিযোগ এনে উদ্ধব বলেন, 'মুম্বইয়ের ওপর যে অস্তিত্বের সংকট ঘনিয়ে এসেছে, তা রুখতেই আমরা একজোট হয়েছি। হিন্দুত্বের ভুয়ো দাবি তুলে হিন্দুদের বোকা বানাচ্ছে বিজেপি।'

কক্ষ ছুঁতে ব্যর্থ অন্বেষা

ফের ধাক্কা ইসরোর

বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি : নববর্ষের শুরুতেই ধাক্কা খেল ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার পিএসএলভি রকেটের ৬৪ তম উৎক্ষেপণেও বাধা হয়ে দাঁড়াল যান্ত্রিক গোলমালের সমস্যা। সোমবার শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশকেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণের পর পিএসএলভি-সি৬২ রকেট উড়ানের তৃতীয় পর্যায়ে বিচ্যুতি দেখা দেওয়ায় ১৬টি উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছোতে ব্যর্থ হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিন সকাল ১০টা ১৮ মিনিটে পিএসএলভি-র ৬৪ তম অভিযানে শ্রীহরিকোটা থেকে গর্জন করে আকাশে ওড়ে রকেটটি।

উৎক্ষেপণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় স্বাভাবিক থাকলেও বিপত্তি ঘটে তৃতীয় পর্যায়ে। রকেটের গতিপথ ও উচ্চতায় অস্বাভাবিক বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। ইসরো প্রধান ভি নারায়ণন জানিয়েছেন, 'রকেটটি তার নির্ধারিত পথে এগোতে পারেনি। কেন পারল না, সেই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে খুব শীঘ্রই তা জানানো হবে।' তিনি বলেন, 'রকেটের তৃতীয় পর্যায়ে (পিএস৩) আচমকা প্রেশার বা চাপ কমে যাওয়ায় ইঞ্জিন পর্যাপ্ত থ্রাস্ট বা ধাক্কা দিতে পারেনি। ফলে রকেটটি নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং উপগ্রহগুলিকে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।' যদিও নারায়ণন সরাসরি একে 'ব্যর্থতা' বলে ঘোষণা করেননি, তবে মহাকাশ বিজ্ঞানের পরিভাষায় তৃতীয় পর্যায়ের এই ধরনের ত্রুটির পর মিশন সফল হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

প্রাক্তন ইসরো বিজ্ঞানী মণীশ পুরোহিত বলেন, 'মহাকাশ গবেষণায় জয়-পরাজয় থাকবেই, তবে কত দ্রুত আমরা এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছি সেটাই আসল।' ২০২৫ সালেও পিএসএলভি-র একমাত্র অভিযানটি তৃতীয় পর্যায়ের ত্রুটির কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৬-এর প্রথম অভিযানেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বিজ্ঞানীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। পিএসএলভি-র ৬৪টি অভিযানের ইতিহাসে এটি পঞ্চম ব্যর্থতা হতে চলেছে।

মহাকাশে পাঠানো ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ উপগ্রহের মধ্যে ছিল ডিআরডিও-র তৈরি বিশেষ নজরদারি উপগ্রহ 'অন্বেষা' এবং আর্থ অবজার্ভেশন স্যাটেলাইট 'ইওএস-এন১'। ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ ছাড়াও ব্রাজিল, নেপাল এবং ব্রিটেনের উপগ্রহও ছিল এই তালিকায়।

> **রকেটটি তার নির্ধারিত পথে এগোতে পারেনি। কেন পারল না, সেই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে খুব শীঘ্রই তা জানানো হবে।**
>
> **ভি নারায়ণন**
> ইসরো প্রধান

সংসদে ই-সিগারেট, কড়া পদক্ষেপের বার্তা বিড়লার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : লোকসভায় ই-সিগারেট ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে বিতর্কে মুখ খুললেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সোমবার তিনি জানান, সংসদের ভিতরে ই-সিগারেট ব্যবহারের অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্ত প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি স্পষ্ট করে দেন।

এই প্রসঙ্গে ওম বিড়লা বলেন, সংসদের মর্যাদা ও শালীনতা রক্ষা করা কোনওভাবেই আপসযোগ্য নয়। তাঁর কথায়, 'সংসদের পবিত্রতা নষ্ট করার অধিকার কারও নেই।' তদন্ত শেষ হওয়ার পর সংসদীয় নিয়মভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে লোকসভায় বসে ই-সিগারেট খাওয়ার অভিযোগ তোলে বিজেপি।

এই অভিযোগের জবাবে লোকসভার অধ্যক্ষ স্পষ্টভাবে জানান, সংসদের ভিতরে ই-সিগারেট ব্যবহারের কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওম বিড়লা বলেন, 'এমন কোনও অনুমতি নেই। সব সাংসদেরই নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক। যদি এমন কোনও ঘটনা সামনে আসে, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ইতিমধ্যে বিষয়টি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

ভেনেজুয়েলার 'প্রেসিডেন্ট' ট্রাম্প!

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি এখন লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলারও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা? সোমবার সকালে ট্রাম্পের নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ শেয়ার করা একটি স্ক্রিনশট ঘিরে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। স্ক্রিনশট অনুযায়ী, উইকিপিডিয়ায় ট্রাম্পের ছবিযুক্ত পরিচয়ে লেখা হয়েছে, 'অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট অফ ভেনেজুয়েলা'। এর বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'ভেনেজুয়েলার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট'। যদিও কিছুক্ষণ পরেই উইকিপিডিয়া থেকে ওই তথ্য সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে ট্রাম্পের করা পোস্টটি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধু নিছক ভুল নয়, বরং ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন আধিপত্যের এক চরম বহিঃপ্রকাশ। ৩ জানুয়ারি কারাকাসে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসে মার্কিন সেনা। বর্তমানে মাদুরো আমেরিকার কারাগারে বন্দি। সেখানেই তাঁর বিচার হচ্ছে।

এই ঘটনার পর ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডেলসি রডরিগেজ শপথ নিলেও ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কারাকাসের রাশ থাকবে ওয়াশিংটনের হাতে।

ট্রাম্পের দাবি, ভেনেজুয়েলায় একটি 'সঠিক এবং বিচারবিভাগীয় উত্তরণ' না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন দেশটির দেখভাল করবে। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ভেনেজুয়েলা থেকে প্রায় ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল উচ্চমানের অপরিশোধিত তেল বাজারদরে কিনবে আমেরিকা।

খামেনেইয়ের ফোন, তবুও প্রত্যাঘাতের হুমকি

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি : অগ্নিগর্ভ ইরানে সামরিক অভিযানের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করলেন, খোদ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই তাঁকে ফোন করে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছেন। রবিবার রাতে 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, 'গতকাল ইরানের নেতারা ফোন করেছিলেন। তাঁরা সমঝোতা করতে চাইছেন। এই বিষয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে।' তবে আলোচনার সম্ভাবনা থাকলেও ওয়াশিংটন যে তেহরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পতন চাইছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি কড়া ভাষায় বলেন, 'বৈঠক হওয়ার আগেই আমাদের হয়তো কিছু একটা করতে হতে পারে। ইরানে প্রচুর নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আমি জানি না ওঁরা কি আদতে নেতা, না কি স্রেফ হিংসা ছড়িয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা চালানো কিছু মানুষ!'

ইরানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আকাশছোঁয়া খরচ এবং কঠোর ইসলামি শাসনের অবসানের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলির দাবি, বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা সাড়ে ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমনকি রাজধানী তেহরানের একটি মর্গের বাইরে লাশের স্তূপের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইরানে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে হামলা চালানো হলে আমেরিকা চুপ করে থাকবে না। মার্কিন সেনার পক্ষ থেকেও ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের একাধিক বিকল্প খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

> **বৈঠক হওয়ার আগেই আমাদের হয়তো কিছু একটা করতে হতে পারে। ইরানে প্রচুর নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আমি জানি না ওঁরা কি আদতে নেতা, নাকি স্রেফ হিংসা ছড়িয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা চালানো কিছু মানুষ!**
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

এদিকে, ইরানের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো একটি খবরকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এক্স হ্যান্ডেলের একাধিক পোস্টে দাবি করা হয়েছে, ইরানে অন্তত ৬ জন ভারতীয় ছাত্র ও ১০ জন আফগান নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে স্থানীয় পুলিশ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভারতে থাকা ওই পড়ুয়াদের পরিবারগুলির মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার ময়দানে নামেন ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফতালি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয়দের গ্রেপ্তারের খবরকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' এবং 'গুজব' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। ফতালি বলেন, 'বিদেশি কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে ইরান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। সবাইকে অনুরোধ করছি, নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর ছাড়া অন্য কিছু বিশ্বাস করবেন না।' অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনও (এআইএমএসএ) জানিয়েছে, ইরানে থাকা এদেশের সমস্ত পড়ুয়া নিরাপদে রয়েছেন এবং তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। তবে এখনও যে ১০ হাজার ভারতীয় নাগরিক ইরানে রয়েছেন, তাঁদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে সাউথ ব্লক।

১৫-১৬ জানুয়ারি দিল্লি সফরের কথা ছিল ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির। ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের জেরে সেই সফর বাতিল করা হয়েছে। আরাগচির এবারের সফরে ইরানের চাবাহার বন্দরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। এপ্রিলে ভারত পরিচালিত এই বন্দরের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সেদিক থেকে ইরানি বিদেশমন্ত্রীর দিল্লি যাত্রা বাতিল হওয়ার ঘটনা চাবাহার ইস্যুতে ভারতের উদ্বেগ বাড়াল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

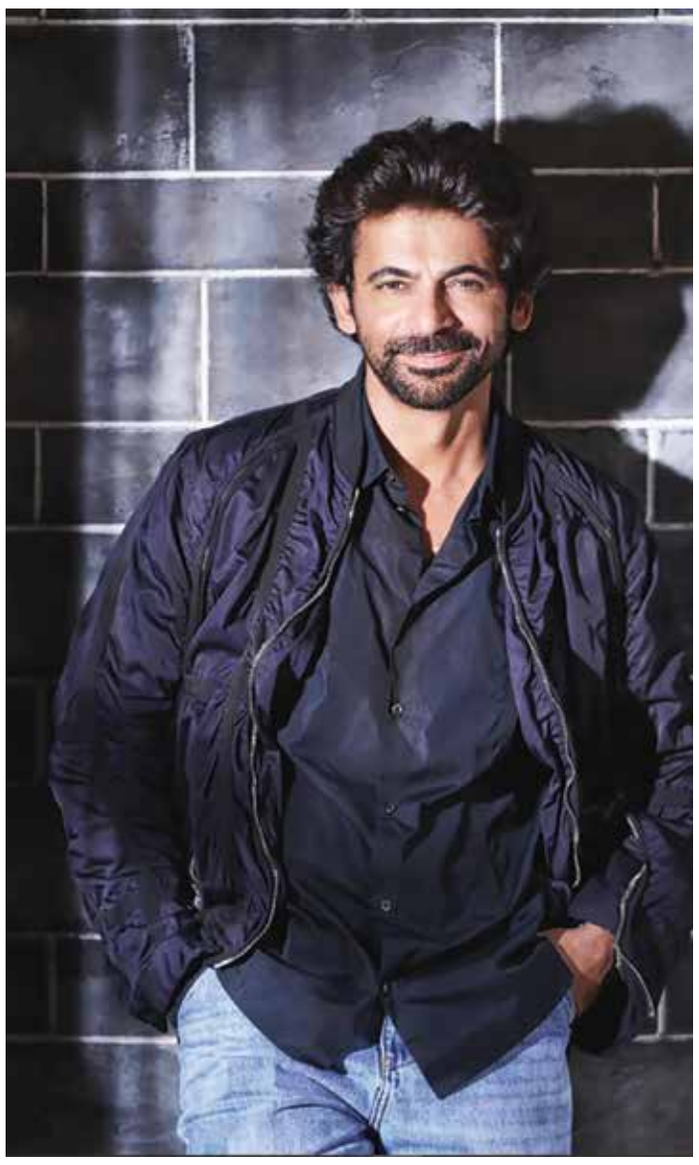

আমির সেজে হাসালেন সুনীল গ্রোভার

সুনীল গ্রোভার খোদ আমির খানকে নকল করে নেটমহলকে হাসালেন। বীর দাসের হ্যাপি পটেল: খতরনাক জাসুসে আমির অভিনয় করছেন। ছবির প্রোমোতে দেখা গিয়েছে, আমিরকে একটি বাড়ির নিরাপত্তা কর্মীরা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করে দিচ্ছে। ওই দৃশ্যকেই অন্যভাবে হাজির করেছেন একটি ভিডিওতে,যা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘুরছে। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, আমির সেজে সুনীল বীরের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রথমে বিশ্বাস না করলেও বীর পরে সুনীলকেই আমির মনে করেন। সুনীল তাঁর স্তাবকতা শুরু করেন, বলেন পরের হ্যাপি পটেল তিনি প্রযোজনা করবেন। এতে বীর আরও খুশি। এই সময়ে আমির ঢুকে সব ভেস্তে দেন। এবারেও প্রথমে বীর আমিরকে আসল আমির মানতে চাননি, সুনীল ও বীর দুজনে তাঁকে হেনস্থা করতে শুরু করেন। আমির এবার নিরাপত্তা কর্মীদের ডেকে সুনীলকে বাইরে বার করে দেন। বীর দাস পরিচালিত এই ছবিতে অনেকদিন পর আমিরের ভাইপো ইমরান খানকে ক্যামেও করতে দেখা যাবে। অভিনয়ে থাকছেন মোনা সিং, মিথিলা পলকার প্রমুখ।

১৬ জানুয়ারি ছবির মুক্তি।

শ্রাবন্তী এতটা বৃদ্ধা হয়ে গেলেন?

শ্রাবন্তী নাকি ঠাকুমা হচ্ছেন? ভাবতে পারেন! এখনও যিনি বড়পর্দার নায়িকা, তিনি কিনা ওয়েবসিরিজের ঠাকুমা? আবার সেই চরিত্রে 'হ্যাঁ'ও বলে দিয়েছেন শ্রাবন্তী। ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত, না? আসলে অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত কাহিনির টানটাই এমন যে, আর 'না' বলতে পারেননি শ্রাবন্তী।

ছবিটাতে সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জ। বাংলার বনেদি পরিবারের গল্প। এক বিয়ে ঘিরে সেখানে রহস্য ঘনীভূত হয়। রহস্য সমাধানে লেগে পড়বেন ঠাকুমা। ঘোষণা পর্বে আভাস দেওয়া হয়েছে, ঠাকুমার সঙ্গে নাতনির নাকি দুরন্ত জুটি। কে নাতনি হচ্ছে জানেন? প্রযোজনা সংস্থার তরফে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। তবে শোনা গেল, দিব্যাণী মণ্ডল নাকি থাকবেন নাতনির চরিত্রে। দিব্যাণী ছোটপর্দার ভীষণই জনপ্রিয় মুখ। 'ফুলকি' ধারাবাহিক শেষ করার পর তিনি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিতে ডেবিউ করলেন। সেই ছবির শুটিং শেষ। এবার ওয়েব সিরিজে দেখা যাবে দিব্যাণীকে। শ্রাবন্তী আর দিব্যাণীর মুখের মিল রয়েছে, সেটাও কিন্তু আলোচনা হয় টলিপাড়ায়। এখন দেখার, বৃদ্ধার চরিত্রে শ্রাবন্তীকে ঠিক কেমন লাগে। শোনা যাচ্ছে, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শুটিং শুরু করবেন শ্রাবন্তী। কারণ বিধানসভা ভোটে তাঁকে লড়তে দেখা যেতে পারে।

একনজরে সেরা

হইচই সিরিজে

হইচইয়ের সিরিজ কুহেলিতে অভিনয় করছেন সুস্মিতা দে। পাহাড়ি এলাকাকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে এই থ্রিলার। এতে থাকবে তিন বোনের গল্প। বড়বোন ঋদ্ধিমা ঘোষ, মেজো অঙ্গনা রায়, ছোট সুস্মিতা। কথা সিরিয়ালে সুস্মিতা আর সাহেব ভট্টাচার্যর জুটি দর্শকের ভালো লেগেছিল। এবার তিনি একাই নতুন সফরে আসছেন।

রাজের সঙ্গে আন্দ্রেয়ী

রাজ চক্রবর্তীর প্রলয় ২ ছবিতে আন্দ্রেয়ী রায় থাকছেন। গল্পে টুইস্টও আসবে তাঁর হাত ধরেই। প্রথম প্রলয়ের মতো এই সিরিজও অপরাধ জগৎ, ক্ষমতার লড়াই দেখাবে। অভিনয়ে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, লোকনাথ দে, ওম সাহানি, অনুজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই সিরিজে জুন মালিয়াকেও দেখা যাবে অনেকদিন পর। এখন আন্দ্রেয়ীকে কুসুম ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে।

ভাষার অভাব

শরমন যোশি বাংলা ছবি ভালোবাসার মরশুমে অভিনয় করছেন। তাঁর কথায়, 'বাংলা জানি না। তাই ইংরেজি আর হিন্দিতে লেখা চিত্রনাট্য আর সংলাপ একমাত্র ভরসা হলেও সহকারী পরিচালকের কাছ থেকে সংলাপের মানে, চরিত্রের ধাঁচ বুঝে অভিনয় করছি। আবেগের জায়গাটা যেন ঠিক থাকে।' তাঁর জন্য ডাবিং আর্টিস্ট নেওয়া হবে।

পথকুকুরের জন্য

গায়ক মিকা সিং তাঁর ১০ একর জমি পথকুকুরের জন্য দান করতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ওদের যাতে সঠিকভাবে দেখাশোনা হয়, তার জন্য অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল কর্মী দরকার এবং তার জন্য প্রশাসনিক সাহায্যও চান তিনি। পশুপ্রেমীরা এই খবরে আশান্বিত হয়েছেন।

স্ক্রিনিং কমিটি

গত বছর অগাস্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রাইম টাইমে বাংলা ছবির দাবি নিয়ে কলকাতার শিল্পীরা গিয়েছিলেন। তিনি একটি স্ক্রিনিং কমিটি গড়ে দেন, নেতৃত্বে স্বরূপ বিশ্বাস। কিন্তু কমিটি বন্ধ হতে বসেছে। দেব জানাচ্ছেন, 'আগে আমাদের ঝগড়া আমরাই মেটাতাম, এখন কথা বাইরে বেশি ছড়ায়।' তাঁর আশা, তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটবে।

গোল্ডেন গ্লোবের মধ্যমণি প্রিয়াংকা চোপড়া

এই নিয়ে তৃতীয়বার। গোল্ডেন গ্লোবের মঞ্চে প্রিয়াংকা চোপড়া এলেন। তিনি টিভি শো দ্য পিট-এর অভিনেতা নোয়াহ উয়েলের হাতে সেরা পুরুষ অভিনেতার পুরস্কার তুলে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্লোবাল পপ সেনসশন লালিসা মনোবল। প্রিয়ংকা পরেছিলেন জোনাথন অ্যান্ডারসনের ডিজাইন করা গাউন, সঙ্গে মানানসই গয়না। ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোবের এই অনুষ্ঠানে পিগি, জুলিয়া রবার্টস, আনা ডে আরমাসদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করেছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর আগামী ছবি দ্য ব্লাফে তাঁর ফার্স্ট লুক শেয়ার করেছেন। ভারতে এস রাজামৌলির ছবি বারাণসীতে তিনি মহেশবাবু, পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের সঙ্গে পর্দায় আসবেন। সম্ভবত রামনবমীতে ছবির মুক্তি।

তানহাজি : দ্য আনসাং ওয়ারিয়রের সিক্যুয়েল

সম্প্রতি ছবির ৬ বছর পূর্তি হল। নায়ক ও প্রযোজক অজয় দেবগণ বেশ আবেগতাড়িত হয়ে সবাইকে ধন্যবাদ তো জানিয়েছেনই, সেইসঙ্গে ছবির পোস্টার পেস্ট করে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় অজয় পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, 'কেল্লা জেতা হয়েছে, কিন্তু সিংহ মারা গিয়েছে। তবে যুদ্ধ শেষ হয়নি।'

এরপর ছবির অনুরাগীদের খুব স্বাভাবিক জিজ্ঞাস্য—তানহাজির সিক্যুয়েল কি হবে? হতে যে পারে, তার ইঙ্গিত অজয় এই পোস্টের ভিতর দিয়েছেন। এ ছবি অজয়ের আবেগ। তার কারণও আছে। ছবিটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল সেরা জনপ্রিয় ছবি হিসাবে, সেইসঙ্গে সেরা অভিনেতা, সেরা কস্টিউম ডিজাইনারের। হিট তো হয়েছিলই। ১৭ শতকে শিবাজী মহারাজের সেনাদলের অন্যতম সুবেদার ছিলেন নির্ভীক, সাহসী, যোদ্ধা তাহাজি মালুসুরে। সেই সময় কোনধানা দুর্গ আওরঙ্গজেবের দখলে ছিল, যার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল উদয়ভান সিং রাঠোর। তাকে পরাজিত করে এই দুর্গ দখলের যুদ্ধই ছিল তানহাজি ছবির বিষয়। তানহাজির স্ত্রী সাবিত্রী বাঈয়ের চরিত্রে ছিলেন কাজল। ছবির পরিচালক ওম রাউত।

বিবেকানন্দ হয়ে সিডনি থিয়েটারে সাহেব

২০০৩-এ আলোকিত এক ইন্দুতে বিবেকানন্দ হয়ে সমাদর পেয়েছিলেন। ২০১৩ সালে ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর সিডনি অপেরা হাউসে প্রথম বাঙালি অভিনেতা হিসেবে অ্যালেক্স ব্রুণের নাটক ওয়াননেস ভয়েস উইথআউট ফর্মেও বিবেকানন্দ হয়েছিলেন বাংলার অভিনেতা সাহেব চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই তাঁর সঙ্গে ঘটেছিল এক অলৌকিক ঘটনা। সাহেবের কথায়, 'তখন নাটক শুরু, আমার স্ত্রী লিলি এসে বলল, বাবার অবস্থা খারাপ। স্যাচুরেশন ফল করছে। আমি তখন কাঁদছি, অভিনয় করব কী। আমার সহ অভিনেতারা আমাকে সাহস দিয়ে বললেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা ভাবো, তিনি তোমাকে পথ দেখাবেন। এসো। মঞ্চে গিয়ে নিজের সর্বস্ব দিয়ে অভিনয় করলাম। মনে হচ্ছিল, সত্যি পরমহংস আমার পাশে আছেন। নাটকের শেষে হাততালি দিচ্ছে সবাই। আমার স্ত্রী তখন চিৎকার করে জানাল, বাবা এখন ভালো আছেন। আমার কাছে এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। দেশে ফেরার পর আরও দেড় মাস বাবা আমাদের সঙ্গে ছিলেন।' পুরো নাটকটাই হয়েছিল ইংরেজিতে, সাহেবের তাতে আপত্তিও ছিল না। তবে তিনি বলছিলেন, 'আমি দুটো শ্যামাসংগীত বাংলাতেই গাইব, ইংরেজি অনুবাদে নয়।'

গোল্ডেন গ্লোবের বিজয়ীরা

৮৩তম গোল্ডেন গ্লোবে সম্মানিত হলেন একঝাঁক অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক ও অন্যরা। বছরভর বিনোদন করেন ওঁরা, এবার তার মূল্যায়ন হল। বিজয়ীরা হলেন-- সেরা ছবি হ্যানেট, সেরা পরিচালক ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদারের জন্য পল থমাস অ্যান্ডারসন, সেরা অভিনেতা দ্য সিক্রেট এজেন্টের জন্য ওয়াগনার মওরা। সেরা অভিনেত্রী, হ্যানেটের জন্য জেসি বাকলে। এবারের গ্লোবে ইতিহাস গড়লেন ১৬ বছরের আওয়ান কুপার। তিনি সর্বকনিষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অ্যাডোলেসেন্স সিরিজের জন্য সেরা সহ অভিনেতার পুরস্কার পেলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও, জেনিফার লোপেজ, ডোয়াইন জনসন, প্রিয়াংকা চোপড়া, নিক জোনাস প্রমুখ।

আম্মার বিরুদ্ধে মর্দানি রানির লড়াই

এসে গেল রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত মর্দানি ৩-এর ট্রেলার। এবার তিনি মাফিয়া কুইন 'আম্মা'র প্রতিপক্ষ। কিছু মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, তাদের কোনও খোঁজ নেই। সেই মেয়েগুলোকে খুঁজে বার করাই রানি বা শিবানী শিবাজী রায়ের কাজ। আম্মা এর মধ্যে অবশ্যই যুক্ত। তাই দুই মহিলার টক্কর এবার বড়পর্দায়। নিঃসন্দেহে এই মহিলা ভিলেন এবারের মর্দানির বড় টুইস্ট। আগের দুটিতে পুরুষ ভিলেনই ছিলেন। আম্মা হয়েছেন মল্লিকা প্রসাদ। ছবি মুক্তির নতুন তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬। এর আগে চলতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি ছবি মুক্তির কথা ছিল।

ছোট্ট তারা

জগদীশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী আরোহী রায় নাচে ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেড়েছে। তার নাচে মুগ্ধ স্কুলের শিক্ষকরাও।

স্বামীজির জন্মদিনে ট্রাফিক সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সোমবার সকাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। পুরনিগমের তরফে সূর্য সেন পার্কে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলে দিনটি পালন করা হয়। ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির তরফে স্বামীজির আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। স্বামীজি মোড়েও দিনটি পালন করা হয়। এছাড়া স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এদিন পথ নিরাপত্তার দিকে জোর দেয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ। যাঁরা সিট বেল্ট না পরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন শালবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে স্কুল পড়ুয়াদের মাধ্যমে তাঁদের হাতে গোলাপ ফুল দেওয়া হয়। আশিঘর সাব-ট্রাফিক আউটপোস্ট ও স্থানীয় দাদা ভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে যাঁরা হেলমেট না পরে বাইক চালাচ্ছিলেন তাঁদের সচেতন করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মীদের অনশন ও ধর্না

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রিটায়ার্ড ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন উত্তরবঙ্গ ও সিকিম এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সোমবার শিলিগুড়ির হাসমি চকে অনশন ও ধর্না কর্মসূচি হয়। সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে। সংগঠনের সভাপতি বিমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, 'অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবিগুলির প্রতি ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন এবং ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।'

ঝংকার মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বসিত জনতা। সোমবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ কর্মীদের

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বেতনের দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন তৃণমূল ও বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সম্মুখসমরে চলে আসার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র নেতা-কর্মীরা শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় বিএসএনএলের উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক কার্যালয়ের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন। তৃণমূলের বিক্ষোভের জেরে বিএসএনএলের উত্তরবঙ্গের জেনারেল ম্যানেজার ককে সিনহা সহ অন্য আধিকারিকরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এদিকে, গেট আটকে তৃণমূলের বিক্ষোভের খবর পেয়ে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতা-কর্মীরা সেখানে ঝান্ডা হাতে হাজির হন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন পালটা স্লোগান দিতে থাকে। যার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে কর্তৃপক্ষকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন বিএসএনএল অফিসের গেটের তালা খুলে দেয়।

অভিযোগ, বিএসএনএলের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। জেলায় ১১০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা গেটের বাইরে থেকে তালা মেরে দেন। অভিযোগ, অফিসের এক

নিরাপত্তাকর্মী ঢুকতে গেলে তাঁকে শাসকদলের শ্রমিক নেতারা শাসানি নিয়ে তাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ। আর এতেই উত্তেজনার পারদ বাড়ে। বিএসএনএলের অস্থায়ী কর্মী তথা আইএনটিটিইউসি'র দার্জিলিং (সমতল) জেলা সম্পাদক অশোক দাস বলেন, 'চার মাস ধরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেও বেতন হয়নি। কর্মীরা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিচ্ছেন। কেন্দ্র সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির কথা বলছে।' এদিকে, আইএনটিটিইউসি কর্মীরা গেট আটকে রাখায় বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের তরফে তৃণমূলকে নিশানা করে স্লোগান দেওয়া হয়। এতেই তৃণমূলের কর্মীরা খেপে ওঠেন। কার্যত তাঁরা তেড়ে যান। তবে পুলিশ তাদের কর্মীদের আটকে দেয়।

অন্যদিকে ভারতীয় মজদুর সংঘের তরফে দাবি করা হয়, শীঘ্রই বেতনের সমস্যা মিটে যাবে। যে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে কর্মীদের মাইনে হয়, সেই সংস্থার সঙ্গেও নাকি বিএসএনএলের কথা হয়েছে। সংগঠনের নেতা রাজীব মণ্ডল বলেন, '৫০ শতাংশ বেতন আদায় হয়ে গিয়েছে। বাকি ৫০ শতাংশ বেতনের জন্য আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানসূত্র বের করা হোক। তৃণমূল গুন্ডামি করে কেন্দ্র সরকারের অফিস বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে।'

ইসলামপুরে কুণ্ডুর শিঙাড়ার সঙ্গে অনেকের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ৭০-এর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হন বা বর্তমান প্রজন্ম, কুণ্ডুর শিঙাড়া মানেই যেন নস্টালজিয়া। এই শহরে পুরসভার জন্মেরও বহু আগে শিঙাড়ার এই দোকান শুরু হয়েছিল। ৬৮ বছর পরেও তার কদর এতটুকু কমেনি।

ইসলামপুরে মন কাড়ে ৬৮ নটআউট শিঙাড়া

কাজে অভিজ্ঞ কর্মীদল

দোকানের ১১ জন কর্মচারীর বেশিরভাগই শিঙাড়া ভাজা ও বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকেন

এই কর্মচারীদের মধ্যে কেউ ৪০ বছর, কেউ ৩০ বছর, কেউ ২৫ বছর ধরে কাজ করছেন

প্রতিদিন দোকানে দুপুর ১২টা থেকে শিঙাড়া ভাজা শুরু হয়, রাত ৯টা পর্যন্ত চলে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১২ জানুয়ারি : কনকনে শীতের সন্ধ্যা। তার মধ্যেই বছর আটের কিয়াংশুর শিঙাড়া চাই। তাও আবার গরম গরম। ও অধীর আগ্রহে শিঙাড়া ভাজার গনগনে আগুনের পাশে অপেক্ষা করছে। মা পূজা দত্তের ডাকে সংবিৎ ফেরে ছেলের। পূজা বলেন, 'সন্ধ্যা নামলেই শিঙাড়ার জন্য ওকে নিয়ে এখানে আসতেই হবে। আমার রোজকার রুটিন।'

১৯৫৭ সাল। ইসলামপুর মহকুমা হওয়ার তখন সবেমাত্র এক বছর পূর্ণ হয়েছে। শহরের আকার তখন নেহাতই একটা বড় গঞ্জের মতো। ছোট বেড়ার দোকান দিয়ে শিঙাড়ার দোকান শুরু করেছিলেন জয়দেব কুণ্ডু। স্ত্রী শুক্লার হাতে বাটা মশলা দিয়েই 'কুণ্ডুর শিঙাড়া'-র পথচলা শুরু। আজ ৬৮ বছর পরেও কুণ্ডু কেবিনের শিঙাড়ার কদর এতটুকু কমেনি। ইসলামপুর শহর সহ এই মহকুমা এবং সংলগ্ন বিহারেও কুণ্ডুর শিঙাড়া বিখ্যাত।

সময়ের সঙ্গে শিঙাড়ার সঙ্গী হয়েছে ধোকলা ও অন্যান্য মিষ্টি। সে সবেরও চাহিদা থাকায় দোকানে ভিড় থাকে উপচে পড়া। বর্তমানে মোট ১১ জন কর্মচারী রয়েছেন। যাঁর মধ্যে কেউ গত ৪০ বছর, কেউ ৩০ বছর আবার কেউ ২৫ বছর ধরে দায়িত্ব সামলে যাচ্ছেন। জয়দেব প্রয়াত হয়েছেন। শুক্লা বয়সের ভারে বাড়িতে। ছেলে অরূপের হাতেই এখন দোকানের রাশ। প্রায় সাত দশক ধরে সুনাম ধরে রাখার সিক্রেট কী জানতে চাইলে হেসে অরূপের জবাব, 'খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা ছাড়া অন্য কোনও সিক্রেট নেই।' অরূপের দাবি, রোজ অন্তত চার হাজার শিঙাড়া দোকানে ভাজা হয়।

পুর টার্মিনাসের উলটো পাশে কুণ্ডু কেবিনের শিঙাড়া খাননি এ তল্লাটে এমন মানুষ নেই বললেই চলে। ৭০-এর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হন বা বর্তমান প্রজন্ম হোক, কুণ্ডুর শিঙাড়া মানেই যেন নস্টালজিয়া। শিঙাড়ায় কামড় দিয়ে ধোঁয়া ওঠা মশলার দিকে তাকিয়ে পাওয়ারহাউসপাড়ার বাসিন্দা পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী ষাটোর্ধ্ব সঞ্চয় পাল জানান, 'এই দোকানে এক সময় ২৫ পয়সা দিয়ে শিঙাড়া খেয়েছি। আজ ১০ টাকা। শিঙাড়ার টানে যেমন আসি। সঙ্গে স্কুলজীবনের বহু স্মৃতি কুণ্ডুর শিঙাড়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।'

দোকানের ক্যাশ সামলাচ্ছিলেন টুনটুন বারুই। টুনটুন বলেন, 'গত ৩০ বছর এই দোকানে আছি। দুপুর ১২টা থেকে শিঙাড়া ভাজা শুরু হয়, রাত ৯টা পর্যন্ত চলে।' দোকানের রান্নাঘরে দোতলায় উঠে দেখা গেল, একজন কর্মী ময়দার লেচি বেলছেন, অন্যজন শিঙাড়ার সবজি তৈরি করছেন। আরও একজন লেচিতে সবজি ভরে ভাজার জন্য নীচে নিয়ে যাচ্ছেন। নীচে একজন শিঙাড়া ভাজছেন। শিঙাড়ার সবজি তৈরিতে ব্যস্ত শম্ভু রাম বলেন, 'গত ৪০ বছর ধরে এই কাজ করে যাচ্ছি। অন্য দোকানে ডাক পেলেও যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি।' এই দোকানের শিঙাড়ার স্বাদের মূল কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে শম্ভু হেসে বলেন, 'উপরওয়ালা জানেন।' ক্রেতাদের শিঙাড়া ও চাটনি দিতে ব্যস্ত লক্ষ্মণ পালের কথায়, '২৫ বছর তো এই দোকানেই কাটিয়ে দিলাম। শুধু শিঙাড়াই নয়, এই দোকানে গুণগত মানের সঙ্গে সমঝোতা হয় না এই বিশ্বাসেই ক্রেতারা আসেন।'

বছর ৫৫-এর দিলীপ ঘোষ তিনটি শিঙাড়া খেয়ে চার নম্বরে কামড় বসিয়েছিলেন। প্রশ্ন করতেই খানিকটা লাজুক সুরে বললেন, 'আগে রোজ আসা হত। এখন সপ্তাহে দুইদিন আসি। আজ একটু বেশিই খেয়ে ফেললাম।'

দোকানের কর্ণধার অরূপের প্রতিক্রিয়া, 'বাবা-মা ভীষণ কষ্ট করে এই দোকান ও সুনাম গড়েছেন। আমি এবং কর্মচারীরা সকলেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে রোজ চেষ্টা করি। মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসাই আমাদের মূল সম্পদ। ঐতিহ্যবাহী আমাদের দোকানের সুনাম টিকিয়ে রাখতে আমি নিজে রোজ সমস্ত কিছু চেখে দেখি।'

> খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা ছাড়া অন্য কোনও সিক্রেট নেই। ঐতিহ্যবাহী আমাদের দোকানের সুনাম টিকিয়ে রাখতে আমি নিজে রোজ সমস্ত কিছু চেখে দেখি।
>
> -অরূপ কুণ্ডু

ইসলামপুরে কয়েক দশক ধরে এই শিঙাড়াই সকলের মন জয় করছে।

উত্তরে মোদি-মমতার কর্মসূচিতে সবার চোখ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : উত্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পা রাখার আগেই উত্তরবঙ্গ সফর শুরু হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার সহ একগুচ্ছ ট্রেনকে সবুজ পতাকা দেখাতে ১৭ জানুয়ারি মালদা আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তার একদিন আগে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তারই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের দপ্তরে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক, এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সহ পদস্থ কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র। প্রস্তুতি কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। গৌতম বলেন, 'শিলান্যাস সংক্রান্ত কাজ কেমন চলছে, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাইরের দিকে এলইডি স্ক্রিন থাকবে। সেখানে মানুষ লাইভ শিলান্যাস দেখতে পারবেন। দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ মহাকাল মন্দির হবে এখানে।'

মিলবে মহাকাল মন্দির, একগুচ্ছ ট্রেন

মোদি উত্তরবঙ্গে পা রাখার আগে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস মঞ্চ থেকে মমতা কী বার্তা দেন, তার জন্য মুখিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহল। ১৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী যেমন রেলপ্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন, তেমনই মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন করবেন। একাধিক প্রকল্পের ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। ওইদিন মোদি-মমতার দ্বৈরথ দেখা যেতে পারে। কেননা, রেলের অনুষ্ঠানের বাইরে মোদির জনসভা রয়েছে মালদায়। ভোটের মুখে বাংলায় এসে বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূলকে যে মোদি আক্রমণ করবেন, তা নিয়ে কারও কোনও সংশয় নেই। সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন কলকাতা হাইকোর্টের হলেও এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ অতিথি থাকলেও, মমতা যে প্রত্যুত্তর দেবেন, তা নিয়েও নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল। অর্থাৎ, দুই প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক লড়াইয়ে এই শীতেও তপ্ত হতে পারে উত্তরের রাজনীতি।

বলিদান দিবসে মাস্টারদা স্মরণ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : মাস্টারদা সূর্য সেনের ৯৩তম আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মহানন্দা ব্রিজের পাশে মাস্টারদার মূর্তিতে মাল্যদান করেন মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের তরফে সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পার্কের আকর্ষণ বাড়াতে উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : প্রকৃতিপাঠ শিবিরের জন্য শিলিগুড়ি পার্ককে কীভাবে আরও বেশি উন্নত করা যায়, সেদিকে জোর দিল বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগ। সোমবার উদ্যান ও কানন বিভাগ (উত্তর)-এর তরফে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানিয়েছেন বিভাগীয় বনাধিকারিক মৃণালকান্তি রায়। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন পার্কে প্রচুর বাচ্চা ঘুরতে আসে। তারা যাতে পার্কে এসে গাছের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন রকমের গাছ লাগানো রয়েছে। এছাড়া বাচ্চাদের আনন্দের জন্য পার্কে কিছু নতুন রাইড আনার কথা হয়েছে। আশা করছি, পার্কে ঘুরতে এসে বাচ্চারা দ্রুত সেগুলো দেখতে পাবে।'

উত্তরবঙ্গজুড়ে বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগের মোট ২২টি পার্ক রয়েছে। যার মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে একটি পার্ক রয়েছে। এখানে সংস্কারের পর চলতি মাসেই খুলছে পার্কের অ্যাকোয়ারিয়াম। এছাড়া পার্কে কচ্ছপের প্রজননের চেষ্টাও করা হচ্ছে। চলতি বছরে পার্কে নতুন কী কী খেলনা থাকবে, সে ব্যাপারে বনাধিকারিক বলেন, 'কিংকং ব্যালেন্স, এলিফ্যান্ট স্লিপ সহ আরও কয়েকটি খেলনা আনা হচ্ছে।'

সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকৃতি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে পার্কে ফিকাস, অ্যারেকা পাম, বিভিন্ন ধরনের অর্কিড, টগর, গন্ধরাজ, ব্যাম্বু সহ বিভিন্ন রকমের গাছ রয়েছে। এছাড়া যাতে নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট মধু, সিট্রনেলা বিক্রির কাউন্টার পার্কে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দপ্তরের তরফে জানানো হয়। বন দপ্তরের উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ছোটদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। এদিন তার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরনিগমের কাজে বাধার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : রাতের অন্ধকারে শিলিগুড়ির থানা মোড় এলাকায় পুরনিগমের প্রকল্পের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে কে বা কারা। ওই এলাকায় একটি যুদ্ধ স্মারক (ওয়ার মেমোরিয়াল) তৈরি করছে পুরনিগম। বিষয়টি ইতিমধ্যে পুর কমিশনার এবং পুর সচিবের কানেও গিয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু করেছে পুরনিগম। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে থানা সংলগ্ন স্টেশন ফিডার রোডে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ওয়ার মেমোরিয়াল তৈরি করছে পুরনিগম। যেখানে মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছে সেখানে সরকারি জমি দখল করে আগে একাধিক গুমটি ছিল। ওয়ার মেমোরিয়াল তৈরির কাজ শুরু করার পর সেই সমস্ত অবৈধ গুমটি তুলে দিয়েছে পুরনিগম। এরপর সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, শনিবার রাতের অন্ধকারে ওই সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানীয় কিছু জমি মাফিয়ার মদতে এলাকারই একটি গুমটির ব্যবসায়ী লোকজন নিয়ে এসে রাতের অন্ধকারে ওই সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এরপরেই বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা পুরো বিষয়টি পুরনিগমের বাস্তুকারদের জানায়। সবটা জানার পর পুর আধিকারিকরা সচিব এবং পুর কমিশনারকে জানান। তাঁরা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলেছেন।

স্মৃতির শহর

শিলিগুড়ি শহরে একে একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হল। কিন্তু তার স্মৃতিচিহ্ন ধরে রেখেছে এই শহর। বর্ধমান রোডের ঝংকার মোড় আর সেবক রোডের পায়েল মোড় তার দুটি উদাহরণ। হলগুলো বন্ধ হয়ে গেলেও এখনও তাদের পরিচয় বহন করে চলেছে মোড়ের নামগুলো।

সিনেমা হলের স্মৃতি আটকে শহরের দুই মোড়ে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : ফোনে অপর্ণা তার দিদিকে ঠিকানা জানাল। সেই ঠিকানা শুনে চিত্রা অটোচালককে বললেন, 'ঝংকার মোড়ে যাব'। অটোচালকও তাঁকে ঝংকার মোড়েই নামালেন। অটো থেকে নামলেন বটে তবে আশপাশে ঝংকার নামে কিছু দেখতে পেলেন না। আজ কিছু দেখতে না পেলেও একসময় কিন্তু ছিল। ষাটের দশকে ওই মোড় থেকে হেঁটে খানিকটা এগিয়ে গেলেই সেখানে ছিল ঝংকার সিনেমা হল।

'বন্ধুবান্ধবদের বলা হত ঝংকারের সামনে আয়', যেভাবে অপর্ণা ঠিকানা দিল চিত্রাকে তেমনভাবেই শহরের বাইরে থেকে আসা মানুষদের ঠিকানা দিতেন শহরের মানুষেরা। মুখে মুখে সেই কথার প্রচলন হতে হতে বর্ধমান রোডের এই মোড়টির নাম হয়ে যায় ঝংকার মোড়। এই নামের জন্য আলাদা করে কাউকে কোনও কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। যেমন পায়েল মোড়। সেবক রোডের এই নির্দিষ্ট মোড়টির নাম পায়েল মোড় কেন তা যেন এখন আর কারও জানতে বাকি নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে চোখ ঘোরালেই দেখা যাবে ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সিনেমা হল। করোনা অতিমারির আগে ২০১৯ সাল নাগাদ বন্ধ হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহটি। তবে এই প্রেক্ষাগৃহের সামনের রাস্তাটি আজও পায়েল মোড় নামেই পরিচিত।

ষাটের দশকে ঝংকার সিনেমা হলটি চালু করেছিলেন কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য। শহরে তিনি বাদল ভট্টাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও একজন এই ব্যবসায় সঙ্গী ছিলেন বলে জানা গেলেও তাঁর নাম জানা যায়নি। বাদল ভট্টাচার্যের স্ত্রী প্রেক্ষাগৃহটি তৈরি হওয়ার পর তার নাম রাখেন ঝংকার সিনেমা হল। বাদল ভট্টাচার্যের বাবা কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামেই রয়েছে এই শহরে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট। সেই সময় ঝংকার সিনেমা হলের সামনে বিশাল লম্বা লাইন পড়ত টিকিট কেনার। স্মৃতিচারণ করে ঝংকার মোড় সংলগ্ন এলাকারই এক বাসিন্দা দুলাল চক্রবর্তী বলছিলেন, 'এখনও সিনেমার মতো মনে পড়ে সেই দিনগুলো।'

ঝোপের মধ্যে এক সময়ের পায়েল সিনেমা। (ডানদিকে) ঝংকার হলের জায়গায় এখন গোডাউন। - সঞ্জীব সূত্রধর

সেই ঝংকার সিনেমা হলটা যেমন এখন আর নেই তেমন বাদল ভট্টাচার্যও নেই। তাঁর ছেলে জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, '১৯৯৪-৯৫ সাল নাগাদ সিনেমা হলটি ভেঙে ফেলা হয়। জমিগুলোও বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেইসময় শিলিগুড়ি পুরনিগমও কিছুটা জমি কিনে নিয়েছিল বলে আমি জানি। আমাদের সিনেমা হলের নামের কারণেই লোকমুখে ওই জায়গাটি ঝংকার মোড় নামে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে।'

পায়েল সিনেমা হলের স্মৃতির পাতা উলটে মহম্মদ নইম বলেন, 'প্রায় ৩০ বছর ধরে সিনেমা হলটি চলেছিল। তারপর কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ২০১৯ সাল নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম সিনেমা কোনটা দেখেছিলাম মনে নেই তবে শেষ সিনেমা দেখেছিলাম 'সুলতান'।

তিনি জানান, সিনেমা হলে ১৩৩৬টি সিট ছিল বসার। ২০১৯ সালেও ৩০-৪০ টাকা থেকে টিকিটের দাম শুরু ছিল, ১৫০ টাকার টিকিটও পাওয়া যেত। বাইরে থেকে খাবার কিনে নিয়ে গিয়ে ভেতরে বসে খেতে খেতে সিনেমা দেখতাম। এখনও মিস করি, অনেকে মিস করে। গুড্ডু সিং বলেন, 'এই সিনেমা হলের নাম থেকেই সেবক রোডের মোড়টির নাম হয়ে যায় পায়েল মোড়।' পায়েল সিনেমা হলটি ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। সেই ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাস বলছিলেন, ''আমিও এই সিনেমা হলে 'চোখের বালি' সিনেমাটি দেখেছি।''

সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গেলেও এখনও তাদের পরিচয় বহন করে চলেছে মোড়ের নামগুলো। নামের পেছনের কাহিনী জিজ্ঞেস করলে এখনও ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসে সেই গল্প।

পৃথিবীর পাঠশালা

নীল চামড়ার মানুষ

'অবতার' সিনেমার নীল মানুষের কথা মনে আছে? কেন্টাকির ফুগেট (Fugate) পরিবারটি ছিল বাস্তবের সেই নীল মানুষ। সিনেমার মতো গ্রাফিক্স নয়, এদের গায়ের রং সত্যিই ছিল গাঢ় নীল। উনবিংশ শতাব্দীতে মার্টিন ফুগেট নামের এক ব্যক্তি কেন্টাকির এক দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর জিনগত একটি বিরল সমস্যা ছিল। কাকতালীয়ভাবে তিনি যাঁকে বিয়ে করেন, তারও একই জিন ছিল। এর ফলে তাঁদের বংশধরদের গায়ের রং নীল হতে শুরু করে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'মেথেমোগ্লোবিনেমিয়া', যার ফলে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় এবং চামড়া নীল দেখায়। স্থানীয়রা এদের দেখে ভয়ে পিছিয়ে যেত, ভাবত ভিনগ্রহের জীব। প্রায় ১০০ বছর ধরে এই পরিবারটি লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। পরে ১৯৬০-এর দশকে চিকিৎসকরা বিশেষ ওষুধ দিয়ে তাঁদের গায়ের রং স্বাভাবিক করেন।

দু'মাথার জ্যান্ত কুকুর!

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভ্লাদিমির দেমিকভ-এর নাম লেখা আছে এক 'পাগলা বিজ্ঞানী' হিসেবে। ১৯৫৪ সালে রাশিয়ার এই শল্যচিকিৎসক এমন এক পরীক্ষা করেন যা দেখলে গা শিউরে ওঠে। তিনি একটি বড় কুকুরের ঘাড়ে আরেকটি ছোট কুকুরের মাথা ও সামনের পা জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন! এটা কোনও ফোটোশপ বা সিনেমার দৃশ্য নয়। দেমিকভ অস্ত্রোপচার করে রক্তনালিগুলো এমনভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন যে, ছোট কুকুরের মাথাটি বড় কুকুরের শরীরের রক্তেই বেঁচে ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হল, দুটি মাথা আলাদাভাবে খাবার খেতে পারত, এমনকি ছোট মাথাটি বড় মাথাটিকে কামড়ানোর চেষ্টাও করত! কুকুরটি মাত্র ২৯ দিন বেঁচে ছিল। যদিও এই পরীক্ষাটি ছিল চরম নিষ্ঠুর, কিন্তু দেমিকভের এই গবেষণা পরবর্তীকালে মানুষের হার্ট এবং ফুসফুস প্রতিস্থাপনের পথ খুলে দিয়েছিল।

ট্যাংকের ভেতর গুপ্তধন

পুরোনো জিনিস কেনাবেচার শখ অনেকেরই থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ সংগ্রাহক নিক মিড শখের বশে যা পেলেন, তা আরব্য রজনীর গল্পকেও হার মানায়। ইবে (eBay) থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি পুরোনো রাশিয়ান টি-৫৪ ট্যাংক কিনেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখা। কিন্তু মেরামতের সময় ট্যাংকের তেলের ডাম্পে বা ফুয়েল ট্যাংকে কিছু একটা খটখট শব্দ পান। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো পুরোনো মেশিনগান বা অস্ত্র হবে। কিন্তু ঝালাই কেটে ভেতর থেকে যা বেরোল, তাতে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! বেরিয়ে এল চকচকে ৫টি সোনার বার, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা! ধারণা করা হয়, ১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাকি সৈন্যরা কুয়েত থেকে সোনা লুট করে ওই ট্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল। নিক অবশ্য সততার পরিচয় দিয়ে সেই বিপুল সোনা পুলিশের হাতে তুলে দেন। একেই বলে কপাল!

আকাশ থেকে মাংস!

বৃষ্টির জল বা শিলা পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু আকাশ থেকে যদি কাঁচা মাংসের টুকরো পড়ে? ১৮৭৬ সালে আমেরিকার কেন্টাকি রাজ্যের বাথ কাউন্টিতে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল, যা 'কেন্টাকি মিট শাওয়ার' নামে কুখ্যাত। এক পরিষ্কার দুপুরে হঠাৎ আকাশ থেকে গোরুর মাংসের মতো দেখতে লাল মাংসের টুকরো পড়তে শুরু করে। স্থানীয়রা ভয়ে থ হয়ে যান। কয়েকজন সাহসী মানুষ সেই মাংস চেখে দেখেন এবং বলেন এটি হরিণ বা ভেড়ার মাংসের মতো। পরে বিজ্ঞানীরা নমুনা পরীক্ষা করে জানান, এটি আসলে ঘোড়া বা মানুষের ফুসফুস টিস্যু হতে পারে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হল— একদল শকুন আকাশে ওড়ার সময় বমি করেছিল। শকুনরা ভয় পেলে বা বেশি খেয়ে ফেললে ওড়ার সুবিধার্থে বমি করে দেয়। সেই বমিই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে নীচে পড়েছিল। ভাবলে ঘেন্না লাগলেও, এটিই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা।

বন্দে ভারত নিয়ে চিন্তার ভাঁজ মধ্যবিত্তের কপালে

সর্বোচ্চ ভাড়া ১৩ হাজার!

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : দেশের রেল মানচিত্রে বাংলা ও অসমের নাম উজ্জ্বল হল ঠিকই, কিন্তু সেই উজ্জ্বলতা কি সাধারণ যাত্রীর চোখ ধাঁধিয়ে দেবে? দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগামী ১৭ জানুয়ারি দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হতে চলেছে কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে। কিন্তু ভাড়ার তালিকা প্রকাশের পর আনন্দের বদলে মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ। রেলের তরফে যে ভাড়ার কাঠামো সামনে এসেছে, তাতে স্পষ্ট- দেশের এই দ্রুততম স্লিপার ট্রেনটি আদতে 'আমজনতার' নয়, বরং পকেট ভারী এমন 'খাস' যাত্রীদের জন্যই তৈরি।

ট্রেনটিতে চড়তে হলে ন্যূনতম ভাড়াই গুনতে হবে ৯৬০ টাকা। আর বিলাসিতার শিখরে পৌঁছাতে চাইলে অর্থাৎ বাতানুকূল প্রথম শ্রেণির সর্বোচ্চ ভাড়া পৌঁছাতে পারে ১৩ হাজার টাকারও বেশি! যা দিয়ে অনায়াসেই বিমানে যাতায়াত সম্ভব। তবে সাধারণ যাত্রীদের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি লুকিয়ে আছে 'মিনিমাম ফেয়ার' বা ন্যূনতম ভাড়ার নিয়মে। রেল সূত্রে খবর, এই প্রিমিয়াম ট্রেনে আপনি যদি স্বল্প দূরত্বের জন্যও ওঠেন, তবুও রেহাই নেই। নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও যাত্রীকে অন্তত ৪০০ কিলোমিটার পথের ভাড়াই গুনতে হবে। অর্থাৎ, এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাওয়ার দূরত্ব যদি কমও হয়, ভাড়ার মিটারে কিন্তু ৪০০ কিলোমিটারের পয়সাই কাটা হবে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ট্রেন ব্যবহার করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে সাধারণ মানুষের জন্য।

এনজেপি স্টেশনে বন্দে ভারত স্লিপার। -ফাইল চিত্র

রাজধানী এক্সপ্রেসের ভাড়ার চেয়েও এই ট্রেনের ভাড়া অনেকটা বেশি রাখা হয়েছে। গুয়াহাটি থেকে হাওড়া পর্যন্ত এসি থ্রি টিয়ারের ভাড়াই শুরু হচ্ছে ২,৬৮০ টাকার কাছাকাছি থেকে, যা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের নাগালের বাইরে। এসি টু টিয়ারের জন্য প্রায় ৩,৯৬০ টাকা এবং ফার্স্ট ক্লাসের জন্য ৬,৪০৫ টাকার বেশি গুনতে হবে। ডায়নামিক প্রাইসিং বা বিশেষ সুট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক ১৩ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। রেলমন্ত্রক এই ট্রেনটিকে 'ভিআইপি কালচার' মুক্ত বলে দাবি করেছে। জানানো হয়েছে, এই ট্রেনে সাংসদ, বিধায়ক বা রেলের উচ্চপদস্থ কর্তাদের জন্য কোনও 'ভিআইপি কোটা' থাকবে না। অর্থাৎ, সুপারিশের জোরে টিকিট পাওয়ার দিন শেষ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কোটা না থাকলেও আকাশছোঁয়া ভাড়াই তো কার্যত একটি অলিখিত প্রাচীর তৈরি করে দিল। চা শিল্পপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'এমন অস্বাভাবিক ভাড়া হলে তো ট্রেনটিতে ওঠাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। সাধারণ মধ্যবিত্তের কথা মাথায় রাখা উচিত রেলের। অন্যথায় বন্দে ভারত স্লিপার চড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।'

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম চালু করা হয়েছে এই ট্রেনে। সাধারণ মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো এতে কোনও আরএসি বা ওয়েটিং লিস্টের ব্যবস্থা থাকছে না। অর্থাৎ, টিকিট কনফার্ম হলে তবেই যাত্রা, নচেৎ নয়। গাদাগাদি ভিড় এড়াতে এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে রেলের দাবি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'প্রিমিয়াম ট্রেন হওয়াতেই এই প্রথা বা ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট কোনও একটি দিনে ৮২৩টি টিকিট বিক্রি হওয়ার পর নতুন টিকিট ইস্যু হবে না।' কিন্তু উত্তরবঙ্গের মতো জায়গায়, যেখানে চিকিৎসার প্রয়োজনে বা জরুরি কাজে বহু মানুষকে শেষমুহূর্তে কলকাতা ছুটতে হয়, সেখানে ওয়েটিং লিস্টের সুযোগ না থাকাটা ভোগান্তির কারণ হতে পারে। ট্রেনের অন্দরসজ্জা বিমানের মতো। থাকছে সেন্সরযুক্ত দরজা, ভ্যাকুয়াম টয়লেট এবং ঝাঁ চকচকে ইন্টিরিয়র। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, ৪০০ কিমির ভাড়ার বোঝা মাথায় নিয়ে এই রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার সামর্থ্য ক'জন যাত্রীর আছে? উত্তরবঙ্গবাসী দীর্ঘদিন ধরে উন্নত রেল পরিষেবার দাবি জানিয়ে আসছেন। বন্দে ভারত স্লিপার সেই দাবি মেটাল ঠিকই কিন্তু তা সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেল।

মিনি মুম্বই

প্রথম পাতার পর

এনজেপি বা ভক্তিনগর রোডের একাধিক হোটেলও আগে থেকেই ঠিক করা থাকে তাদের। খদ্দেরকে নিয়ে সোজা সেই নির্দিষ্ট হোটেলে ঢোকে তারা। সেখানে ঘরের ভাড়া বাবদ মোটা টাকা জমা পড়ে হোটেলের ক্যাশ বাক্সে। আর মেয়েটি বা তার দালাল পায় তাদের বখরা।

নিয়ম বলে, হোটেলে থাকতে গেলে সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যিক। কিন্তু এনজেপি চত্বরের কিছু হোটেলে সেই নিয়ম শিকেয় তোলা। পকেট ভারী থাকলে আধার বা ভোটার কার্ডের আর দরকার পড়ে না। ঘণ্টা প্রতি ভাড়ার নিয়ম এখানে চালু। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'উড়ো খদ্দের'। রাত ৯টার পর থেকেই এই সব হোটেলের সামনে বাইক আর গাড়ির আনাগোনা বাড়তে থাকে। হোটেল কর্মীদের অভয়বাণী, 'আইডি লাগবে না। পুলিশ কিছু বলবে না। ওসব আমাদের ব্যবস্থা করা আছে।'

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রশাসনের নাকের ডগায় এমন বেআইনি কারবার চললেও কেন কেউ প্রতিবাদ করেন না। উত্তরটা খুব সহজ। ক্ষমতার ভয়। অভিযোগ, এই হোটেল মালিকদের অনেকেই স্থানীয় একটি ক্লাবের প্রভাবশালী সদস্য। কেউ কেউ আবার শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত। ফলে পাড়াপ্রতিবেশী কেউই ঘাঁটানোর সাহস পান না। স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ দাস অবশ্য অকুতোভয়। তিনি বলছেন, 'রাত আটটার পর এই এলাকা দিয়ে পরিবার নিয়ে হাঁটা দায়। বাইক নিয়ে কমবয়সি ছেলেমেয়েরা হোটেলে ঢুকছে। সবাই জানে ভেতরে কী হচ্ছে, কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খোলে না।'

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, একটি চেন হোটেলে এই কারবার দিন-দিন বেড়েই চলেছে। অ্যাপ নির্ভর হোটেলগুলিতে নিয়মকানুনের কোনও তোয়াক্কাই করা হচ্ছে না। শিলিগুড়িতে হোটেলিয়ারদের সংগঠনটিও বারবার এমন অভিযোগ ওঠায় বিরক্ত। ওই সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাফ দাবি, এনজেপির হোটেলগুলি তাঁদের আওতায় পড়ে না।

বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার সম্পা নন্দীর প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। যদিও শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিং কড়া বার্তা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। আমরা বারবার বলছি। এরপরও কেউ আইন না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে, পুলিশের এই হুঁশিয়ারি খাতায়-কলমেই থেকে যাচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। সব মিলিয়ে, এনজেপির রাতগুলো এখন বেশ রঙিন। ট্রেনের চাকা থামলেও, এখানকার হোটেলগুলোতে টাকার চাকা ঘোরে সারারাত। প্রযুক্তির ছোঁয়া যে এভাবে উত্তরবঙ্গের দেহব্যবসায় আমূল পরিবর্তন আনবে, তা কে জানত!

প্রশান্ত-আবেগ উসকে বিমলের পথে অনীত

শেষ যাত্রাতেও রাজনীতির জটিল অঙ্ক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না ঠিকই। কিন্তু পাহাড়ের রাজনীতির বাঁক বদল হয়েছিল তাঁর সৌজন্যে। তিনি প্রশান্ত তামাং। ইন্ডিয়ান আইডল চ্যাম্পিয়ন হলেও বাস্তবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'গোর্খা আইডল'। প্রশান্তকে পুঁজি করেই পাহাড়ের রাজনীতিতে জন্ম নিয়েছিলেন একসময়ের বেতাজ বাদশা বিমল গুরুং। রাজনীতির পাশাখেলায় এখন তিনি অনেকটাই অন্তরালে। পালাবদলের পাহাড়ে সামনের সারিতে এখন নতুন নাম, অনীত থাপা। প্রশান্তের শেষযাত্রায় বিমল উপস্থিত থাকলেও সব রাশ থাকল অনীতের হাতেই। যেন প্রশান্ত-আবেগকে পুঁজি করেই ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের জমি তৈরি করতে চাইলেন তিনি। ঠিক যেন বিমলের কায়দাতেই।

প্রশান্ত ইন্ডিয়ান আইডলের ফাইনালে না পৌঁছালে হয়তো বিমল গুরুংয়ের পক্ষে এভাবে পাহাড়ের রাজনীতির দখল নেওয়া সম্ভব হত না। ২০০৭ সালে ওই রিয়েলিটি শোয়ের সিজন-থ্রিতে সুযোগ পান কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত দার্জিলিংয়ের গোর্খা সন্তান। দেশজোড়া খ্যাতির হাতছানি থাকায় তাঁকে চ্যাম্পিয়ন করতে ময়দানে নামেন তৎকালীন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের (ডিজিএইচসি) কাউন্সিলার সুবাস ঘিসিংয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা বিমল। তাঁর উদ্যোগে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ গোর্খা জনজাতির মানুষ মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে ভোট দিয়ে প্রশান্তকে জিতিয়েছিলেন।

এই আয়োজনে নেতৃত্ব দিয়ে বিমল পাহাড়ে প্রচারের আলোয় আসেন এবং প্রশান্ত চ্যাম্পিয়ন হতেই তিনি প্রচারের অভিমুখ গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলনের দিকে ঘুরিয়ে দেন। ২০০৭ সাল থেকে পাহাড়ের রাজনীতির রাশ হাতে তুলে নেওয়া সেই বিমল বর্তমানে ঢাল-তলোয়ারহীন। পাহাড়ে তাঁর পায়ের তলার মাটি প্রায় পুরোটাই আলগা।

প্রশান্ত তামাংয়ের স্ত্রীকে সমবেদনা অনীত থাপার। বাগডোগরায় সোমবার।

আচমকা প্রশান্তের মৃত্যু পাহাড়ের রাজনীতিকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। অনীত গোর্খা আবেগকে কাজে লাগাতেই শেষ মুহূর্তে প্রশান্তের মরদেহ দার্জিলিংয়ের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য তৎপর হন। রবিবার দুপুর পর্যন্ত পরিবারের লোকজন এব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলেননি, বরং দু'-তিনজন দিল্লি রওনা দিয়েছিলেন। ঠিক তখনই আসরে নামেন জিটিএ প্রধান। অনীতের উদ্যোগে প্রশান্তের মরদেহ ফিরল পাহাড়ে। প্রশান্তের জ্যাঠতুতো দাদা আদিত্য তামাংও স্বীকার করে নেন, 'ভাইয়ের কফিনবন্দি দেহ আমাদের গ্রামের বাড়িতে আসবে ভাবতে পারিনি। অনীত থাপাদের উদ্যোগে দার্জিলিংয়ের সন্তানের সৎকার এখানেই হচ্ছে।'

যদিও জিটিএ চিফের দাবি, 'প্রশান্ত আমাদের ঘরের ছেলে। দিল্লিতে ওর মৃত্যুর খবর পেয়েই আমরা দেহ পাহাড়ে গ্রামের বাড়িতে আনার সিদ্ধান্ত নিই। জিটিএ'র তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রচেষ্টায় পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি কফিন নিয়ে আসার জন্য বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়।'

অনীতের এই উদ্যোগের পেছনেও রাজনীতির সূক্ষ্ম অঙ্ক রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করলেও অনীতের সাফ কথা, 'পাহাড়ের মানুষ প্রশান্তকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন, এটাই বড় কথা। কোনও রাজনীতি নেই।'

সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় প্রশান্তের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে উড়ান বাগডোগরার মাটি ছোঁয়ার কথা থাকলেও সাতসকালেই ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সুপ্রিমো বিমানবন্দরে পৌঁছে যান। সেখানে শ্রদ্ধা জানিয়ে কনভয়ের সঙ্গেই কার্সিয়াং পর্যন্ত যান। অনীতের ভূমিকায় সন্তুষ্ট প্রশান্তের পরিবারও।

ম্যালে অন্যদের সঙ্গেই 'আইডল'-কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন মোর্চা প্রধান বিমল গুরুং। প্রশান্তকে চ্যাম্পিয়ন করাতে বিমল যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেসময় অনীত তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। আজ দুজনের রাজনৈতিক পথ আলাদা হলেও প্রশান্তের মৃত্যুতে দুজনেই শোকস্তব্ধ। বিমল অবশ্য এদিন কোনও রাজনৈতিক কচকচানি করেননি। বরং বারবার বলেছেন, 'গোর্খা জনজাতিকে একত্রিত করতে প্রশান্তের ভূমিকা পাহাড়বাসী চিরদিন মনে রাখবে।'

দার্জিলিংয়ের এক সাধারণ পরিবারের সন্তান যেভাবে রিয়েলিটি শো-য়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের সামনে গোর্খা জাতিসত্তাকে তুলে ধরেছিলেন, তা পাহাড়বাসী আজও স্মরণে রেখেছেন। সেই আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিমলের দেখানো পথেই অনীত নির্বাচনের আগে নিজের জমি শক্ত করলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্তিম যাত্রা প্রশান্তের

প্রথম পাতার পর

কান্না নেই, হাসি নেই। মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক পরিণতি বোঝার বয়স তার হয়নি। সাংসদ বলছিলেন, 'প্রশান্তের মতো বিরাট মাপের শিল্পীর মৃত্যু মানে অপূরণীয় ক্ষতি। ও যুবসমাজের প্রেরণা ছিল। খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে। দেড় কোটি গোর্খা সমাজের আইডল হয়ে উঠেছিল।' নীরজের বক্তব্য, 'ভারতীয় সংগীত জগতের বড় ক্ষতি।'

বাগডোগরা থেকে শুরু হয় অন্তিম যাত্রা। কনভয় যখন সুকনা, রংটং পেরিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরল, তখন রাস্তার দু'ধারে মানুষের ঢল। চুনাভাটি, তিনধারিয়া, গয়াবাড়ি, কার্সিয়াং- প্রতিটি জনপদের মানুষ অপেক্ষা করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কারও হাতে ফুলের তোড়া, কারও হাতে পবিত্র খাদা। যে প্রশান্ত একসময় পাহাড়কে একসুরে বেঁধেছিলেন, আজ তাঁর কফিনবন্দি দেহ দেখতে ফের এক হল পাহাড়। এই দৃশ্য বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল জুবিন গর্গের শেষযাত্রার কথা। দুপুর দেড়টা নাগাদ কনভয় পৌঁছায় দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায়। ম্যাল তখন লোকারণ্য। শিল্পী, সাহিত্যিক থেকে সাধারণ মানুষ- সকলেই 'আইডল'কে শেষবারের মতো দেখার অপেক্ষায়। নৃত্যশিল্পী পন্নু গজমের বললেন, 'আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। প্রশান্ত শুধুমাত্র একজন শিল্পী নয়, মানুষ হিসেবেও খুব ভালো ছিলেন।'

বিকেলের আলো পড়ে আসার আগেই ম্যাল থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় প্রয়াত শিল্পীর তুংসুংয়ের বাড়িতে। মঙ্গলবার শেষকৃত্য হবে তাঁর।

তথ্য সহায়তা : রণজিৎ ঘোষ ও খোকন সাহা

মেধাতালিকা

প্রথম পাতার পর

তা হয়নি। এতে চাকরিপ্রার্থীরা অসন্তুষ্ট। তাঁদের প্রশ্ন, কেন বারবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ করা হচ্ছে না? চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের কথায়, 'একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ শেষের বার্তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু নবম-দশম ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ নিয়ে এত ঢিলেমির কারণ কী? সামনে বিধানসভা নির্বাচন। শীঘ্র পদক্ষেপ না করলে প্রক্রিয়ায় আরও বিলম্ব হতে পারে।'

চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের দুশ্চিন্তা, 'অগাস্ট পর্যন্ত শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষাকর্মীদের তো নেই। আমাদের জন্য আগে ভাবা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের নিয়ে কোনও স্পষ্ট বার্তা নেই!' এসএসসি সূত্রে খবর, একাদশ-দ্বাদশ স্তরে নতুন করে ৪৯ জন প্রার্থীর ইন্টারভিউ নিতে হওয়ায় প্রক্রিয়া শেষ করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। সরস্বতীপুজো সহ অন্যান্য ছুটি থাকায় চলতি মাসের ২২ জানুয়ারি থেকে কিছুদিন সরকারি কাজ স্থগিত থাকবে। বিষয়ভিত্তিক, মাধ্যম ও সংরক্ষণভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি। ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে পারে কাউন্সেলিং। তারপর সাতদিনের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের হাতে সুপারিশপত্র তুলে দেওয়া হবে। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে ২৩২১২টি শূন্যপদের জন্য ৪০ হাজারেরও বেশি প্রার্থী ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছেন বলে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সাবধানে করতে চায় শিক্ষা দপ্তর। অন্যদিকে, ১৫ জানুয়ারি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে চাকরিহারা ও চাকরিজীবী ঐক্যমঞ্চ। শিবপুর থানার মাধ্যমে সোমবার ওই সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার দাবি জানিয়েছে। ওই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

নরমাংস

প্রথম পাতার পর

তদন্তে কী পাওয়া গিয়েছে তা পাঠক ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন। ধৃতকে সোমবার দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠান।

ধৃত তরুণ মানসিকভাবে অসুস্থ কি না তা তদন্তকারীদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে নেশাগ্রস্তদের কাছে বিষয়টি অস্বাভাবিক নয় বলেই এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিরঞ্জীব রায় জানাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'হয়তো নেশার খপ্পরে পড়ে ওই তরুণ নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। নরমাংস খাওয়ার বিষয়টি হয়তো কোনওভাবে তাঁর মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছিল। নেশার ঘোরে পরে হয়তো তিনি ওই বিষয়টিকেই বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণ গত নভেম্বরে নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে মুক্তি পান। কিন্তু তারপরও নেশা ছাড়তে পারেননি। তবে খুনের ঘটনার দিনই তিনি ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে ফিরে গিয়েছিলেন। এদিকে, খুনের ঘটনার পর থেকেই এনিয়ে ভোনাথপুর এলাকায় জোর চর্চা চলছিল। পরে এর সঙ্গে নরমাংস ভক্ষণের বিষয়টি জুড়ে যাওয়ায় তা আরও বেশি করে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। আমরা ধৃতের কড়া শাস্তি চাই।'

স্বামীজি স্মরণে

কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : সোমবার কিশনগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। গায়ত্রী পরিবার ট্রাস্ট, এবিভিপি ও ডুমুরিয়ার রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, নেপালগড় কলোনি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই দিনটি পালন করে। ডুমুরিয়ার রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমে বিশেষ পুজো ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। গায়ত্রী পরিবার ট্রাস্টের তরফে তিনদিনব্যাপী চিকিৎসা শিবির ও ওষুধ বিতরণ শুরু হয়েছে।

উদ্বোধন

কিশনগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : ১৪৬ বছরে পা দিয়েছে কিশনগঞ্জের শতাব্দীপ্রাচীন খাগড়ামেলা। সোমবার জেলা শাসক বিশাল রাজ ও নতুন পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার যৌথভাবে ওই মেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় বিভিন্ন মনিহারি দোকান, নাগরদোলা, নানা রকম খাবারদাবারের দোকান বসেছে। মোগল আমলের শেষ দিকে ও ব্রিটিশ শাসনের সূচনা লগ্নে খাগড়ার নবাব আতা হোসেন মির্জা এই মেলা শুরু করেন।

ছেলে নেই

প্রথম পাতার পর

দীনেশ অবশ্য সন্ধ্যা নাগাদ অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি পনেরো বছর আগে বাংলাদেশের নীলমাফারি থেকে এসেছি ভারতে। ওখানে অত্যাচারের ভয়ে চার পরিবার একসঙ্গে এপার বাংলায় এসেছিলাম। বর্তমানে আমি ও আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে আর এক ছেলে রয়েছে। আমার আসল মা-বাবার না, ননীবালা ও নবানু বর্মন।'

দীনেশ এও বললেন, 'মন্টুবাবুদের আমি জমি কিনতে সাহায্য করেছিলাম। পালটা ওঁরা আমাকে নিজেদের ভোটার কার্ড দেন আমার ভোটার কার্ড বানাতে। এখন যদি তালিকা থেকে আমার নাম বাদ যায়, তাহলে কিছু করার নেই।' এব্যাপারে পরে ফের বিএলও-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি আমতা আমতা করে জবাব দেন, 'সবকিছু হেয়ারিংয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।' ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ দীনেশ ও তাঁর পরিবারকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে।

অভিযুক্ত জানিয়েছেন, ওপার বাংলা থেকে এসে প্রথমে তিনি শিলিগুড়ি পৌঁছান। তারপর এক পরিচিত তাঁর আসল বাবা-মায়ের নামে আধার কার্ড বানিয়ে দিয়েছিল। সেই নথি নাকি এখনও তাঁর কাছে আছে। এরপর খোলাচাঁদ ফাঁপড়িতে থাকতে শুরু করেন। মন্টুরা ভোটার ও আধার কার্ড দিয়ে তাঁকে ভোটার কার্ড বানাতে সাহায্য করেন। এরপর তাঁর কার্ড দিয়েই পরিবারের অন্য সদস্যের নথি বানান।

অপ্রাপ্তির ভারে চাপে শাসক

প্রথম পাতার পর

মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রটি গঠিত। শাসকদলের দখলে থাকা এই কেন্দ্রটি গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির সুশীল বর্মন ছিনিয়ে নেন। ২০১১ সাল থেকে পরপর দু'বার এই কেন্দ্র থেকে ভোটে জিতেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। ২০১৩ সালে থেকে তিনি বনমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলিয়েছেন। এলাকায় তাঁর ভালো প্রভাব থাকলেও ২০২১ সালের নির্বাচনে দলের একাংশের 'কলকাঠিতে' তাঁকে মাথাভাঙ্গার পরিবর্তে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের টিকিট দেওয়া হয়। ফলে যা হওয়ার তাই-ই হয়। মাথাভাঙ্গা ও কোচবিহার উত্তর, দুটি কেন্দ্রেই ভরাডুবি হয় ঘাসফুলের। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে নতুন করে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন বিনয়রা। তিনি মাথাভাঙ্গা থেকে টিকিট পাওয়ার দাবিদারের মধ্যে অন্যতম। আবার তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন গত নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা থেকে লড়েছিলেন। এছাড়াও মাথাভাঙ্গায় সাবলু বর্মন, কমলেশ বর্মন, স্বপন বর্মন, বিশ্বজিৎ রায়দের অনেকেই নিজেদের মতো করে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। তৃণমূলের অন্দরে একটি কথা বেশ শোনা যায়। 'এই দলে সবাই নেতা।' মাথাভাঙ্গা ঘুরলে প্রবাদটি সত্যতা পাওয়া যায়। বিধানসভা এলাকাজুড়ে তৃণমূলের নেতার অভাব নেই। স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠীকোন্দলের চোরাস্রোত থেকেই যায়। যা তৃণমূলের কাছে বড্ড অস্বস্তির।

কোচবিহার জেলায় যে এলাকাগুলিতে বিজেপির ঘাঁটি শক্ত বলে পরিচিত সেগুলির মধ্যে অন্যতম মাথাভাঙ্গা। এখানে ২৭৬টি বুথ রয়েছে। প্রতিটিতেই বুথ কমিটি সক্রিয় বলে পদ্মশিবিরের দাবি। গত বিধানসভা ভোটে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ১০টির মধ্যে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয় বিজেপি। যদিও শেষ পর্যন্ত বড় শৌলমারি বাদ দিয়ে বাকিগুলি ধরে রাখতে পারেনি। সেগুলি তৃণমূলের দখলে যায়। পঞ্চায়েত সমিতির ৩০টি আসনের মধ্যে ১৩টি বিজেপির দখলে গিয়েছিল। ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে জেলাজুড়ে পদ্ম চাষ বেহাল হলেও মাথাভাঙ্গায় তারা একচেটিয়াভাবে ভালো ফল করেছিল।

এলাকায় ঘুরলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, বিজেপির বড় অংশের ভোট ব্যাংক থাকলেও সাংগঠনিক দুর্বলতাই এখানে বড় সমস্যা। বিজেপির বড় কোনও আন্দোলন নেই। বিধায়ক সুশীল বর্মনও উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করতে পারেননি। ফলে নির্বাচনের আগে ভোট ব্যাংককে চাঙ্গা করতে হিমসিম খেতে হতে পারে পদ্মশিবিরকে।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শালটিয়া নদীর উপর ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জয়েস্ট ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। প্রেমেরডাঙ্গার ঝাউগুড়িতে বগা মইশালের ঘাটে জয়েস্ট ব্রিজ হয়েছে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে। ঘোকসাডাঙ্গা কলেজে এক কোটি টাকা ব্যয়ে অডিটোরিয়াম তৈরি করা হয়।

নিশিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ৩০ বেডের গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। তবুও মাথাভাঙ্গায় অনুন্নয়নের ছোঁয়া স্পষ্ট। ফুলবাড়ি ও গিলাডাঙ্গার মাঝে মানসাই নদীতে তপসিতলা ঘাটে সেতু তৈরির দাবি বহুদিনের। মাথাভাঙ্গা শহরের সঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকার সংযোগকারী এই জায়গায় এখনও সেতু তৈরি করতে পারল না কেউ। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী, পদ্মশিবিরের বিধায়কও ব্যর্থ। মধুপুর ও প্রেমেরডাঙ্গার মাঝে তোর্যায় সেতু তৈরি হলে মাথাভাঙ্গার সঙ্গে কোচবিহার শহরের দূরত্ব অন্তত ১৩ কিলোমিটার কমে যাবে। মাথাভাঙ্গা থেকে ফুলবাড়িতে যাওয়ার পথে ডুডুয়া নদীর উপরেও সেতুর দাবি রয়েছে। মাথাভাঙ্গা বাজারের অবস্থাও শোচনীয়। এগুলি নিয়ে মাথাব্যথা নেই নেতাদের। নিশিগঞ্জ কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এলাকার একটি বড় ইস্যু। যা ব্যাকফুটে ফেলেছে শাসকদলকে। এই এলাকায় প্রচুর বড় নদী থাকায় ভাঙনের সমস্যায় ভুগতে হয় বাসিন্দাদের। কিন্তু পর্যাপ্ত বাঁধের দেখা নেই।

কোচবিহারের মাটিতে বিমান নামা প্রায় বন্ধই। তবে নির্বাচনের আগে হেলিকপ্টারের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। হেলিকপ্টারের পাখার ঝাপটায় অনেক খড়-কুটো উড়ে যেতে দেখা যায়। সেই সঙ্গে ভেসে যায় নিশিগঞ্জ কলেজ, মুজনাইয়ের বাঁধ, ডুডুয়ার সেতু তৈরির দাবিও।

ভোট আসছে। আবার হয়তো নেতাদের কাছ থেকে ভূরিভূরি আশ্বাস মিলবে। কিন্তু সেই আশ্বাসের সমাধান কোথায় তা কে জানে!

এখন যোগীর গলার কাঁটা

প্রথম পাতার পর

এমন সব কেন্দ্র আছে, যেখানে বিজেপি ৫ হাজার থেকে কুড়ি হাজারে জিতেছিল, সেখানে লাখখানেক নাম কাটা গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুসলিম বহুল জেলাগুলোয় ১৩ থেকে ২০ পার্সেন্ট ভোটারের নাম কাটা পড়েছে। সবথেকে বেশি সম্ভল জেলায়, ২০.২৯ পার্সেন্ট, আলিগড়ে ১৮.৬০, মুজফফরনগরে ১৬.২৯ ও মউ কেন্দ্রে ১৭.৫২ পার্সেন্ট। উত্তরপ্রদেশে এখন বিজেপির কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উধাও ভোটারদের খুঁজে বের করা। নাম তোলার জন্য গাদা গাদা ৬ নম্বর ফর্ম বিলি করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, এই কাজের কতটা কী হল, প্রতিদিন তার রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠাতে হবে। আগামী ১৭ জানুয়ারি বৈঠকে বসে ক্ষয়ক্ষতির হিসেবনিকেশ করা হবে। এসআইআর-এ নাম কাটা নিয়ে বিজেপির এই কপাল চাপড়ানোর কারণ একটা রাজনৈতিক অঙ্ক থেকে বোঝা যায়। যেসব কেন্দ্রে খুব কম ফারাকে জিতেছিল পদ্মফুল, সেসব কেন্দ্রে বাদ পড়া বিপুল সংখ্যক ভোটারের অধিকাংশ হিন্দু। সম্ভাব্য বিজেপি সমর্থকও বটে। নমুনা হিসেবে বারাবাঁকির রামনগর কেন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে। ২০২২ সালের ভোটে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী জিতেছিলেন মাত্র ২৬১ ভোটে। সেখানে নাম নেই ৫৪ হাজারের বেশি। কুর্সি সিটে বিজেপি জিতেছিল ২১৭ ভোটে। সেখানে উধাও ৪৭ হাজার ভোটার। বিজনৌরের ধামপুরে ব্যবধান ছিল ২০৩ ভোটের। সেখানে নাম বাদ গিয়েছে ৪৭ হাজারের।

ফলে এবার যে সব হিসেব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, তা বোঝা কঠিন নয়। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস কোনও হিসেবে আসে না। তেমনই আসে না তাদের প্রতিক্রিয়া। সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব মনে করছেন, কোনও না কোনও ষড়যন্ত্র চলছে। গোটা এসআইআরটা হচ্ছে পিডিএ-কে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত। পিডিএ মানে হল পিছড়া, দলিত এবং সংখ্যালঘু। একেবারে ছক কষে তাদের ভোট কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যে পঞ্চায়েতের ভোটার লিস্ট তৈরি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা বিধানসভার ভোটের তালিকা থেকে বেশি। একই বিএলও দু'রকমের তালিকা তৈরি করেন কীভাবে- প্রশ্ন অখিলেশের। বিধানসভায় যেখানে মোট ভোটার ১২ কোটি ৫৬ লাখ, সেখানে পঞ্চায়েতের লিস্টে ১২ কোটি ৬৯ লাখ হয় কী করে?

নেটিজেনদের কটাক্ষই অনুপ্রেরণা রানার!

বিরাট ‘ধারাবাহিক’ কোহলি : ইরফান

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙিয়ে খাচ্ছেন! হেডকোচের গুডবুকে থাকার সুবাদেই নাকি ভারতীয় দলে কার্যত ‘অটোমেটিক চয়েস’! ভারতীয় দলে অভিষেকের পর থেকেই সমাজমাধ্যমে এই রকম হাজারো কটাক্ষ শুনতে হয়েছে হর্ষিত রানাকে। রেহাই পাননি প্রাক্তনদের সমালোচনা থেকেও।

হর্ষিতের যদিও থোড়াই কেয়ার! বরং সমাজমাধ্যমে কটাক্ষই নাকি তাঁর ভালো খেলার অনুপ্রেরণা! এমনই দাবি কলকাতা নাইট রাইডার্সে হর্ষিতের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের। আইপিএলের সময় হর্ষিতের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে পারফরমেন্স নিয়ে আলোচনা করেছেন। তখন হর্ষিত নিজেই রাহানেকে এই কথা জানান।

এক সাক্ষাৎকারে রাহানে বলেছেন, ‘মানুষ ওকে নিয়ে অনেক নেতিবাচক কথাবার্তা বলে। আদপে যা হর্ষিতকে অনুপ্রাণিত করে! ওর কথায়, ‘সমালোচকদের মন্তব্যগুলি সবই দেখি। দেখি ওঁরা আমাকে নিয়ে কী লিখেছেন। আসলে যাঁরা এই সব বলেন, তাঁরা জানেনই না আমি বোলিং নিয়ে কীভাবে পরিশ্রম করি, ঘাম ঝরাই।’ এই ধরনের সমালোচনাকে তাই গুরুত্ব দেয় না হর্ষিত। বরং জবাব দেওয়ার তাগিদ খুঁজে পায়।’

সমালোচকদের জবাব দিতে বল হোক কিংবা ব্যাট, চেষ্টা জারি হর্ষিতের। গতকাল সিরিজের প্রথম ওডিআই ম্যাচে লোয়ার অর্ডারে নেমে ২৩ বলে ২৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। তার আগে বোলিংয়ে নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনারকে আউট করা।

আকাশ চোপড়া আবার মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে তুলনা টানছেন লোকেশ রাহুলের। গতকাল প্রথম ওডিআইয়ে বিরাট কোহলির আউটের পর ধস নামে। লোকেশ ধৈর্য হারাননি। ঝুঁকিহীন শটে খুচরো রানে ইনিংসকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। শেষে কড়া প্রহারে বৈতরণি পার। আকাশ বলেছেন, ‘প্রথম ওডিআইয়ে লোকেশের ব্যাটিং পরিকল্পনা বেশ আকর্ষণীয়। ওকে আগ্রাসী ব্যাটার হিসেবে চিনি। কিন্তু হর্ষিত ও চোট পাওয়া সুন্দরকে নিয়ে ব্যাটিংয়ের সময় অন্যরকম লোকেশকে দেখলাম। শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করে হাত খুলল। এই বৈচিত্র্যটা ওর ব্যাটিংয়ের বিশেষত্ব। মাহির মতো চাপ সামলে যেভাবে ফিনিশ করল, কুর্নিশ প্রাপ্য।’

ইরফান পাঠান আবার মজে কোহলির ধারাবাহিকতায়। বিজয় হাজারের জোড়া ম্যাচ সহ ওডিআইয়ে টানা সাত ম্যাচে পঞ্চাশ প্লাস স্কোর (৯৩, ৭৭, ১৩১, ৬৫, ১০২, ১৩৫, ৭৪)। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গতকাল ৯১ বলে ৯৩ রানের ইনিংসে ম্যাচের সেরা। ইরফান বলেছেন, ‘বিরাট যেভাবে ব্যাটিং করছে, ওকে ‘বিরাট ধারাবাহিক কোহলি’ বলে ডাকা উচিত। শেষ সাত ম্যাচে তিনটি সেঞ্চুরি, চারটি হাফ সেঞ্চুরি! গতকাল অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া। আন্তর্জাতিক ২৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রেখেছে। সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার। সবকিছুর জন্য প্রশংসা প্রাপ্য কোহলির।’

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য রাজকোটে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। সোমবার।

২৩ বলে ২৯ রানের ইনিংসে রবিবার ভারতের জয়ের রাস্তা সহজ করে দেন হর্ষিত রানা।

অলরাউন্ডার প্রমাণে মরিয়া হর্ষিত

রাজকোট, ১২ জানুয়ারি : তাঁকে নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক রয়েছে। তিনি কেন ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই টিম ইন্ডিয়ায় নিয়মিত, সেই প্রশ্ন আগেই উঠেছিল। এখনও সেই প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

কিন্তু তার মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের আশীর্বাদ ধন্য হর্ষিত রানার ভাবনা, আগামীর পরিকল্পনা ভিন্নখাতে বইছে। টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর। যার প্রমাণ মিলেছে গতরাতে ভদোদরার বিসিএ স্টেডিয়ামে। কঠিন সময়ে প্রবল চাপ সামলে ২৩ বলে ২৯ রানের একটি ইনিংস খেলেছিলেন হর্ষিত। তাঁর ইনিংস একদিকে লোকেশ রাহুলের উপর যেমন চাপ কমিয়ে দিয়েছিল। তেমনই টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ জয়ের পথও তৈরি করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উইকেটে থেকে হর্ষিত দলকে জেতাতে না পারলেও বিরাট কোহলি আউট হওয়ার পর জয়ের রাস্তা দেখিয়েছিলেন তিনিই।

এহেন অলরাউন্ডার হর্ষিতকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট মহল আগামীর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। শেষ পর্যন্ত হর্ষিত কতটা প্রত্যাশাপূরণ করতে পারবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গতরাতে ভদোদরায় টিম ইন্ডিয়ার রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে হর্ষিত বলেছেন, ‘টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশ মেনে নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরতে চাই আমি। নেটে বোলিংয়ের পাশে নিয়মিত ব্যাটিংও করি। সাত বা আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অন্তত ৩০-৪০ রান করার মতো আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেটাই করেছি।’

রাজকোট পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

> টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশ মেনে নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরতে চাই আমি। নেটে বোলিংয়ের পাশে নিয়মিত ব্যাটিংও করি। সাত বা আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অন্তত ৩০-৪০ রান করার মতো আত্মবিশ্বাস রয়েছে আমার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেটাই করেছি।
>
> -হর্ষিত রানা

কোহলি গতকালের ম্যাচে যতটা সময় ব্যাট হাতে বাইশ গজে ছিলেন, একবারও মনে হয়নি টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ জয় কঠিন হয়ে যাবে। সেই কথাই শোনা গিয়েছে হর্ষিতের কথাতেও। টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ‘বিরাটভাই যখন ব্যাট করছিল, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের জয় সময়ের অপেক্ষা। পরে আচমকাই ছবিটা বদলে যায়। আমি কেএলের সঙ্গে জুটি গড়ে চাপ কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। ভালো লাগছে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে। আসলে ক্রিকেট এমনই অনিশ্চয়তার খেলা যে, কখন কী হতে পারে, বলা কঠিন।’ এদিকে, গতরাতে ভদোদরায় একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে আজ ভারতীয় দল বুধবারের দ্বিতীয় ম্যাচের লক্ষ্যে রাজকোট পৌঁছে গিয়েছে। একই বিমানে নিউজিল্যান্ড দলও ভদোদরা থেকে রাজকোট পৌঁছে গিয়েছে। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার নিরঞ্জন শা ক্রিকেট মাঠে মঙ্গলবার দুই দলেরই অনুশীলন রয়েছে। রাজকোটে আজই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আয়ুষ বাদোনি। প্রথম একদিনের ম্যাচে চোট পেয়ে ওয়াশিংটন সুন্দর ছিটকে গিয়েছেন সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ থেকে। তাঁর বদলি হিসেবে আয়ুষকে ভারতীয় স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে।

আট গোল বায়ার্নের

মিউনিখ, ১২ জানুয়ারি : জোড়া আত্মঘাতী গোল। বুন্দেশলিগায় ওলফসবার্গের বিরুদ্ধে ৮-১ ব্যবধানে জয় বায়ার্ন মিউনিখের।

ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে বোঝার উপায় ছিল না দ্বিতীয়ার্ধে কী হতে চলেছে। ৫ মিনিটে প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। গোল শোধ করতেও বেশি সময় নেয়নি ওলফসবার্গ। ১৩ মিনিটে সমতা ফেরায় তারা। এরপর ৩০ মিনিটে লুইস দিয়াজের করা গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধে মাঠ ছাড়ে বায়ার্ন।

বিরতির পরই শুরু গোল উৎসব। এই পর্বে জোড়া গোল করেন মিখায়েল ওলিসে (৫০, ৭৬)। এছাড়াও স্কোরশিটে নাম তোলেন বায়ার্নের রাফায়েল গুয়েরেইরো (৬৮), হ্যারি কেন (৬৯) ও লিওন গোরেৎজকা (৮৮)। দ্বিতীয়ার্ধেও মিউনিখের ক্লাবটির পক্ষে একটি গোল ওলফসবার্গের আত্মঘাতী।

স্টোকস ব্রিগেডের অপেক্ষায় ‘কার্ফিউ’

লন্ডন, ১২ জানুয়ারি : জাতীয় দলে শৃঙ্খলা আনতে কড়া পদক্ষেপের ভাবনা ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের। অ্যাসেজে ইংরেজ খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত মদ্যপান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে ক্রিকেটারদের ক্লিনচিট দিলেও বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারছে না সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড।

শৃঙ্খলায় জোর ইসিবি-র

বিতর্ক ও বাইশ গজে ভরাডুবি আটকাতে বিশেষত বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের শৃঙ্খলায় মুড়ে ফেলতে চাইছে ইসিবি। অঘোষিত ‘কার্ফিউ’ জারি হচ্ছে বেন স্টোকস, জো রুট, হ্যারি ব্রুকদের ওপর। ইসিবি-র এক শীর্ষ আধিকারিকের মতে, ক্রিকেটারদের আচরণে নিয়ন্ত্রণ আনতে একগুচ্ছ নয়া নির্দেশিকা, বিধিনিষেধ জারির পথে ইসিবি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝে লম্বা বিরতি। সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচের আগে মানসিক চাপ কমাতে ক্রিকেটারদের ছুটি দেন কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। আর সেই ছুটিতেই হ্যারি ব্রুকরা ক্যাসিনোতে ঢুঁ মারেন। অস্ট্রেলিয়ার বিচে কাটানোর ফাঁকে মদ্যপানে ডুবে ছিলেন কয়েকজন। সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে হারের পর বিতর্ক তৈরি হয়। ভবিষ্যতে এহেন পরিস্থিতি এড়াতেই ইসিবি-র ‘কার্ফিউ’ জারির ভাবনা। সফররত দলের গতিবিধির ওপর কড়া নজরদারি রাখায় জোর।

অতীতে ২০১৭-’১৮ অ্যাসেজে নাইট ক্লাব বিতর্কের পর একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। নতুন বছরে ইংল্যান্ডের পরবর্তী সফর শ্রীলঙ্কায়। ২২ জানুয়ারি শুরু যে সফরে তিনটি ওডিআই এবং সমসংখ্যক টি২০ খেলবেন বেন স্টোকসরা। তারপর বিশ্বকাপ অভিযানে নেমে পড়া। ইসিবি সূত্রের খবর, শ্রীলঙ্কা সফর থেকেই দলকে শৃঙ্খলায় বাঁধতে বিধিনিষেধ জারি হতে চলেছে।

রহস্য ফাঁস কোচ শরণদীপের

প্রতিদিন ৭ ওভারেই জাতীয় দলে ‘ডাক’ বাদোনির!

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : সবে প্র্যাকটিস সেশন শেষ করেছেন।

ক্রিকেট কিটস গুছিয়ে টিম হোটেলে ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তখনই ফোনে বার্তা, যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন। প্রথমবার ভারতীয় ক্রিকেট দলে ডাক। ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্ত হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি পরার সুযোগ। দিল্লির হেডকোচ শরণদীপ সিংয়ের কাছ থেকেই খবরটা পান আয়ুষ বাদোনি।

হঠাৎ সুযোগ। কোচের মতো অবাক বাদোনিও। তারপর ছাত্রকে জড়িয়ে ধরে আবেগে ভেসে যাওয়া। রবিবার ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে চোট পান স্পিন-অলরাউন্ডার। পাঁজরের চোটে পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে যান সুন্দর। শূন্যস্থান পূরণে তড়িঘড়ি বাদোনিকে ডাকার সিদ্ধান্ত নেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি।

ঋষভ পন্থ প্র্যাকটিসে চোট পেয়ে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন। এবার সুন্দর। দেরি না করে সুন্দরের পরিবর্ত হিসেবে রাতারাতি বাদোনিকে ডাক। ছাত্রের যে প্রাপ্তিতে খুশিতে ভাসা দিল্লির কোচ শরণদীপ শোনালেন, বাদোনির অলরাউন্ডার হয়ে ওঠার অন্যরকম কাহিনী। মূলত ব্যাটার। বিরাটকে আদর্শ করে পথচলা শুরু। পরে কোচের কথায়, বোলিংয়ে জোর।

প্রতিদিন নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিংয়ের পর বাদোনির কোটা ৭ ওভার বোলিং। মাঠ ছাড়ার আগে ৪২ বলের অনুশীলনে অফব্রেকে শান দেওয়া। প্রাক্তন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার শরণদীপ বলেছেন, ‘গতবছর বাদোনিকে বলেছিলাম, ও খুব ভালো ব্যাটার। তবে বোলিংও করা উচিত। ব্যাটিং সেশনের পর প্রতিদিন অন্তত সাত ওভার বোলিং করতে বলেছিলাম। বিনা দ্বিধায় চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল। কম সে কম ৭ ওভার, কখনও তার চেয়েও বেশি। প্রচুর খেটেছে অফস্পিনে উন্নতি ঘটাতে।’

ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে ভারতীয় দলে ডাক পেলেন দিল্লির আয়ুষ বাদোনি।

শরণদীপের কথায়, ‘স্বভাবতই খুশি ও। আমিও। এই সুযোগ প্রাপ্য ছিল। অসম্ভব পরিশ্রম করেছে। বেশিরভাগ মানুষ ব্যাটার হিসেবে ওকে চেনে। যে অনায়াসে গ্যালারিতে বল ফেলতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে আয়ুষ দুর্দান্ত অফস্পিনারও। অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই যা অর্জন করেছে। ওকে বলেছিলাম, ভারতীয় দলে পা রাখার দাবিকে শক্তিশালী করতে হলে নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি। অফস্পিনের সুবাদে সেই দাবিটাই পূরণ করেছে আয়ুষ। হাতে ক্যারম বল রয়েছে। আর্ম বলও বেশ কার্যকর। সব মিলিয়ে স্মার্ট ক্রিকেটার।’

লিডারশিপ কোয়ালিটি নিয়েও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন শরণদীপ। অতীতে দিল্লির অধিনায়কত্ব সামলেছেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ঋষভের ডেপুটি ছিলেন। বিজয় হাজারেতে সাজঘরে উপস্থিত বিরাট কোহলির থেকেও মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছেন। বিরাটও তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন সবার সঙ্গে। এবার আয়ুষের সামনে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ আরও বড় মঞ্চে, জাতীয় দলে। সেখানেও সতীর্থ বিরাট।

ব্রাইটনের কাছে হার, বিদায় ম্যান ইউয়ের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ জানুয়ারি : দুঃসময় কিছুতেই কাটছে না। ব্রাইটনের কাছে ২-১ গোলে হেরে এফএ কাপ থেকেও ছিটকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় ব্রাইটন। ১২ মিনিটে গোল করেন ব্রাজান গুডা। বিরতির পর ব্যবধান বাড়ান ইউনাইটেডেরই প্রাক্তনী ড্যানি ওয়েলবেক। এই গোলই ম্যাচের ভাগ্য নিশ্চিত করে দেয়। ৮৫ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে একটি গোল শোধ করেন বেঞ্জামিন সেসকো। যদিও ওই গোল ম্যাচে ফেরাতে পারেনি ইউনাইটেডকে।

নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে লালকার্ড দেখেন ইউনাইটেডের সিয়া লেসি। সংযুক্তি সময়ের পুরোটাই দশজনে খেলতে হয় ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটিকে। রুবেন অ্যামোরিম বরখাস্ত হওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে ড্যারেন ফ্লেচারের দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল এটি। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরও দুই ম্যাচের একটাও জিততে পারেনি ইউনাইটেড। শোনা যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আরও একবার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ নিয়োগের পথে হাঁটছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ম্যান ইউ কিংবদন্তি মাইকেল ক্যারিককে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে খবর। আরেক প্রাক্তনী ওলে গুনার সোলসায়ারের সঙ্গেও বৈঠক করেছে ম্যানেজমেন্ট।

অসম্ভব বলছে বাংলাদেশ

ভারতেই খেলতে হবে, অনড় আইসিসি

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশের আশঙ্কা কার্যত উড়িয়ে দিল আইসিসি। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার দাবি, পেশাদার একটি সংস্থাকে দিয়ে পুরো নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে খেলা নিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কা অমূলক। মুস্তাফিজুর রহমান, লিটন দাসরা খেললে কোনও সমস্যা হবে না।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সম্প্রতি চিঠিতে মুস্তাফিজুরকে নিয়ে নিরাপত্তার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় আইসিসি-র (বিসিবি) কাছে। যুক্তি, মুস্তাফিজুর-আইপিএল বিতর্কের আঁচ পড়তে পারে। ফলে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে খেলা ঝুঁকির হবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটার, সমর্থক, সাংবাদিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন।

বিসিবি-র আশঙ্কার প্রেক্ষিতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ সংস্থা দিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আইসিসি। রিপোর্টে বিসিবি-র দাবি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন পর্যন্ত আইসিসি-র অবস্থান পরিষ্কার—বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতেই খেলতে হবে। খুব বেশি হলে, কলকাতা থেকে ম্যাচ সরানো হতে পারে, কিন্তু ভারতের বাইরে নয়।

> কলকাতায় খেলব না বলিনি আমরা। বলেছি ভারত থেকেই আমাদের সব ম্যাচ সরাতে হবে। ভারতে খেলা অসম্ভব। সংবাদমাধ্যমে খবরটা (চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরমে সরানো হতে পারে) দেখেছি। জানি না, এর সত্যতা কতটুকু।
> -আসিফ নজরুল (ক্রীড়া উপদেষ্টা)

খবর, রবিবার ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের পর রাতে ভারতীয় বোর্ড কর্তারা জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন। যেখানে ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। বাংলাদেশ ইস্যুতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে বৈঠকে নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। প্ল্যান 'এ' অনুসারে নির্দিষ্ট সূচি মেনে গ্রুপ লিগে কলকাতা (৩টি) ও মুম্বইয়ে (১টি) খেলতে হবে। প্ল্যান 'বি' ম্যাচ সরিয়ে চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরমে করা হতে পারে।

আইসিসি অনড় থাকলেও ছবিটা এখনও পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশের তরফে এদিনও হুংকার জারি। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা সাফ জানিয়েছেন এই ব্যাপারে (ভারতে না খেলা) কোনওরকম সমঝোতা করা হবে না। দাবি, চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরমও ভারতের মধ্যেই। কিন্তু তাদের দাবি ভারত থেকেই ম্যাচ সরানোর।

ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, 'কলকাতায় খেলব না বলিনি আমরা। বলেছি ভারত থেকেই আমাদের সব ম্যাচ সরাতে হবে। ভারতে খেলা অসম্ভব। সংবাদমাধ্যমে খবরটা (চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরমে সরানো হতে পারে) দেখেছি। জানি না, এর সত্যতা কতটুকু।' তাঁর আরও সংযোজন, 'ভারতের অন্য শহরও তো ভারতই। শেষ ১৬ মাস ধরে ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার চলছে। প্রবল সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ রয়েছে ওখানে। শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, অন্য কোথাও হলে আমাদের অসুবিধা নেই।'

২০০২ সালের তালিকায় লক্ষ্মীরতনের নাম ছিল না। এমনকি তাঁর বাবা উমেশ শুক্লার নামও ছিল না সেই তালিকায়।

শুনানিতে ডাক লক্ষ্মীরতনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : মহম্মদ সামির পর এবার লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বাংলার তারকা ক্রিকেটারের পর এবার খ্যাতনামা কোচ। লক্ষ্মীরতনকে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ২০০২ সালের তালিকায় লক্ষ্মীরতনের নাম ছিল না। এমনকি বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের বাবা উমেশ শুক্লার নামও ছিল না সেই তালিকায়। কিন্তু কেন ছিল না নাম?

বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা

এসআইআর

গিয়েছে, লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে তাঁর বাবার নাম মেলেনি। তাই বাংলার কোচকে তলব করা হয়েছে। যদিও লক্ষ্মীরতন বর্তমানে বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ হলেও তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ও রয়েছে। অতীতে তিনি উত্তর হাওড়া থেকে ভোটে জিতে রাজ্যের শাসকদলের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বর্তমানে অবশ্য তাঁর কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই। উত্তর হাওড়ার হিন্দি হাইস্কুলের ভোটার লক্ষ্মীরতন। অতীতে বহুবার তিনি ভোটও দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও কেন তাঁকে এসআইআর-এ জন্য তলব করা হল, কেন তাঁর নামের সঙ্গে তাঁর বাবার নাম মিলল না, তা নিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্মীরতনের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রের খবর, এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দেবেন তিনি। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

ইন্টার কাশীও খেলবে কলকাতা থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ওডিশা এফসি যে এই মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ খেলার জন্য দল গড়ছে, এই কথা লিগ শুরুর তারিখ ঘোষণা হওয়ার আগেই জানানো হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের। সেই খবরেই শিলমোহর দিয়ে এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে লিগে যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করল ওডিশা। একইসঙ্গে নিশ্চিত হল, এবারের আইএসএলে কলকাতা থেকে খেলবে চার ক্লাব। গত মরশুমের মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে যোগ হল ইন্টার কাশী।

গত ৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য লিগ শুরুর তারিখ ঘোষণা করার পর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনও খানিকটা ঢিমেতালে কাজ শুরু করে। ক্লাবগুলির তরফেও নিশ্চিত করা হচ্ছিল না কোন স্টেডিয়াম বা শহর থেকে তারা খেলতে চলেছে সেই বিষয়টি। শেষপর্যন্ত গত শনিবার ফেডারেশনের তরফে সব ক্লাবের কাছে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়, কোন ভেনু থেকে তারা খেলবে? সোমবার দুপুর বারোটার মধ্যে জানাতে বলা হয়। তার আগেই ওডিশা চিঠি দিয়ে ফেডারেশনের কাছে সোমবার পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছিল। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, আদৌ তারা খেলবে কিনা, সেই বিষয়ে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদ নিশ্চিত করে জানিয়েছিল যে গোপনে ধীরে ধীরে দল গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে ওডিশা। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক সরাসরি

খেলতে রাজি ওডিশা এফসি

এবার আইএসএলের কাজে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় বিজেপি শাসিত রাজ্য ওডিশা সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদনের রাস্তাও সহজ হয় ওডিশা এফসি ম্যানেজমেন্টের কাছে। এদিন তাই তারা ফের ওডিশা থেকে খেলার ব্যাপারে নিশ্চিত করে। যা খবর তাতে এখনও দুই-একটি ক্লাব নিজেদের স্টেডিয়াম নিশ্চিত করতে পারেনি। দুই-একটি ক্লাব আবার হোম ম্যাচ খেলতেই চাইছে না মাঠ সমস্যার জন্য। নতুন দল হিসাবে দিল্লি থেকে খেলবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। রবিবারই তারা স্থানীয় সমর্থকদের সঙ্গে একটি মিট অ্যান্ড গ্রিটের আয়োজন করে। দিল্লি থেকে খেলবে পাঞ্জাব এফসি-ও। তবে উত্তরের আর এক ক্লাব এবারই সদ্য আই লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠে আসা বারাণসীর ক্লাব ইন্টার কাশী অবশ্য নিজেদের মাঠ না থাকায় কলকাতায় হোম ম্যাচগুলি খেলবে। তাদের হোম গ্রাউন্ড হিসাবে কল্যাণী বা বারাসত দেখানো হয়েছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আগের মতোই যুবভারতী হবে হোম গ্রাউন্ড। তেমনি মহমেডানের কিশোর ভারতী।

এদিন ক্লাবরা নিজেদের হোম গ্রাউন্ডের কথা জানিয়ে দেওয়ায় বিপণন সঙ্গী এবং ব্রডকাস্টার নেওয়ার ব্যাপারে নিয়মমাফিক কাজ শুরু করে দেওয়ার ব্যাপারে আর কোনও সমস্যা থাকল না ফেডারেশনের। এছাড়াও দ্রুত ক্রীড়াসূচিও তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম গুজরাট জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

গ্রেসের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে চূর্ণ ওয়ারিয়র্স

নভি মুম্বই, ১২ জানুয়ারি : নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নাদিনে ডি ক্লার্ক (২৮/২), লরেন বেলরা (১৬/১) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জয়ের রাস্তা গড়ে দেন। সেই পথে হেঁটেই গ্রেস হ্যারিসের (৪০ বলে ৮৫) বিধ্বংসী ব্যাটিং। যার সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি ইউপি ওয়ারিয়র্স। ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে

অর্ধশতরানের পর গ্রেস হ্যারিস।

চলতি ডব্লিউপিএলে টানা দুই ম্যাচে জয় পেল আরসিবি। স্মৃতি মান্ধানা ৩২ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন। বেঙ্গালুরু ১২.১ ওভারে ১ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে নেয়।

টস জিতে শুরুতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন আরসিবি অধিনায়ক স্মৃতি। ওয়ারিয়র্সের দুই ওপেনার হার্লিন দেওল (১১) ও মেগ ল্যানিং (১৪) ধরে খেলার চেষ্টা করলেও সফল হননি। একটা সময় ৫০ রানে ৫ উইকেট চলে গিয়েছিল ওয়ারিয়র্সের। সেখান থেকেই পালটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন দীপ্তি শর্মা (৩৫ বলে ৪৫) ও দিয়ান্দ্রা ডটিন (৩৭ বল ৪০)। অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে তাঁরা ৯৩ রান যোগ করে ওয়ারিয়র্সকে ১৪৩/৫ স্কোরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। যদিও আরসিবি-র আগ্রাসনের সামনে তা কাজে আসেনি।

ছেলে হাসান ইসাখিলকে নোয়াখালি এক্সপ্রেসের টুপি দিচ্ছেন মহম্মদ নবি।

বিপিএলে একসঙ্গে খেললেন পিতা-পুত্র

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) একই দলের হয়ে খেলতে দেখা গেল প্রাক্তন আফগান অধিনায়ক মহম্মদ নবি এবং তাঁর পুত্র হাসান ইসাখিলকে।

রবিবার বিপিএলে নোয়াখালি এক্সপ্রেসের হয়ে মহম্মদ নবি ও তাঁর পুত্র হাসান ঢাকা ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলেন। ম্যাচে ৪১ রানে জয় পেয়েছে নোয়াখালি। ম্যাচে হাসান ৬০ বলে ৯২ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। উলটোদিকে নবি ব্যাট হাতে ১৭ রান ও বল হাতে ২টি উইকেট নিয়েছেন। এমনকি ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ উইকেট জুটিতে পিতা-পুত্র মিলে ৫৩ রান যোগ করেছেন। ম্যাচের পর হাসান বলেছেন, 'আমি ও বাবা এবার একসঙ্গে জাতীয় দলে খেলতে চাই।'

জয়রথ থেমে গেল বর্ধমানের

বোলপুর, ১২ জানুয়ারি : টানা চার ম্যাচ জিতে বেঙ্গল সুপার লিগে সোমবার ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছিল বর্ধমান ব্লাস্টার্স। তাদের সেই দৌড় বোলপুর স্টেডিয়ামে থেমে গিয়েছে। লিগ টেবিলে তাদের এক ধাপ ওপরে থাকা নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে। প্রথমার্ধে গোল না পাওয়ার

পর সন্দীপ নন্দীর প্রশিক্ষণাধীন বর্ধমান বিরতির পর মরিয়া হয়ে নেমেছিল। যদিও তা কোনও কাজে দেয়নি। ১০ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে নর্থ ২৪ পরগনা আছে চতুর্থ স্থানে। সমসংখ্যক ম্যাচ থেকে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বর্ধমান আছে পাঁচ নম্বরে। লিগ টেবিলের প্রথম দুই স্থানে আছে যথাক্রমে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স ও জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি।

মরুদেশে এল ক্লাসিকো জয় বার্সেলোনার

জেড্ডা, ১২ জানুয়ারি : একই মাঠ। একই প্রতিপক্ষ। একই ফলাফল। গতবারের মতো এবারেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জয় বার্সেলোনার। এটি তাদের ১৬তম খেতাব। শুধু তফাতটা স্কোরলাইনেই থেকে গিয়েছে। গতবার ৫-২ গোলে জয় পেয়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। এবার জয় এসেছে ৩-২ ফলে।

যার ধাক্কায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিয়াল কোচের পদ থেকে সরে যেতে হল জাভি অলন্সোকে। সোমবার রিয়ালের তরফে ঘোষণা করা হয় পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তিনি কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। সাত মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেল রিয়ালে অলন্সো জমানা। রিয়ালের যুব দলের কোচ আলভারো আরবেলোয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হল।

ম্যাচের প্রথম ৩৬ মিনিট কিছুটা ঘুমপাড়ানি ফুটবল। ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগো, জুডে বেলিংহ্যামদের মতো অ্যাটাকার থাকতেও ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলছিল লস ব্লাঙ্কোস। ৩৬ মিনিটে রিয়াল ডিফেন্সকে নাড়িয়ে প্রথম গোলের খাতা খোলেন রাফিনহা। গোল হজমের পরে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে রিয়াল। বিশেষ করে সংযোজিত সময়ের মধ্যে তিন গোলের সাক্ষী ফুটবল বিশ্ব। সংযোজিত সময়ের ২ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান ভিনি। দীর্ঘ ১৬ ম্যাচ পরে রিয়ালের জার্সিতে গোলের দেখা পেলেন এই ব্রাজিলীয় তারকা। ভিনির গোলের ২ মিনিট পরে পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি বার্সাকে এগিয়ে দেন। সংযোজিত সময়ের ৬ মিনিটে রিয়ালের হয়ে

সরে গেলেন অলন্সো

গোল শোধ করেন গঞ্জালো গার্সিয়া। ৭৩ মিনিটে বার্সার হয়ে জয়সূচক গোলটি করে যান রাফিনহা। এই গোল হজমের পরে গঞ্জালোকে তুলে আধা ফিট কিলিয়ান এমবাপেকে নামিয়ে দেন রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। ফরাসি তারকা অবশ্য বিশেষ কিছু করতে পারেননি। ম্যাচের অন্তিমলগ্নে ফ্রেঙ্কি ডি জং লাল কার্ড দেখলেও তার সুবিধা নিতে ব্যর্থ রিয়াল।

রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতে উচ্ছ্বসিত বার্সেলোনা।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচ জিতলাম। ছেলেদের জন্য আমি গর্বিত। ওরা পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছে।' আপাতত কোচ হিসেবে কোনও ফাইনাল না হারার নজির ধরে রেখেছেন বার্সা কোচ।

হারের পর রিয়াল কোচ অলন্সো বলেছিলেন, 'এই ফলে আমি সন্তুষ্ট নই। তবে এখনও মরশুমের অনেকটা বাকি আছে। আমরা প্রত্যাবর্তন করব।' যদিও সেই সুযোগ তিনি আর পাচ্ছেন না।

দেবদত্তর দাপটে ছুটি মুম্বইয়ের

বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি : দেবদত্ত পাড়িক্কালের দাপটে বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে ছুটি হয়ে গেল মুম্বইয়ের। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ উইকেটে ২৫৪ করে মুম্বই। সর্বোচ্চ ৮৬ করেন শামস মুলানি। ৩৩ ওভারে কর্ণাটকের ১৮৭/১ স্কোরে বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি নিয়মে (ভিজেডি নিয়মে ৩৩ ওভারে টার্গেট ছিল ১৩৩) ৫৪ রানে জেতে কর্ণাটক।

অধিনায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১২) ব্যর্থ হলেও অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দলকে জয় এনে দেন দেবদত্ত (৮১)-করুণ নায়ার (৭৪)। যার সুবাদে বিজয় হাজারেতে ভিন্ন দুই আসরে প্রথম সাতশোর বেশি রানের নজির গড়লেন পাড়িক্কাল (২০২০-'২১ ও ২০২৫-'২৬)। বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তরপ্রদেশকে ১৭ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠল সৌরাষ্ট্র।

সেমিফাইনালে সৌরাষ্ট্রও

অভিষেক গোস্বামী ও সমীর রিজভির (দুজনেই ৮৮) দাপটে ৩১০/৮ তোলে রিঙ্কু সিংয়ের নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ। রিঙ্কু আউট হন ১৩ রানে। জবাবে হার্ভিক দেশাই (অপরাজিত ১০০), প্রেরক মানকড়ের (৬৬) প্রচেষ্টায় সৌরাষ্ট্র ৪০.১ ওভারে ২৩৮/৩ স্কোরে পৌঁছোনোর পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি নিয়মে সৌরাষ্ট্রের দরকার ছিল ২২২।

দাদাভাইয়ের প্রকাশচন্দ্র কাপ টি২০ ফেব্রুয়ারিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেট প্রকাশচন্দ্র কাপ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে। দাদাভাইয়ের

খেলবে অসম-বিহারের দল

সচিব বাবুল পালচৌধুরী বলেছেন, 'প্রতিযোগিতার অষ্টম বর্ষে ৪ লক্ষ টাকা পুরস্কার মূল্য রাখা হয়েছে। অসম থেকে দুইটি ও বিহার থেকে একটি দল আসবে খেলতে। কলকাতার থাকছে ছয়টি দল। আয়োজক দাদাভাই বাদ দিলে বাকি দুই দল জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের। চ্যাম্পিয়নদের জন্য অজিত বিশ্বাস ও মীরা বিশ্বাস ট্রফি ছাড়াও থাকছে ১৫ হাজার টাকা। রানার্সরা গোপাল পালচৌধুরী ট্রফির সঙ্গে ১০ হাজার টাকা পাবে। ফেয়ার প্লে-র জন্য দেওয়া হবে শিবু দত্ত ট্রফি।' একইসঙ্গে বাবুল জানিয়েছেন, দিনরাতের এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে করতে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে সভাপতি ও অখিল বিশ্বাসকে কার্যনির্বাহী সভাপতি রেখে ২০ জনের কমিটি গড়া হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সুধাংশু সাহা, অরূপ মৈত্র ও পপি দালালকে।

স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে যুব দিবস উপলক্ষ্যে ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির তরফে শিলিগুড়ির ২০০ খুদে অ্যাথলিটকে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা প্রাঙ্গণে খেলোয়াড়দের উপহার তুলে দিয়ে সংস্থার তরফে বাবলু তালুকদার বলেছেন, 'আমরা চাই নতুন প্রজন্ম আরও বেশি করে মাঠে আসুক।'

চ্যাম্পিয়ন দলসিংপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। মিলন মোড় মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে তরঙ্গাবাড়ি এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ফাইনালের সেরা দলসিংপাড়ার উমেশ তিরকি। প্রতিযোগিতার সেরা তরঙ্গাবাড়ির রাজা ছেত্রী। সর্বাধিক গোলস্কোরার দলসিংপাড়ার হেমরাজ ভুজেল। সেরা গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারের পুরস্কার তাদের কল্যাণ রায় এবং জয়শংকর সাহার দখলে গিয়েছে। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে জলপাইগুড়ি পুলিশ।

জাতীয় ফুটবল দলে কালিম্পংয়ের সুস্মিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : স্বপ্নপূরণ সুস্মিতা লেপচার। বয়স ত্রিশের গোড়ায়। তবু জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন অটুট। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই কথা জানিয়েছিলেন কালিম্পংয়ের সুস্মিতা। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হল। গত শনিবার জাতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছেন। সোমবার তুরস্ক সফরের জন্য ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের স্কোয়াড ঘোষণা করলেন হেডকোচ ক্রিসপিন ছেত্রী। ওই দলে জায়গা করে নিয়েছেন সুস্মিতা।

সামনে এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ। তার আগে জানুয়ারির ১৮, ২১ ও ২৪ তারিখে তুরস্কে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ক্রিসপিনের ভারত। ইস্টবেঙ্গলের সুস্মিতা ছাড়াও ওই ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলে বাংলার মুখ অগ্নিজা সরখেল, অষ্টম ওরাওঁ, অঞ্জু তামাং, সংগীতা বাসফোর ও রিম্পা হালদার। হালকা চোট থাকলেও দলে রয়েছেন সুইটি দেবী ও সৌম্যা গুগুলোথ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা মাধবী দে - কে 11.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77L 52754 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এই সুযোগটি আমাকে কৃতজ্ঞতা এবং আশাবাদে ভরিয়ে দিয়েছে। এটি আমাকে আত্মবিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সামনের দিকে তাকানোর শক্তি দিয়েছে। আমার জীবনে নতুন পথ খোলার জন্য ডিয়ার লটারির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস পান্ডে একাদশের। -নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

চ্যাম্পিয়ন পান্ডে একাদশ

বারবিশা, ১২ জানুয়ারি : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির পান্ডে একাদশ। সোমবার ফাইনালে তারা ৪৩ রানে হারিয়েছে ডিএফইউসি নর্থবেঙ্গলকে। প্রথমে পান্ডে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। সোনুকুমার সিংয়ের অবদান ১৯ বলে ৪৪ রান। বলবিন্দর সিং ১৮ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে ডিএফইউসি ১৫.১ ওভারে ৯৩ রানে গুটিয়ে যায়। বলবিন্দর রেখে এসেছে ৩৮ রান। গেম চেঞ্জার মুখতাসিন আহমেদ ১০ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ফাইনালের সেরা মহম্মদ সাজিদ ১৮ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা বলবিন্দর। সেরা উইকেটরক্ষক ও সেরা ক্যাচের পুরস্কার গিয়েছে চন্দন সিংয়ের ঝুলিতে।

চ্যাম্পিয়ন সমীর-জয়ন্ত

বাগডোগরা, ১২ জানুয়ারি : আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের দ্বিতীয় বর্ষ অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সমীর মিত্র-জয়ন্ত দেবনাথ। ফাইনালে তাঁরা জিতেছেন সৌমেন চক্রবর্তী-পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। অমলকৃষ্ণ বসাক-সুবোধ অধিকারী তৃতীয় হয়েছেন। চতুর্থ সমীর হালদার-রাজেশ মিত্র।

ট্রফি নিয়ে অকশন ব্রিজের সফল খেলোয়াড়রা। ছবি : খোকন সাহা

জয়ী ছাটারামপুর

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে সোমবার ছাটারামপুর শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘ ৬ উইকেটে জিতেছে বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। সংস্থার মাঠে বক্সিরহাট প্রথমে ১৫.৫ ওভারে ৮৬ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা এজাজুল হক ৩৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ছাটারামপুর ১১.৫ ওভারে ৪ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। বিশেষ জৈন করেন ১৮ রান।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অরুণ কিস্কু (বাঁয়ে) ও জয়কৃষ্ণ পাল।

জয়ী রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার বিবেকানন্দ ক্লাব ৬০ রানে হারিয়েছে রবীন্দ্র সংঘকে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে বিবেকানন্দ ৩৭.৪ ওভারে ১৭৮ রানে অল আউট হয়। সুরজ কুমারের অবদান ৩৯ রান। আয়ুষ দাস ৩৯ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে রবীন্দ্র ২৭.২ ওভারে ১১৮ রানে সব উইকেট হারায়। আমন যাদব রেখে এসেছেন ২৬ রান। ম্যাচের সেরা অরুণ কিস্কু নিয়েছেন ৪ উইকেট। সিয়াম মাঠে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ ১৭৪ রানে চূর্ণ করেছে বান্ধব সংঘকে। টসে জিতে রামকৃষ্ণ ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৬৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা জয়কৃষ্ণ পাল ৬৪ ও গৌরব দাস ৫৯ রান করেন। জবাবে বান্ধব ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে আটকে যায় ৮৯ রানে। তাদের সর্বাধিক ১২ রান রাম সিংয়ের। রাকেশ মল্লিক ৬ রানে নেন ২ উইকেট। ভালো বোলিং করেন হীরজ বর্মনও (৯/২)। মঙ্গলবার সিয়াম মাঠে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব মুখোমুখি হবে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের।